فیضانِ بسم اللہ

বিছমিল্লাহর ফযীলত

FAIZANE BISMILLAH

শায়খে ত্বরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরতুল আল্লামা

মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদিরী

دامت برکاتہم العالیہ

مکتبۃ المدینہ

(دعوتِ اسلامی)

Dawateislami

বিসমিল্লাহর ফযীলত

এই বইটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) উর্দূ ভাষায় লিখেছেন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশ উপকৃত হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন নং-০২-৭৫৪৯৮২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং-০৬৪৪৫৫০০৪৩৭
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং-০১৮১৩৬৭১৫৭২

E-mail :
bdtarajim@gmail.com
maktaba@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

কিতাব পাঠ করার দুআ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) বর্ণনা করেন ঃ

যে ব্যক্তি ধর্মীয় কিতাবাদি ও ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দুআটি পড়ে নেয়। তবে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা স্মরণে থাকবে। (ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ)

দুআটি নিম্নরূপ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনার জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন। হে চির মহান! হে চির মহিমান্বিত।

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

নোট ঃ- দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।

** সূচী পত্র **

বিষয়	পৃষ্টা	বিষয়	পৃষ্টা
ফয়যানে বিসমিল্লাহ	০১	ড্রাইভারের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ	২৫
অসম্পূর্ণ কাজ	০১	বয়ানের ক্যাসেট উপহার দিন	২৫
বিসমিল্লাহ পড়তে থাকুন	০১	কেউ মানুক না মানুক নিজের সাওয়াব মিলবে	২৬
জ্বিনদের থেকে মালপত্র হিফাযতের পদ্ধতি	০২	ক্ষতিকর বিষ প্রভাবহীন হয়ে গেল	২৭
বিসমিল্লাহ শুদ্ধভাবে পড়ুন	০২	ভয়ানক বিষ	২৮
হৈ চৈ পড়ে গেল	০২	আগুন ছিল না বাগান	২৯
বিসমিল্লাহর ب এর ব্যাপকতা	০৩	আশ্চর্যজনক দুর্ঘটনা	৩০
ইসমে আযম	০৪	ফযরের নামাযের জন্য জাগানো সুন্নাত	৩২
ইসমে আযম নিয়ে দুআ কবুল হয়	০৫	কে পা দিয়ে নাড়া দেবে?	৩২
বাঁকা নাক	০৫	মৃত্যুর সময় কালিমা পড়ার ফযীলত	৩৩
আলা হযরতের কারামত	০৭	মোটা তাজা শয়তান	৩৪
রহস্যে ভরা বৃদ্ধ ও কালো জ্বিন	১০	নয়জন শয়তানের নাম ও কাজ	৩৪
ভাল নিয়্যতে উদ্দেশ্য সফল	১৪	পারিবারিক ঝগড়া বিবাদের প্রতিকার	৩৫
পাঁচটি মাদানী ফুল	১৫	খাবারের পূর্বে অবশ্যই বিসমিল্লাহ পাঠ করুন	৩৬
যেমন দরজা তেমন ভিক্ষা	১৬	খাবারকে শয়তান থেকে বাঁচান	৩৬
রহমতে পূর্ণ ঘটনা	১৭	শয়তান খাবার বমি করে দিল	৩৭
বাগানে দোলনা	১৮	হুযুর ﷺ এর দৃষ্টি থেকে কোন কিছু গোপন নেই	৩৭
১০০ জন হত্যাকারীর ক্ষমালাভ	১৯	ছিদ্দিকে আকবর رضی اللہ تعالیٰ عنہ মাদানী অপারেশন করলেন	৩৯
ঈর্ষাযোগ্য মৃত্যু	২১	হুযুর ﷺ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন	৪১
বিসমিল্লাহ করুন বলা নিষেধ	২৩	গলগন্ড রোগের চিকিৎসা করলেন	৪১
বিসমিল্লাহ বলা কখন কুফরী?	২৩	হাঁপানী রোগীর আরোগ্য লাভ	৪২
ফিরিস্তারা সাওয়াব লিখতে থাকেন	২৪	হুযুর ﷺ কুষ্ট রোগের চিকিৎসা করলেন	৪৩
প্রতিটি কদমে একটি নেকী	২৪	হুযুর ﷺ ফোস্কা ভাল করে দিলেন	৪৪
নৌকায় শুধু নেকীর আর নেকী	২৪	কুমন্ত্রণা	৪৫

কুমন্ত্রণা	৪৫	নতুন জীবন	৭১
কুমন্ত্রণার প্রতিকার	৪৫	কুমন্ত্রনা	৭২
৭৬ হাজার নেকী	৪৭	কুমন্ত্রণার প্রতিকার	৭৩
যবেহ করার সময় রাহমানুর রাহিম না পড়ার রহস্য	৪৭	বিসমিল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণকারীনি	৭৪
১৯টি অক্ষরের রহস্য	৪৮	বিসমিল্লাহর লিখার ফযীলত	৭৫
কবর হতে আযাব উঠে গেল	৪৮	মাটির উপর লিখা	৭৭
বাচ্চার মাদানী প্রশিক্ষণের ঘটনা	৪৮	প্রত্যেক ভাষার অক্ষরের সম্মান করুন	৭৮
দা'ওয়াতে ইসলামীর তরবিয়্যাতী কোর্সের বাহার	৫২	মদীনা শরীফে হৃদয় বিদায়ক স্মৃতি	৭৯
মাদানী কাফিলাতে বাধা প্রদানের ক্ষতি	৫৩	অতি চালাক লোকের যুক্তি	৮০
হিংস্র জন্তুদের ঘর	৫৪	প্রেমিকের জবাব	৮১
জ্বরের চিকিৎসা	৫৫	কুমন্ত্রণা	৮২
পাঁচটি মাদানী চিকিৎসা	৫৬	কুমন্ত্রণার প্রতিকার	৮২
চক্ষুদ্বয় দৃষ্টিশক্তি ফিরে ফেল	৫৮	মদ পানকারীর ক্ষমা হয়ে গেছে	৮৩
মাথা ব্যথার চিকিৎসা	৬০	ভাল নিয়্যতের পুরস্কার	৮৪
বিসমিল্লাহর মাধ্যমে চিকিৎসার পদ্ধতি	৬০	ভাল নিয়্যতের বরকতসমূহ	৮৪
অর্ধ মাথা ব্যথার ছয়টি মাদানী চিকিৎসা	৬১	আল্লাহ তাআলার গোপন রহস্য	৮৬
মাথা ব্যথার সাতটি মাদানী চিকিৎসা	৬২	লোমহর্ষক ঘটনা	৮৬
নাক ফেটে রক্ত বের হওয়ার চিকিৎসা	৬৩	মদীনার মুসাফির	৮৯
ঔষধের ঘটনা	৬৩	মদ্যপায়ী ওলী হয়ে গেল	৯১
ঔষধের উপর নয় আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন	৬৪	আদবকারী ভাগ্যবান, বেয়াদব দূর্ভাগা	৯৩
আত্মার সজিবতা	৬৫	জানোয়ারেরাও ওলীর সম্মান করে	৯৪
সুন্দরভাবে পাঠ করার ফযীলত	৬৫	ভালবাসা পোষণকারীদেরও ক্ষমা	৯৫
আল্লাহর নামের মধুরতা নাজাতের উপায়	৬৫	বরকতময় কাগজ উঠানোর ফযীলত	৯৬
কিয়ামতের অনন্য দলীল	৬৬	মুফতীয়ে আজম এর কাগজ ও হরফের প্রতি সম্মান	৯৭
তুমি আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছ	৬৭	মুফতীয়ে আজম হিন্দ ও দুঃখীদের দুঃখ লাঘব	৯৭
কাফনের উপর লিখার নিয়ম	৬৭	পবিত্র কাগজের বরকত	৯৯
যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম	৬৮	মাটির ভাঙ্গা পেয়ালা	১০১
নির্ভেজাল আমলের পরিচয়	৬৯	সাদা কাগজেরও সম্মান	১০৩
বিপদ আপদ দূর হওয়ার সহজ ওযীফা	৭০	পথ চলার সময় কাগজ পত্রে লাথি মারবেন না	১০৩

পেন্সিল বা কলমের চাচা অংশ	১০৪	আজ কে স্বপ্ন দেখেছেন?	১২৯
কালির ফোটার প্রতি সম্মান	১০৫	সু সংবাদ অবশিষ্ট রয়েছে	১৩০
দেয়ালে পোষ্টার লাগাবেন না	১০৬	নিজের ব্যাপারে উত্তম স্বপ্ন দেখা ব্যক্তিকে পুরস্কার	১৩০
পত্রিকায় বিক্রি করবেন না	১০৭	ইমাম বুখারীর আম্মাজানের স্বপ্ন	১৩১
আমার সম্মানিত পিতা একজন মানসিক রোগী	১০৮	ইহুদী নারী ও পুরুষের চমৎকার ঘটনা	১৩২
মাদানী কাফিলার উপর হুযুর ﷺ এর দয়া	১০৯	একজন খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ	১৩৫
হুযুর ﷺ খানা খাওয়ালেন	১১২	বীর বুযুর্গ	১৩৬
প্রত্যেক ভাষার অক্ষরের সম্মান করুন	১১৩	কূপ থেকে থলে কিভাবে বের হল?	১৩৭
নম্বর সমূহের সম্পর্ক	১১৪	ফিরআউনের মহল	১৩৮
পবিত্র পাতা সমূহ সমুদ্রের পানিতে ডুবানোর নিয়ম	১১৬	ঘরের হিফাযতের জন্য আমল	১৩৯
পবিত্র পাতা সমূহ দাফন করার নিয়ম	১১৬	আপনি মানুষ না জ্বিন	১৩৯
২৯টি মাদানী ফুল	১১৭	বিষমিশ্রিত খাবার	১৪১
৭টি ঘটনা	১২২	সহানুভূতি প্রদর্শনের সাওয়াব	১৪৩
কাঠুরিয়া কিভাবে ধনী হল?	১২২	রাসূলে পাক ﷺ এর দরবারে মাহমুদ গযনবীর গ্রহণযোগ্যতা	১৪৪
ক্যাসেট ইজতিমাতে দীদারে মুস্তফা ﷺ	১২৫	দশ হাজারী দুরূদ শরীফ	১৪৬
মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করার শাস্তি	১২৮	দুরূদ শরীফের ফযীলত	১৪৭
চিন্তা ভাবনা ব্যতীত যারা কথা বলে তারা সাবধান	১২৮	৪০ রূহানী চিকিৎসা	১৪৮
আলা হযরত رحمة الله تعالىٰ عليه এর স্বপ্ন	১২৯	দরসের নিয়ম	১৫৩

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

ফয়যানে বিসমিল্লাহ্

আল্লাহর মাহবূব, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যে আমার উপর ১ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তার উপর ১০ বার রহমত অবতীর্ণ করবেন।

(মুসলিম শরীফ, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১৭৫, হাদীস নং-৪০৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

অসম্পূর্ণ কাজ

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এর মাধ্যমে আরম্ভ করা না হয়, তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।" (আদ্ দুররুল মানসূর, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-২৬)

بِسْمِ اللّٰه পড়তে থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার সময়, খাওয়ানোর সময়, পান করার সময়, পান করানোর সময়, কোন কিছু রাখার সময়, উঠানোর সময়, ধোয়ার সময়, রান্না করার সময়, পড়ার সময়, পড়ানোর সময়, চলার সময় (গাড়ী ইত্যাদি), চালানোর সময়, উঠার সময়, উঠানোর সময়, বসার সময়, বসানোর সময়, বাতি জ্বালানোর সময়, পাখা চালানোর সময়, দস্তরখানা বিছানোর সময়, উঠিয়ে নেয়ার সময়, বিছানা বিছানোর সময়, উঠিয়ে নেয়ার সময়, দোকান খোলার সময়, বন্ধ করার সময়, তালা বন্ধ করার সময়, খোলার সময়, তেল দেয়ার সময়, আতর লাগানোর সময়, বয়ান করার সময়, নাত শরীফ শুনানোর সময়, জুতা পরিধানের সময়, আমামা (পাগড়ী) পরিধানের সময়, দরজা বন্ধ করার সময়, খোলার সময়, মোট কথা প্রত্যেক বৈধ কাজের শুরুতে (যখন শরীআতের কোনো নিষেধ না থাকে) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলে এর বরকত অর্জন করা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

জ্বিন থেকে মালপত্র হিফাযতের পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন সুলাইম رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন, "মানুষের মাল-পত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি জ্বিনেরা ব্যবহার করে। অতএব তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কাপড় চোপড় (পরিধানের জন্য) নেও বা খুলে রাখো তখন بِسْمِ اللّٰه শরীফ পড়ে নাও, জ্বীনদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নাম মোহর স্বরূপ।" অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰه পড়ার কারণে জ্বিনেরা ঐ কাপড়গুলো ব্যবহার করতে পারবে না।" (লুকতুল মারজান ফি আহ্কামিল জান লিস্ সূয়ূতী, পৃষ্ঠা-৯৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এভাবে প্রত্যেক বস্তু রাখার সময়, উঠানোর সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পড়ে নেয়ার অভ্যাস করে নেয়া উচিত, اِن شاء الله عَزَّوَجَلَّ দুষ্ট জ্বিনদের হাত থেকে আপনাদের মালপত্র নিরাপদে থাকবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

بِسْمِ اللّٰه শুদ্ধ ভাবে পাঠ করুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করার সময় সঠিক মাখারীজ (হর্ফ সমূহের সঠিক উচ্চারণস্থল) হতে আদায় করা আবশ্যক এবং কমপক্ষে এতটুকু আওয়াজ করাও আবশ্যক যে, কোন প্রতিবন্ধক না থাকা অবস্থায় নিজ কানে শুনতে পায়। তাড়াহুড়ার মধ্যে অনেক লোক হর্ফ সমূহ চিবিয়ে ফেলে। জেনে বুঝে এরূপ করা নিষেধ এবং অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাওয়া গুনাহ্, অতএব তাড়াতাড়ি পড়ার অভ্যাসের কারণে যেসব লোক ভুল পড়ে নেন তারা যেন নিজেকে সংশোধন করে নেয়। এছাড়া যেখানে সম্পূর্ণ পড়ার কোন বিশেষ কারণ না থাকে সেখানে শুধুমাত্র بِسْمِ اللّٰه বলে নিন, তখনো সঠিক হবে।

হৈ চৈ পড়ে গেছে

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ رضى الله تعالىٰ عنه বলেন, যখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم অবতীর্ণ হল তখন মেঘ পূর্বদিকে ছুটে চলল, বাতাস স্তব্দ হয়ে গেল, সমূদ্র উত্তেজনায় এসে পড়ল, চতুষ্পদ জন্তু সমূহ মনোযোগ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

সহকারে শুনার জন্য নিজেদের কান লাগিয়ে দিল ও শয়তানদেরকে আসমান থেকে পাথর নিক্ষেপ করা হল এবং আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ইরশাদ করলেন, "আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! যে বস্তুর উপর بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করা হয় আমি তাতে বরকত দান করব। (আদ্ দুর্‌রুল মানসূর, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-২৬)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ১৯ পারা সূরা নামলের ৩০ নং আয়াতের অংশ এবং কুরআন মাজীদের ১টি পূর্ণ আয়াত যা দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। (হাল্‌বী কাবীর, পৃষ্ঠা-৩০৭)

بِسْمِ اللهِ "শব্দের " ب " এর ব্যাপকতা

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ অনেক নবীগণ عليهمُ الصّلوٰةُ وَالسَّلام এর উপর সহীফা সমূহ ও কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছেন। যেগুলোর সংখ্যা ১০৪ খানা। এগুলোর মধ্যে ৫০ খানা সহীফা হযরত সায়্যিদুনা শীষ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م এর উপর, ৩০ খানা সহীফা হযরত সায়্যিদুনা ইদরীস عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م ১০ খানা সহীফা হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م এর উপর, ১০ খানা সহীফা যেগুলো হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م এর উপর তওরাত শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া ৪ খানা বড় কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

(১) তাওরাত শরীফ – হযরত মূসা কলীমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م এর উপর।

(২) যাবূর শরীফ – হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م এর উপর।

(৩) ইনজীলে মুকাদ্দাস – হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلا م এর উপর ।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

(৪) কুরআনে মুবীন – রাহমাতুল্লিল আলামীন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর উপর।

(আল ইহ্সান বিতরতীবে সহীহ্ ইবনে হাব্বান,খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৮৮,হিলিয়াতুল আওলিয়া,খন্ড-১,পৃষ্ঠা-২২২)

এ সমস্ত কিতাব ও সকল সহীফার বিষয়বস্তুগুলো কুরআনে মজীদে, আর সম্পূর্ণ কুরআনে মজীদের বিষয়বস্তু সূরা ফাতিহা এর মধ্যে, আর সূরা-এ-ফাতিহার পরিপূর্ণ বিষয়বস্তু بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم এর মধ্যে এবং بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم এর সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু সেটার হরফ "ب" এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আর এর অর্থ এটা যে,

بِیْ کَانَ مَاکَانَ وَبِیْ یَکُوْنُ مَایَکُوْنُ

অর্থাৎ-যা কিছু রয়েছে তা আমারই (আল্লাহর) পক্ষ থেকে এবং যা কিছু হবে আমারই (আল্লাহর) পক্ষ থেকে হবে। (আল্ মাজালিসুস্ সানিয়্যাহ্ পৃষ্ঠা -৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

ইস্মে আযম

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رضى الله تعالىٰ عنهما থেকে বর্ণিত যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান ইবনে আফফান رضى الله تعالىٰ عنه নবীগণের সুলতান হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর নিকট بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم এর ফযীলত) এর ব্যাপারে ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন, তখন আল্লাহর মাহবূব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم ইরশাদ করলেন, "এটা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম। আর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর ইস্মে আযম এবং এর মধ্যে এমন নিকটবর্তী সম্পর্ক যেমন চোখের কালো অংশ (চোখের মনি) ও সাদা অংশের মধ্যকার সম্পর্ক।" (আল মুসতাদরাক লিল্ হাকীম, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-৭৩৮, হাদীস নং-২০৭১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

ইস্‌মে আযম নিয়ে দু'আ করলে, দু'আ কবূল হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "ইস্‌মে আযম" এর অনেক বরকত রয়েছে। ইস্‌মে আযম সহকারে যে দু'আ করা হয় তা কবূল হয়ে যায়। "আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁনرحمة الله تعالىٰ عليه এর সম্মানিত পিতা রইসুল মুতাকাল্লিমিন হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন, "অনেক আলিম بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم কে ইস্‌মে আযম বলেছেন। শাহেন শাহ্‌ বাগদাদ, হুযূরে গাউসে পাক رضى الله تعالىٰ عنه থেকে বর্ণিত, بِسۡمِ اللّٰه বাক্যটি 'আরিফের মূখে ('আরিফ অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় লাভকারী) এমন যে, যেন সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে كُنۡ (অর্থাৎ হয়ে যাও) বলার মত। (আহ্‌সানুল ভি'আ, পৃষ্ঠা-৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের ভাল ও বৈধ কাজ সমূহে বরকত লাভের জন্য অবশ্যই আমাদেরকে প্রথমে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পড়ে নেয়া উচিত। যদি আপনি কথায় কথায় بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পড়ার অভ্যাস গড়তে চান, তাহলে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নত সমূহের প্রশিক্ষণের "মাদানী কাফিলাতে" 'আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নতে ভরা সফরকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে দু'আকারীদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার অনেক ঘটনা পাওয়া যায়। যেমন

বাঁকা নাক

এক ইসলামী ভাইয়ের দেয়া বর্ণনা নিজস্ব ভঙ্গিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। আমার নাকের হাঁড় বাঁকা ছিল চোখ ও মাথা ব্যথা পিছু ছাড়ছিলনা। আমি মদীনাতুল আওলিয়া মুলতান শরীফে প্রতিষ্ঠিত "নিশতার মেডিক্যাল হাসপাতালে" অপারেশন করার ইচ্ছা করছিলাম। এর পূর্বে আশিকানে রসূলদের সুন্নত সমূহের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলার সাথে পাক পাতান শরীফে সুন্নতে ভরা সফরের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

সৌভাগ্য অর্জিত হলো। আগে থেকেই শুনে আসছিলাম যে, মাদানী কাফিলার মধ্যে দু'আ কবূল হয়। তাই আমি আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ দরবারে এ দু'আ করলাম, "ইয়া আল্লাহ্ عَزَّوَجَلَّ! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলার বরকতে আমার নাকের হাঁড় ঠিক করে দাও।" মাদানী কাফিলা থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পর যখন নাকের হাঁড়কে গভীরভাবে লক্ষ্য করলাম তখন আমার খুশির সীমা রইলনা, কেননা 'আশিকানে রসূলদের সংস্পর্শে থেকে মাদানী কাফিলার সদকায় দু'আ কবূল হওয়ার প্রমাণ স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি এবং এরূপ যে, আমার নাকের বাঁকা হাঁড় একেবারে ঠিক হয়ে গেল।

سیکھنے سنّتیں قافلے میں چلو لُوٹنے رَحمتیں قافلے میں چلو
لینے کو بَرَکتیں قافلے میں چلو پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو
ٹیڑھی ہوں ہڈّیاں ہوں گی سیدھی میاں
دَرد سارے مِٹیں قافلے میں چلو

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো, লুটনে রহমাতে কাফিলে মে চলো।
লে-নেকো বারাকাতে কাফিলে মে চলো, পা-ওগে রাহাতে কাফিলে মে চলো।
টেডি হো হাড্ডিয়া হো-গি সিধে মিয়া, দরদ্ সা-রে মিটে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে মুসাফিরদের দু'আ কবূল হয়। আর যদি আল্লাহর রাস্তার মুসাফির হন আবার তাও যদি আশিকানে রসূলের সংস্পর্শে থেকে দু'আ করা হয় তা কেনইবা কবূল হবে না? আলা হযরত رحمة الله تعالٰی علیه এর পিতা প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন علیه رحمة الحَنان "আহসানুল ভি'আ" কিতাবের ৫৭ পৃষ্ঠায় দু'আ কবূল হওয়ার আদব সমূহ বা নিয়মাবলী হতে ২৩ নং আদব বা নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আওলিয়া ও ওলামার মাজলিশ সমূহ" (যে কোন ওলী ও সুন্নী আলিমের মাহফিলে বা তাঁদের সংস্পর্শে থেকে দু'আ করলে তা কবূল হবে)। "এ আদব" এর পার্শ্ব টিকায় আ'লা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

হযরত رحمة الله تعالىٰ عليه ওলামাদের ব্যাপারে বলেন, মহান প্রতিপালক সহী হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন,

هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ

অর্থাৎ "এরা এমন লোক তাঁদের নিকট যারা বসবে তারা দূর্ভাগা থাকবেনা।"
(মাকতাবাতুল মদীনা করাচী হতে মূদ্রিত)

یک زمانہ صُحبتِ بااولیائ

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

এক যামানা ছোহবতে বা আউলিয়া
বেহতর আয্ ছদ ছালে তা'আত বেরিয়া।
অর্থাৎ আওলিয়ায়ে কিরামের এক মূহুর্ত সংস্পর্শ
শত বছরের নির্ভেজাল ইবাদত থেকে উত্তম।

ওলী চাই জীবদ্দশায় থাকুক বা মাযার শরীফে আরাম করুক, তাঁর সংস্পর্শ দু'আ কবূল হওয়ার মাধ্যম। কোটি কোটি শাফিঈদের ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফিঈ رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন, আমি যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতাম তখন দু'রাকাআত নামায আদায় করে ইমাম আযম আবূ হানীফা رحمة الله تعالىٰ علىএর নুরানী মাযারে গিয়ে দু'আ করতাম আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমার সমস্যা সমাধান করে দিতেন।

(আল খায়রাতুল হিসান, পৃষ্ঠা-২৩০, মদীনা পাবলিশিং, করাচী)

আলা হযরত رحمة الله تعالىٰ عليه এর কারামত

জানা গেল আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰ এর মাযার সমূহেও দু'আ কবূল হয়, আবেদন মঞ্জুর হয় এবং উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এ প্রসঙ্গে আলা হযরত رحمة الله تعالىٰ عليه যখন ২১ বছরের যুবক ছিলেন ঐ সময়কার ঘটনা তিনি নিজ ভাষায় বর্ণনা করেন, "১২৯৩ হিজরীর গৌরবময় মাস রবিউল আখির এর

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

পবিত্র ১৭ তারিখে (আমার) বয়স ২১ বছর বয়স ছিল। আমি ও আমার পিতা رحمة الله تعالىٰ عليه ও হযরত মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদির সাহিব বাদায়ূনী رحمة الله تعالىٰ عليه একই সাথে সফরে আল্লাহ তায়ালার মহান ওলী নিযামুল হক ওয়াদ্দীন সুলতানুল আওলিয়া رحمة الله تعالىٰ عليه এর দরবারে উপস্থিত হই। মাজার শরীফের চতুর্পাশ্বে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ চলছিল। শোর-চিৎকারের আওয়াজে কথা বুঝা যাচ্ছিলনা।

উভয় বুজর্গ প্রশান্ত মনে চেহারা মুবারকের সামনা সামনি উপস্থিত হয়ে ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। এ ফকীরের অন্তরে মানুষের শোর-চিৎকারের কারণে খুবই পেরেশানী সৃষ্টি হল। পবিত্র দরজায় দাঁড়িয়ে হযরত সুলতানুল আওলিয়া رحمة الله تعالىٰ عليه এর নিকট আরয করলাম যে, ওহে মওলা! গোলাম যে উপস্থিত হয়েছে এ আওয়াজ তাতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। (মনের আরজু জ্ঞাপনকারী শব্দ এগুলোই ছিল বা এর কাছাকাছি, যা হোক প্রার্থনার বিষয় বস্তু এটাই ছিল।) এটা আরয করে بِسْمِ اللّٰه বলে ডান পা পবিত্র হুজরার দরজায় রাখলাম। রব্বে কাদীর عَزَّوَجَلَّ এর সহায়তায় ঐ সব আওয়াজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আমার ধারণা হল যে, এসব লোক চুপ হয়ে গেছে। পিছনে ফিরে দেখলাম পূর্বের অবস্থা বহাল ছিল। যে মাত্র পা বাইরে সরিয়ে নিলাম পূনরায় আওয়াজকে আগের মত শোরগোল অবস্থায় পেলাম। অতঃপর পুণরায় যখন ডান পা ভিতরে রাখলাম দেখলাম আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও অনুগ্রহে আগের মত কানে আওয়াজ আসছেনা। এখন জানতে পারলাম যে এটা আল্লাহর দয়া ও হযরত সুলতানুল আওলিয়া رحمة الله تعالىٰ عليه এর কারামত এবং এই নগণ্য বান্দার উপর রহমত ও সাহায্য। তখন শোকর আদায় করলাম এবং মহান বুজুর্গের চেহারার সামনা সামনি হয়ে ধ্যানে মগ্ন হলাম এতে কোন আওয়াজ শুনা গেলনা।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

যখন সবশেষে বাইরে আসলাম তখন পরিবেশ এমন ছিল যে পবিত্র খানকা শরীফ এর বাইরে লোকালয় পর্যন্ত আসা খুবই কষ্টকর হল। ফকীর (আলা হযরত) নিজের উপর সংঘঠিত বিষয়ের বর্ণনা এজন্য করলাম যে, প্রথমত এটা আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ নেয়ামত ছিল এবং মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

وَاَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثۡ0

অর্থাৎ ঃ অত:পর আপন প্রতিপালক এর নে'মতগুলো মানুষের নিকট বেশী করে বর্ণনা কর। (সূরা দোহা,আয়াত-১১,পারা ৩০)

এছাড়া এর মধ্যে গোলামানে আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالیٰ এর জন্য সুসংবাদ এবং বিরুদ্ধবাদীদের জন্য মুসিবত ও দুঃখ রয়েছে।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া-আখিরাত, কবর ও হাশরে আপন প্রিয়ভাজন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالیٰ দের বরকতে অফুরন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী করুন।

(আহ্সানুল বি'আ লি আদাবিদ্ দু'আ,পৃষ্ঠা-৬০-৬১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالیٰ علیٰ محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনাটি "খাজার চৌকাট দিল্লী শরীফের। এতে দিল্লীর বাদশাহ হযরত সায়্যিদুনা খাজা মাহবূবে ইলাহী নিযামুদ্দীন আওলিয়া رحمة الله تعالیٰ علیه এর প্রকাশ্য কারামত দৃশ্যমান। এমন কি আমার মওলা আলা হযরত رحمة الله تعالیٰ علیه এর ও এটা কারামত যে, মাযার শরীফের ভিতরের অংশে যখন পা রাখতেন তখন তিনি বাদ্য বাজনার আওয়াজ শুনতেন না, এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল যে, মনে করুন যদি আওলিয়ায়ে কিরামের মাযার শরীফ সমূহে মূর্খ ব্যক্তিরা শরীআত বিরোধী কর্মকান্ড করে এবং তাদের বাধা দেয়ার শক্তি না থাকে তবুও নিজেকে নিজে যেন আল্লাহ্ ওয়ালাদের মহান দরবার সমূহের উপস্থিত হতে বঞ্চিত না করেন। তবে কিন্তু এটা ওয়াজিব যে, অশ্লীল কাজ সমূহকে অন্তরে মন্দ জানবেন এবং এ গুলোতে অংশ গ্রহণ করা থেকে নিজে বেঁচে থাকবেন, এমন কি ঐ গুলোর দিকে দেখা থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

রহস্যে ভরা বৃদ্ধ ও কালো জ্বিন

মসজিদে নববী শরীফের عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام শোভামন্ডিত যমীনে একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی দের মধ্যে কুরআনে পাকের ফযীলতের উপর পারস্পরিক আলোচনা হচ্ছিল। এরই মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন মা'দী কারব رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنه আরয করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনারা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم শরীফের রহস্যাবলীকে কেন ভুলে যাচ্ছেন? খোদার শপথ! بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এর রহস্য খুবই আশ্চর্যজনক।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنه সোজা হয়ে বসে পড়লেন আর বলতে লাগলেন, হে আবূ সাওর! (এটা হযরত আমর বিন মাদী কারব এর কুন্ইয়াত ছিল) আপনি আমাদেরকে কোন আশ্চর্যকর বিষয় শুনান। অতএব হযরত আমর বিন মাদী কারব رَضِیَ اللّٰه تَعَالٰی عَنه বললেন, অন্ধকার যুগে দূর্ভিক্ষের সময় রুযীর তালাশে আমি এক জঙ্গল দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। দূর থেকে আমার দৃষ্টি একটি তাবুর উপর পড়ল তার নিকটেই একটি ঘোড়া ও কিছু গবাদী পশু দেখলাম, যখন কাছে গেলাম তখন সেখানে ১ জন সুন্দরী ও রূপবতী মহিলা উপস্থিত ছিল এবং তাবুর সামনে ১ জন বৃদ্ধ লোক হেলান দিয়ে বসা ছিল।

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম "যা কিছু তোমার কাছে আছে আমাকে দিয়ে দাও" সে বলল, "হে মানব! যদি তুমি মেহমান হতে চাও তাহলে আস, আর যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব" আমি বললাম, "কথা বাড়াইওনা তোমার কাছে যা কিছু আছে আমাকে দিয়ে দাও" তখন ঐ বৃদ্ধ দুর্বলদের ন্যায় কোন মতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং আমার নিকট আসল আর স্বতঃস্ফুর্তভাবে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে আমার বুকের উপর বসে পড়ল। আর বলতে লাগল, "এখন বল, আমি তোমাকে জবাই করে দেব না ছেড়ে দেব? আমি ভয় পেয়ে বললাম "ছেড়ে দাও" সে আমার

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

বুক থেকে সরে গেল। আমি অন্তরে অন্তরে নিজেকে নিজে তিরস্কার করলাম। আর বললাম, ওহে আ'মর! তুই আরবের প্রসিদ্ধ নিপূন অশ্বারোহী। এ দুর্বল বৃদ্ধের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা। এ অপমানের চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।

তাই আমি পুনরায় তাকে বললাম, "তোমার কাছে যা কিছু আছে আমাকে দিয়ে দাও" এটা শুনতেই بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে সে রহস্যে ভরা বৃদ্ধ পুনরায় আমার উপর আক্রমণ করে বসল। চোখের পলকেই আমাকে ফেলে দিয়ে আমার বুকের উপর বসে পড়ল। আর বলতে লাগল, বল তোমাকে জবাই করব না ছেড়ে দেব? আমি বললাম, "আমাকে ক্ষমা করে দাও," সে ছেড়ে দিল কিন্তু পুনরায় আমি সম্পূর্ণ মাল চেয়ে বসলাম। সে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে পুনরায় আঁছাড় মেরে আমাকে কাবু করে নিল। আমি বললাম, "আমাকে ছেড়ে দাও।" সে বলল, "এখন তৃতীয়বারে আমি এমনিতেই তোমাকে ছাড়বনা ।" এ কথা বলে সে ডাক দিয়ে বলল, ওহে আমার বাঁদী! ধারালো তলোয়ার নিয়ে আস! সে নিয়ে আসল, সে আমার মাথার সামনের অংশের চুল কেটে ফেলল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। আমাদের আরবীদের মধ্যে প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, যখন কারো মাথার সামনের অংশের চুল কেটে দেয়া হয় তখন সেগুলো পুনরায় না গজানোর পূর্বে নিজের পরিবারের লোকদের চেহারা দেখাতে সে লজ্জাবোধ করে (কেননা মাথার সামনের অংশের চুল কেটে যাওয়া পরাজিত ব্যক্তির চিহ্ন।) তাই আমি এক বৎসর পর্যন্ত ঐ রহস্যে ভরা বৃদ্ধের সেবা করতে বাধ্য হয়ে গেলাম।

বছর পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সে আমাকে একটি উপত্যকায় নিয়ে গেল, সেখানে সে উচ্চ আওয়াজে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পড়ল তখন সকল পাখি নিজেদের বাসা থেকে বের হয়ে উড়ে চলে গেল। অতঃপর দ্বিতীয়বার এভাবে পাঠ করাতে সকল হিংস্র জন্তু নিজ নিজ আবাসস্থল হতে বের হয়ে চলে গেল অতঃপর তৃতীয় বার উচ্চস্বরে পাঠ করাতে পশমী পোষাক পরিহিত অবস্থায় খেজুর গাছের ডালের ন্যায় লম্বা এক ভয়ানক কালো জ্বিন প্রকাশ পেল। সেটাকে দেখে আমার শরীরে কম্পনের ঢেউ খেলে গেল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

রহস্যে ভরা বৃদ্ধ বলল, ওহে আ'মর! সাহস রাখ, যদি এটা আমার উপর জয়ী হয় তাহলে বলিও অতঃপর ঐ রহস্যে ভরা বৃদ্ধ ও কালো জ্বিন উভয়ে উভয়ের দিকে তেড়ে আসল। এ কথা বলতে না বলতেই রহস্যে ভরা বৃদ্ধ হেরে গেল এবং কালো জ্বিন তার উপর জয় লাভ করল। তাতে আমি বললাম, এবার আমার সাথী লাত উজ্জা (অর্থাৎ কাফিরদের এই দু'টি মুর্তি) এর কারণে জয় লাভ করবে। একথা শুনে রহস্যে ভরা বৃদ্ধ আমাকে এমন জোরে চড় মারল যে, দিন দুপুরে যেন আমি তারা দেখলাম আর এমন অনুভব হলো যে আমার মাথা শরীর থেকে পৃথক হয়ে আলাদা হয়ে যাবে। আমি ক্ষমা চাইলাম আর বললাম যে, পুনরায় এরূপ আচরণ আর করব না।

অতএব উভয়ের মধ্যে পুনরায় লড়াই হলো, রহস্যে ভরা বৃদ্ধ ঐ কালো জ্বিনকে পাকড়াও করতে সফল হয়ে গেল। তখন আমি বললাম "আমার সাথী بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এর বরকতে জয় লাভ করল।" এটা বলার দেরী রহস্যে ভরা বৃদ্ধটি খুবই দ্রুত তাকে লাকড়ির মত মাটিতে গেড়ে দিল এবং পেট চিড়ে তার মধ্য থেকে বাতির ন্যায় কোন বস্তু বের করল আর বলল, "ওহে আমর! এটা তার ধোকা ও কুফ্‌র।" আমি ঐ রহস্যে ভরা বৃদ্ধের কাছে এর ব্যাখ্যা চেয়ে বললাম, আপনার ও এ কালো জ্বিনের মধ্যকার কাহিনীটা কি? বলতে লাগল, এক খৃষ্টান জ্বিন আমার বন্ধু ছিল। তার গোত্রীয় একটি জ্বিন প্রতি বছর আমার সাথে লড়াই করে আর আল্লাহ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এর বরকতে আমাকে বিজয় দান করেন।

অতঃপর আমরা সামনে অগ্রসর হলাম। এক স্থানে ঐ রহস্যে ভরা বৃদ্ধ যখন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল তখন সুযোগ পেয়ে আমি তার তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে খুবই দ্রুত তার পায়ের গোছায় সর্বশক্তি দিয়ে খুব জোরে আঘাত করলাম, যাতে তার পা দু'টি কেটে শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, "ওহে বিশ্বাসঘাতক! তুই আমাকে অনেক ধোকা দিয়েছিস" কিন্তু আমি তাকে সামলিয়ে উঠার সুযোগই দিলাম না। একের পর এক আঘাত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

করে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেললাম। অতঃপর যখন আমি তাবুর মধ্যে ফিরে আসলাম তখন ঐ বাঁদী বলল, ওহে আ'মর, জ্বিনের সাথে লড়াইয়ের ফলাফল কি হল? আমি বললাম, জ্বিন বৃদ্ধকে হত্যা করেছে। সে বলল, তুই মিথ্যা বলছিস। ওহে অকৃতজ্ঞ! তার হত্যাকারী জ্বিন নয় বরং তুই নিজেই। এটা বলে সে অস্থির ও অশ্রুসিক্ত হয়ে আরবীতে পাঁচটি ছন্দ পাঠ করল, যার অনুবাদ এরূপ -

১। ওহে আমার চক্ষু! তুই ঐ বাহাদুর নিপূণ অশ্বারোহীর জন্য খুবই কান্না কর, আর উপর্যুপরী অশ্রু বর্ষণ কর।

২। ওহে আমর ! তোর জীবনের উপর আফসোস, মূলত তোর বন্ধুকে তুই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলি।

৩। ওহে আমর! নিজের বন্ধুকে নিজ হাতে হত্যা করার পর তুই (নিজ গোত্র) বনী যুবায়দা ও কাফিরদের (অর্থাৎ অকৃতজ্ঞদের) সম্মূখে কিভাবে গর্ব করে চলতে পারবি।

৪। আমার বয়সের শপথ! (ওহে আমর!) যদি তুই লড়াই করার মধ্যে বাস্তবে সত্যের উপর থাকতি (অর্থাৎ ধোকা দেয়া ব্যতীত বীর পুরুষের ন্যায় তার সাথে লড়াই করতি) তাহলে তার পক্ষ থেকে ধারালো তলোয়ার অবশ্যই তোর নিকট পৌঁছে যেত আর তোকে হত্যা করে ফেলত।

৫। ওহে বৃদ্ধের হত্যাকারী আল্লাহ তাআলা তোকে এর মন্দ ও অপমানজনক প্রতিদান দান করুক। তোর অপরাধের বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেভাবে অসম্মান ও অপমানের জিন্দেগী লাভ হোক। যেভাবে তুই আপন বন্ধুর সাথে অসম্মান ও অপমানজনক আচরণ করেছিস। আমি রাগান্বিত অবস্থায় তাকে হত্যা করার জন্য তার প্রতি চড়াও হলাম কিন্তু সে আশ্চর্যজনকভাবে আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল যেন জমিন তাকে গিলে ফেলল! (লুকতুল মারজান ফি আহকামিল জান লিস্‌সুয়ূতী হতে সংগৃহিত, পৃষ্ঠা-১৪১-১৪৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم এর কিরূপ আশ্চর্যজনক বরকত রয়েছে এসব বরকত অজর্নের অভ্যাস গড়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রসূলদের সাথে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ আপনাদের সমস্যাগুলো অদ্ভুতভাবে সমাধান হবে। আর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে অদৃশ্য হতে সাহায্য আসবে।

ভাল নিয়্যতে উদ্দেশ্য সফল

আশিকানে রসূলদের একটি মাদানী কাফিলা "কাপাড় ওয়াঞ্জ" (গুজরাট, ইন্ডিয়া) পৌঁছল। "এলাকায়ে দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াত দেয়ার সময় এক মদ্যপায়ীর সম্মুখীন হলেন, আশিকানে রসূলরা তার উপর ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করলেন। যখন সে সবুজ পাগড়িধারীদের মায়া-মমতা ও ভালবাসা দেখল তখন হাতো হাত তাদের সাথে রওয়ানা হয়ে গেল। (আশিকানে রসূলদের সাহচর্যের বরকতে গুনাহ থেকে তওবা করল, দাড়ি মুবারক রেখে, সবুজ আমামার তাজও মাথায় সাজাল, মাদানী পোষাক পরিধানেরও মন-মানসিকতার সৃষ্টি হল। ৬ দিন পর্যন্ত মাদানী কাফিলাতে সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করল। আরো ৯২ দিনের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফরের নিয়্যাত করল কিন্তু কাফিলাতে সফরের খরচাদি ছিলনা।

একদিন এক আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে, তিনি যখন সমাজের দুর্নাম ও মদ্যপায়ীকে দাড়ি, সবুজ পাগড়ি ও মাদানী পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখলেন তখন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সর্বশেষে যখন তাকে জানানো হল যে, এসব কিছু মাদানী কাফিলাতে সফর করার বরকত এবং ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ খরচাদির ব্যবস্থা হয়ে গেলে আরো ৯২ দিনের সফরের দৃঢ় ইচ্ছা রয়েছে। তখন ঐ আত্মীয় বললেন টাকা-পয়সার চিন্তা করোনা ৯২ দিনের খরচাদি আমার পক্ষ থেকে নিনে নাও এবং সাথে ৯২ দিন পর্যন্ত তোমার ঘরের যাবতীয় খরচের দায়িত্বও আমি নিচ্ছি। এভাবে ঐ দিওয়ানা ৯২ দিনের মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

غیبی امداد ہو گھر بھی آباد ہو رزق کے دَر کُھلیں بَرَکتیں بھی ملیں
چل کے خود دیکھ لیں قافلے میں چلو لطفِ حق دیکھ لیں قافلے میں چلو

গায়বী ইমদাদ হো ঘরভী আ-বাদ হো,
চলকে খুদ দেখলে কাফিলে মে চলো।
রিযক কে দর খুলে বারাকাতে ভী মিলে,
লুতফে হক দেখলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

৫টি মাদানী ফুল

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস رضی اللہ تعالٰی عنہ এর সৌভাগ্য পূর্ণ ইরশাদ হচ্ছে, পাঁচটি অভ্যাস এমন রয়েছে, কেউ যদি এগুলোকে গ্রহণ করে তাহলে দুনিয়া আখিরাতে সৌভাগ্যশালী হবে।

(১) সর্বদা বলতে থাকুন لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

(২) যখন কোন বিপদে পড়বে (যেমন, রোগ হোক বা ক্ষতির সম্মুখীন বা পেরেশানীর সংবাদ শুনবে) তখন اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْن এবং لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم পাঠ করুন।

(৩) যখনই কোন নে'মত লাভ হয় তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن বলুন।

(৪) যখন কোন (বৈধ) কাজের সুচনা করেন তখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পড়ুন এবং

(৫) যখন গুনাহ করে ফেলেন তখন এভাবে বলুন,

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

(অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় তার কাছে তওবা করছি। (আল মুনাব্বিহাতু লিল আসকালানী, পৃষ্ঠা-৫৮)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

যেমন দরজা তেমন ভিক্ষা

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী علیہ رحمۃ الحنان বলেন, আল্লাহ্ তাআলা بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ এ নিজের সত্ত্বাগত নামের সাথে রহমতের দু'টি গুনের বর্ণনা করেছেন। কেননা আল্লাহর মুবারক নামে ভয় মিশ্রিত ছিল আর রহমান ও রহীম-এ রহমত ছিল। আল্লাহ এর নাম শুনে নেককার বান্দাদেরও কিছু বলার সাহস হতো না কিন্তু রহমান ও রহীম শুনে প্রত্যেক অপরাধী ও গুনাহগারেরও প্রার্থনা করার সাহস হলো, আর বাস্তবতাও এটাই। তাঁর মহত্বের সামনে কে মুখ খুলতে পারে? কিন্তু আবার সৌন্দর্য্য বিকাশের সময় যে কেউ গৌরববোধ করতে পারে।

তাফসীরে কাবীর শরীফে এ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এক আশ্চর্য জনক ঘটনা লিখেছেন যে, এক ভিক্ষুক একজন বড় সম্পদশালী ব্যক্তির আযীমুশ্‌শান দরজায় এল এবং কিছু চাইল। ঘর থেকে সামান্যতম কিছু দিল আর ফকীর তা নিয়ে চলে গেল। দ্বিতীয় দিন একটি শক্ত কোদাল নিয়ে এল আর দরজা খুঁড়তে লাগল। ঘরের মালিক জিজ্ঞাসা করল, এটা কি করছ? ফকীর বলল, "হয়ত দানকে দরজার উপযুক্ত কর অথবা দরজাকে দানের উপযুক্ত কর।" অর্থাৎ যখন দরজা এত বড় বানিয়েছ তখন উচিত ছিল যে, বড় দরজা হতে বড় ধরনের ভিক্ষা দেয়া। কেননা দান দরজা ও নামের উপযুক্ত হওয়া উচিত। আমরা সকল ফকীর গুনাহগার বান্দা আরয করছি, ওহে মওলা! عَزَّوَجَلَّ আমাদেরকেও আমাদের উপযুক্ততা অনুযায়ী দিওনা বরং তোমার দয়া ও দানশীলতার উপযুক্ততা অনুযায়ী দান কর। নিশ্চয় আমরা গুনাহগার, কিন্তু তোমার ক্ষমাশীলতা আমাদের গুনাহের চেয়ে অনেক বড়।

(তাফসীরে নাঈমী, ১ম পারা, পৃষ্ঠা-৪০)

گُنہِ گدا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا
مگر اے عَفُوّ ترے عَفْو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

গুনাহে গদা কা হিসাব কিয়া উও আগরছে লাখ ছে হি ছেওয়া,
মগর আয় আফ্‌বু তেরে আফবু কা নাহ হিসাব হায় না শুমার হায়!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ নিঃসন্দেহে রহমান ও রহীম। যে তার রহমতের উপর দৃষ্টি রাখে ও তার সাথে নিজের ভাল ধারণাকে পোষণ করে, তাহলে উভয় জগতে তার তরী কিনারায় পৌঁছে যাবে। আল্লাহর রহমত হতে সে কখনো বঞ্চিত হতে পারে না। যেমন তফসীরে নঈমী ১ম পারার ৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

রহমতে পূর্ণ ঘটনা

দুই ভাই ছিল, একজন নেক্কার অপর জন গুনাহগার। যখন গুনাহগার ভাই মৃত্যুর মুখে উপস্থিত হল তখন নেককার ভাই বলল, "দেখ্ আমি তোমাকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু তুমি নিজের গুনাহ থেকে বিরত থাকনি, এখন বল্ তোমার কি অবস্থা হবে?" সে জবাব দিল, যদি কিয়ামতের দিন আমার প্রতিপালক আমার বিচার আমার মায়ের নিকট অর্পন করে তাহলে বলো আমার মা আমাকে কোথায় পাঠাবে জান্নাতে না জাহান্নামে? নেককার ভাই বলল, মা তো নিশ্চয়ই জান্নাতেই পাঠাবে। পাপী ভাই জবাব দিল, "আমার প্রতিপালক আমার মায়ের চেয়েও অধিক দয়ালু।" এটা বলে সে মৃত্যুবরণ করল। বড় ভাই স্বপ্নে তাকে খুবই আনন্দ ঘন অবস্থায় দেখলে, ক্ষমা লাভের কারণ জিজ্ঞাস করল। বলল, মৃত্যুর সময়ের ঐ কথা আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক ও তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ہم گنہگاروں پہ تیری مہربانی چاہئے سب گُنہ دُھل جائیں گے رَحمت کا پانی چاہئے
হাম গুনেহগারু পে তেরি মেহেরবানী চাহিয়ে,
সব গুনাহ ধুল যায়িগে রহমত কা পানি চাহিয়ে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহর রহমত অনেক বড়। মুখ হতে বের হওয়া "একটি শব্দ ক্ষমা লাভের কারণও হতে পারে, ধ্বংসের কারণও হতে পারে। যেমনিভাবে এখন আপনারা ঘটনার মধ্যে শুনেছেন যে, একটি বাক্য ঐ গুনাহগারের মুক্তির কারণ হয়ে গেছে। অনুরূপ ভাবে ধ্বংসের উদাহরণ এই যে, যদি কেউ মুখ থেকে স্পষ্ট কুফরী বাক্য বলে ফেলে এবং তওবা করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে তাহলে সব সময়ের জন্য তার স্থায়ী ঠিকানা জাহান্নাম হবে। এরূপ ধ্বংস থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং ক্ষমা লাভের একটি উত্তম পন্থা হচ্ছে কোরআন ও সুন্নত প্রচারের অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নতে ভরা সফর করা। যদি সফরের জন্য সত্য অন্তরে নিয়্যাত করে নেয়া হয় আর কোন কারণে সফর করা সম্ভব না হয় তবুও ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ মুক্তির ঠিকানা মিলে যাবে। মাদানী কাফিলাতে সফরের নিয়্যাত কারী এক সৌভাগ্যশালীর ইসলামী ভাইয়ের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনুন এবং আন্দোলিত হউন। যেমন -

বাগানের দোলনা

বাবুল ইসলাম সিন্ধ হায়দারাবাদ এর এক মহল্লায় নেকীর দা'ওয়াতের আলাকায়ী দাওরার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এক মর্ডান যুবক মসজিদে চলে আসল। বয়ানে মাদানী কাফিলাতে সফরের উৎসাহ দেয়া হল তখন সে মাদানী কাফিলাতে সফর করার জন্য নাম লিখিয়ে দিল। এখনো মাদানী কাফিলাতে যাওয়ার কিছু দিন বাকী ছিল, আল্লাহর ইচ্ছায় তার ইন্তিকাল হয়ে গেল, পরিবারের কোন সদস্য মরহুম ইসলামী ভাইকে স্বপ্নে এ অবস্থায় দেখল যে, সে একটি সবুজ শ্যামল বাগানে অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তুষ্ট চিত্তে দোলনায় দুলছে। জিজ্ঞাসা করা হল , আপনি কিভাবে এখানে এসেছেন? উত্তরে বললেন, "দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলার সাথে এসেছি, আল্লাহর বড় দয়া হয়েছে, আমার মাকে বলে দেবে যে, তিনি যেন আমার জন্য কোন চিন্তা না করেন, আমি এখানে খুব শান্তিতে আছি।

خُلد میں ہو گا ہمارا داخلہ اِس شان سے
عَزَّوَجَلَّ وَصلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم
یارسولَ اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

খুল্‌দ মে হোগা হামারা দাখেলা ইছ শান ছে,
ইয়া রাসূলাল্লাহ কা না'রা লাগাতে যায়িগে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

নবী ব্যতীত আর কারো স্বপ্ন ইসলামী শরীয়তে দলীল হতে পারে না, কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার রহমতের উপর ভরসা করা উচিত এবং এর সাথে সাথে তাঁর গুপ্ত ইচ্ছার ব্যাপারে ভয় করা চাই।

এসব কিছু আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, যেমন তিনি যদি চান তাহলে একটি গুনাহের জন্যও পাকড়াও করে নেন আবার ইচ্ছা করলে একটি নেকীর বিনিময়ে দয়া ও অনুগ্রহে এমনিতেই ক্ষমা করে দেন।

যেমন ঃ মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ "আপনি বলুন, ওহে আমার ওইসব বান্দাগণ! যারা নিজেদের জানের উপর অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নৈরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সূরা-যুমার, আয়াত-৫৩, পারা-২৪)	قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

বুখারী শরীফের হাদিসের মধ্যে এ বিষয়টি রয়েছে যে,

১০০ জন লোককে হত্যাকারীর ক্ষমা হয়ে গেল

বণী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। এক রাহিব বা পাদ্রীর (অর্থাৎ খ্রীষ্টান ইবাদতকারী, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত) নিকট গেল, আর জিজ্ঞেস করল, আমার মত অপরাধীর তওবার কোন সুযোগ রয়েছে কি? খ্রীষ্টান আবিদ তাকে নিরাশ করে দিল। তখন সে খ্রীষ্টান আবিদকেও হত্যা করে ফেলল। কিন্তু পুনরায় অনুতপ্ত হয়ে লোকদের নিকট তওবার ব্যাপারে জিজ্ঞেস

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

করতে লাগল। অবশেষে কেউ পরামর্শ দিল যে, অমুক গ্রামে চলে যাও সেখানে আল্লাহর এক ওলী আছেন, তিনি তোমাকে এ ব্যাপারে পথ দেখিয়ে দিবেন।

অতএব সে সেদিকে রওয়ানা হল কিন্তু মাঝ পথে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। যখন মূমুর্ষ অবস্থায় পতিত হল তখন সে নিজের বক্ষকে ঐ আল্লাহর অলীর গ্রামের দিকে করে দিল এবং মৃত্যু বরণ করল। এখন তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রহ্মত ও আযাবের ফিরিশতাগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। আল্লাহ মৃতের ও গ্রামের মধ্যবর্তী যমীনের অংশকে সংকুচিত হয়ে মৃতের কাছাকাছি হয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং যেদিক থেকে সে অগ্রসর হয়েছিল ও যেখানে পৌঁছে মৃত্যবরণ করেছিল সেটার মধ্যবর্তী দূরত্বকে আরো দূরবর্তী হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর স্থান দুইটি পরিমাপ করার নির্দেশ দিলেন তখন সে যেই গ্রামের দিকে যাচ্ছিল, তার দিকে এক বিঘত পরিমাণ কাছে পাওয়া গেল আর আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। (সহীহ বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৩৪৭০, খন্ড-২. পৃষ্ঠা-৪৬৬)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক ও তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰى এর দরবারে উপস্থিতি ও তাদের গ্রামের সম্মান করে সেটাকে নিজের হৃদয়ের কিবলা বানিয়ে নেয়া খুবই পছন্দনীয় আমল। সুতরাং, আল্লাহর রহমতের উপর আন্দোলিত হোন যে, পরওয়ারদিগার ১০০ জন মানুষ হত্যাকারীকে শুধুমাত্র নিজ রহমতের দ্বারা ক্ষমা করে দিলেন। তিনি যদি সুন্নত সমূহের প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফরের নিয়্যাতকারী কোন ভাগ্যবান যুবকের উপর দয়াপরবশ হয়ে যান তাহলে রহমতই রহমত। আর আল্লাহর প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতা রাখেন। আমার মাদানী পরামর্শ যে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন।

ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানে সফলকাম হয়ে যাবেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকত সম্পর্কে কি বলব। নিঃসন্দেহে আশিকানে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

রসুলদের সংস্পর্শ জীবনকে রাঙিয়ে তোলে। জীবন আপন অবস্থানে রয়েছে কিন্তু কিছু মৃত্যু ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকে। এমনি এক ঈর্ষার যোগ্য মৃত্যুর আলোচনা শুনুন ও ঈর্ষান্বিত হোন।

ঈর্ষা যোগ্য মৃত্যু

বাবুল মদীনা নর্থ করাচী নিবাসী মুহাম্মদ ওয়াসীম আত্তারী "সাগে মদীনা" (তাঁর ক্ষমা হোক) এর কাছে সবসময় আসত, বেচারার হাতে ক্যান্সার ধরা পড়ল এবং ডাক্তারেরা তার হাত কেটে ফেলল। তার এলাকার এক ইসলামী ভাই জানালেন যে, ওয়াসীম ভাই ব্যথার তীব্রতার কারণে খুব কষ্টে রয়েছে। আমি হাসপাতালে তাকে দেখার জন্য গেলাম এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, বাম হাত কেটে গেছে এজন্য চিন্তা করোনা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ডান হাত তো নিরাপদ রয়েছে। সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ ঈমানও নিরাপদ রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি তাকে খুবই ধৈর্য্যশীল হিসেবে পেলাম। সে এ সময় শুধু মুচকি হাসতে থাকে, এমনকি বিছানা হতে উঠে আমাকে আগিয়ে দেয়ার জন্য বাহির পর্যন্ত আসল। আস্তে আস্তে হাতের ব্যথা কমে গেল। কিন্তু বেচারার দ্বিতীয় পরীক্ষা শুরু হল আর সেটা এই যে, বুকে পানি জমে গেল। ব্যথা বেদনায় দিন কাটতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত একদিন কষ্ট অনেক বেড়ে গেল। সে আল্লাহ এর যিকির শুরু করে দিল। পুরোদিন আল্লাহ আল্লাহ জিকির এর আওয়াজ কামরায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। স্বাস্থ্যের অবস্থা আরো বেশী খারাপ হয়ে গেলে, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল কিন্তু সে যেতে অস্বীকার করল। দাদীজান স্নেহভরে কোলে নিয়ে নিল। মুখে কালিমায়ে তায়্যিবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم জারী হয়ে গেল এবং ২২ বছর বয়সী মুহাম্মাদ ওয়াসীম আত্তারীর রূহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেল।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْن

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

যখন মরহুমকে গোসল দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন হঠাৎ চেহারা থেকে চাদর সরে গেল। মরহুমের চেহারা গোলাপ ফুলের মত প্রস্ফুটিত ছিল। গোসলের পর চেহারায় আরো সৌন্দর্য্যের উজ্জলতা এসে গেল। দাফনের পর আশিকানে রসূলরা নাত পড়ছিলেন কবর হতে সুগন্ধ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল যে, মস্তিষ্ক পর্যন্ত সুবাসিত হয়ে গেল। একবার যে ঘ্রাণ পেল সে ঘ্রাণ নিতেই থাকল। ঘরের কোন সদস্য স্বপ্নে মরহুম ওয়াসীম আত্তারীর ইন্তেকালের পর ফুলে সজ্জিত কামরায় দেখতে পেল। জিজ্ঞেস করল, "কোথায় আছো?" হাতে একটি কামরার দিকে ইশারা করে বলল, "এটা আমার ঘর এখানে আমি খুব আনন্দে আছি।" অতঃপর এক সজ্জিত বিছানায় শুয়ে গেল। মরহুমের পিতা স্বপ্নে নিজেকে নিজে ওয়াসীম আত্তারীর কবরের নিকট দেখতে পেল। হঠাৎ কবর খুলে গেল আর মরহুম মাথায় সবুজ আমামা সজ্জিত সাদা কাফনে আচ্ছাদিত অবস্থায় বের হয়ে আসল। কিছু কথা-বার্তা বলল ও পুনরায় কবরে ঢুকে গেল এবং কবর পুনরায় বন্ধ হয়ে গেল।

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক ও তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ইয়া আল্লাহ আমাকে মরহুমকে এবং মাহ্বূব صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর উম্মতদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সকলকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে স্থায়িত্ব দান করুন এবং মৃত্যুর সময় যিক্র ও দুরূদ এবং কালিমায়ে তায়্যিবা নসীব করুন। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم

عاصی ہوں، مغفرت کی دعائیں ہزار دو
نعتِ نبی سنا کے لحد میں اُتار دو

আ-ছি হো, মাগফিরাত কি দুআয়ি হাজার দো,
নাতে নবী ছুনা-কে লাহাদ মে উতার দো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

بسم الله করুন, বলা নিষেধ

অনেকেই এভাবে বলে থাকেন যে, بسم الله করুন। "আসুন জনাব بسم الله "আমি بسم الله করে নিয়েছি" ব্যবসায়ী ভাইয়েরা দিনের শুরুতে যে মাল বিক্রি করে প্রায়ই তাকে 'বাওনী' বলা হয়ে থাকে, কিন্তু কিছু লোক এটাকেও بسم الله বলে থাকে। যেমন - "আমার তো আজ এখনো "বিসমিল্লাহই" হয়নি।" যে বাক্য গুলো উদাহরণস্বরূপ পেশ করা হল এ সবগুলো ভুল। এভাবে যখন খানা খাওয়ার সময় কেউ এসে যায় তখন অধিকাংশ খানায় রত ব্যক্তিরা তাকে বলে, আসুন আপনিও খেয়ে নিন। সাধারণত যখন এ রকম উত্তর মিলে যে, بسم الله অথবা এভাবে বলে যে, بسم الله করুন।" বাহারে শারীআত এর ১৬তম খন্ডে ৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, "এ অবস্থায় এভাবে بسم الله বলাকে ওলামায়ে কিরাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।" তবে এটা বলতে পারেন بسم الله পড়ে খেয়ে নিন। বরং এ অবস্থায় দু'আ সূচক শব্দ বলা উত্তম। যেমন-

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের বরকত দান করুন। অথবা নিজ মাতৃভাষায় বলে দিন আল্লাহ বরকত দান করুন।

بسم الله বলা কখন কুফরী

হারাম ও না-জায়িয কাজের পূর্বে بسم الله কোন অবস্থাতেই পড়া উচিত না। "ফাতাওয়ায়ে আলামগীরী"তে রয়েছে "মদ পান করার সময়, ব্যভিচার করার সময় বা জুয়া খেলার সময় بسم الله বলা কুফ্‌রী।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-২,পৃষ্ঠা-২৭৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

ফিরিশ্‌তাগণ সাওয়াব লিখতে থাকেন

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رضی اللہ تعالیٰ عنہ হতে বর্ণিত যে, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم ইরশাদ করেছেন, ওহে আবূ হুরায়রা رضی اللہ تعالیٰ عنہ "যখন ওযূ কর তখন بسم اللہ وَالْحَمْدُ لِلّٰہ বলে নিও, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ওযূ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার ফিরিশতাগণ (অর্থাৎ কিরামান কাতিবীন) তোমার জন্য নেকীসমূহ লিখতে থাকবেন। (তাবরানী, ছাগীর খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-৭৩, হাদীস নং-১৮৬)

প্রতিটি কদমে একটি নেকী

যে ব্যক্তি কোন জন্তুর উপর আরোহণ করার সময় بسم اللہ এবং اَلْحَمْدُلِلّٰہ পড়ে নেবে তাহলে ঐ জন্তুর প্রতিটি কদমে ঐ আরোহীর জন্য ১টি করে নেকী লিখা হবে। (তাফসীরে নঈমী, খন্ড-১ম,পৃষ্ঠা-৪২)

নৌকায় শুধু নেকী আর নেকী

যে ব্যক্তি নৌকায় আরোহণের সময় بسم اللہ এবং اَلْحَمْدُلِلّٰہ পাঠ করে নেবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাতে সাওয়ার থাকবে তার জন্য শুধু নেকী আর নেকী লিখতে থাকবে। (তাফসীরে নাঈমী, খন্ড-১ম,পৃষ্ঠা-৪২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم এর ফযীলত সমূহ এত অধিক সংখ্যক যে, পড়ে বা শুনে মন চায় যে সর্বদা بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم ই পড়তে থাকি। কিন্তু এ সৌভাগ্য শুধু রব্বুল ইয্‌যাত এরই দয়ায় মিলবে। আল্লাহ এর দয়ায় দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে থেকে একে অন্যের উপর ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করার মাধ্যমে আল্লাহর দয়া যদি হয়ে যায় তাহলে بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم পড়তে থাকার অভ্যাস তৈরী হতে পারে। নিঃসন্দেহে দ্বীনের প্রচার প্রসারে ইনফিরাদী কৌশিশের খুব প্রভাব রয়েছে। এমনকি আমাদের প্রিয় আকা মদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

এমনকি সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عليهمُ الصّلوٰةُ وَالسَّلام নেকীর দা'ওয়াতের কাজে ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লীগ গণও ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ করার সুন্নতের উপর আমল করে মানুষের অন্তরে ইশকে রসূল صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلَّم এর বাতি জ্বালানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছে। তাদের ইনফিরাদী কৌশিশের বরকত ভরা লিখনি কখনো আমার দৃষ্টি গোচর হয়ে যায়। যেমন ঃ

ড্রাইভারের উপর ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ

একজন আশিকে রসূল আমাকে লিখেছেন, যার সারাংশ আমি নিজের কলমের তুলিতে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, "দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মরকয ফয়যানে মদীনা (বাবুল মদীনা, করাচী)-তে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিশেষ বাস গুলো ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় যেখানে অবস্থান করে সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম যে একটি খালি বাসে গান বাজছিল। আর ড্রাইভার বসে বসে 'চারস' অর্থাৎ এক প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করছে। আমি গিয়ে ড্রাইভারের সাথে মহব্বতপূর্ণ ভঙ্গিতে সাক্ষাত করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সাক্ষাতের বরকত তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পেল। আর সে নিজেই গান বন্ধ করে দিল এবং চারসযুক্ত সিগারেটও নিবিয়ে দিল। আমি মুচকি হেসে সুন্নতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট "কবর কী পেহলী রাত" তাকে দিলাম সে তখনই টেপ রেকর্ডারে লাগিয়ে দিল আমি সাথে বসে শুনতে লাগলাম। অন্যদেরকে বয়ান শুনানোর ফলদায়ক পদ্ধতি এটাই যে নিজেও যেন তার সাথে শুনে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সে খুবই প্রভাবিত হলো। ভীত হয়ে গুনাহ্ থেকে তওবা করল এবং বাস থেকে বের হয়ে আমার সাথে ইজতিমায় এসে বসে গেল।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

বয়ানের ক্যাসেট উপহার দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ইনফিরাদী কৌশিশের কত উপকারিতা রয়েছে, অতএব প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করা আর তাদেরকে নামাযের দা'ওয়াত দেয়া উচিত। যদি ইজতিমা ইত্যাদির জন্য

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

বাসে বা মিনিবাসে করে আসেন তো ড্রাইভার ও কন্ট্রাক্টরকেও ইজতিমাতে অংশ গ্রহণের আবেদন করা উচিত। যদি কেউ আসার জন্য রাজী না হয় তাহলে শুনার জন্য আবেদন করে তাকে বয়ানের ক্যাসেট পেশ করে দিন। আর সেটা শুনে নিলে ফিরিয়ে নিয়ে আরেকটি দিয়ে দিন। আর যতটুকু সম্ভব হয় বয়ানের ক্যাসেট দিয়ে বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে গানের ক্যাসেট নিয়ে সেটাতে বয়ান রেকর্ড করিয়ে অন্যকে দিয়ে দিন। এভাবে কিছু না কিছু গুনাহে ভরা ক্যাসেট ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইনফিরাদী কৌশিশ করা ও অন্যকে বুঝানোর অভ্যাস ত্যাগ না করা উচিত। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- এবং বুঝাও। যেহেতু বুঝানো মুসলমানদের উপকার দেয়। (পারা-২৭, সূরা-যারিয়াত, আয়াত-৫৫)	وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

কেউ মানুক বা না মানুক এর সাওয়াব মিলবে

যদি আমাদের কথা কেউ না মানে তবুও اِن شاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নেকীর দা'ওয়াত দেয়ার সাওয়াব আমরা পেয়ে যাব। যেমন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযযালী رحمة الله تعالىٰ عليه "মুকাশাফাতুল কুলূব"-এ বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালিমুল্লা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আরয করলেন, হে আল্লাহ্! যে আপন ভাইকে ডাকে, তাকে নেকীর নিদের্শ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বাঁধা দেয় তার জন্য কী প্রতিদান রয়েছে? বললেন, "আমি তার প্রত্যেক কথার বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দেই এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জাবোধ হয়।" (মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা-৪৮)

পৃথিবীর রাজত্ব অপেক্ষা উত্তম

যদি আপনার ইনফিরাদী কৌশিশে কেউ নামায ও সুন্নাতের পথে চলে আসে তাহলে আপনার মুক্তির উপায় হয়ে যাবে। যেমন- রহমতে আলম,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর মহান ফরমান হচ্ছে, "আল্লাহ্ তা'আলা (যদি) একজন ব্যক্তিকে তোমার মাধ্যমে হিদায়াত দান করেন, তাহলে তা তোমার জন্য সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব পাওয়ার চেয়ে উত্তম।

(জামিউ'স সাগীর,পৃষ্ঠা-৪৪৪,হাদীস নং-৭২১৯)

ক্ষতিকর বিষ প্রভাবহীন হয়ে গেল

একবার হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رضى الله تعالىٰ عنه এর কাছে কিছু অগ্নিপূজারী আরয করল যে, আপনি আমাদেরকে এমন কোন নিদর্শন বলুন, যার মাধ্যমে আমাদের নিকট ইসলামের সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অতএব তিনি رضى الله تعالىٰ عنه প্রাণনাশক বিষ আনালেন আর بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পাঠ করে তা পান করে নিলেন। بِسۡمِ اللّٰه এর বরকতে ঐ প্রাণনাশক বিষ তাঁর رضى الله تعالىٰ عنهএর উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারলনা। এই দৃশ্য দেখে অগ্নিপূজারী হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠল, "দ্বীন ইসলাম সত্য"।

(তাফসীরে কাবীর,খন্ড-১ম,পৃষ্ঠা-১৫৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, পানাহারের পূর্বে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পাঠ করে নেয়াতে যেখানে আখিরাতের মহান সাওয়ার রয়েছে সেখানে দুনিয়াতেও এটার উপকার রয়েছে, যদি পানাহারের বস্তুর মধ্যে কোন ক্ষতিকর বস্তু মিশ্রিত থাকে তবে তা ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ কোন প্রকারের ক্ষতি করবেনা। হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رضى الله تعالىٰ عنهএর উপর বিষ প্রভাব ফেলতে না পারার এঘটনা অন্যান্য কিতাবে কিছু শব্দের পরিবর্তন সাপেক্ষে পাওয়া যায়। অথবা এটাও হতেও পারে যে, এ কারামত হয়ত একাধিকবার প্রকাশ পেয়েছিল। যেমন -

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

ভয়ানক বিষ

হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رضی اللہ تعالیٰ عنہ "হীরা" নামক স্থানে যখন আপন সৈন্যবাহিনীর সাথে তাবু গাড়লেন, তখন লোকেরা আরয করল, ইয়া সায়্যিদী! আমাদের আশংকা হচ্ছে যে কখনো যেন আবার এ অনারাবী লোকেরা আপনাকে বিষ পান করিয়ে না দেয়। অতএব সতর্ক থাকবেন, তিনি رضی اللہ تعالیٰ عنہ বললেন, "নিয়ে আস আমি দেখে নেব যে, অনারাবী লোকদের বিষ কিরূপ হয়ে থাকে।" লোকেরা তাঁকে তা এনে দিল। তিনি " بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ " পাঠ করে পান করে নিলেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ তাঁর رضی اللہ تعالیٰ عنہ এর চুল বরাবরও ক্ষতি সাধিত হলোনা এবং "কালবী"র বর্ণনায় এটা রয়েছে যে, এক খ্রীষ্টান পাদ্রী যার নাম আবদুল মসীহ ছিল। এমন এক প্রকার বিষ নিয়ে আসল যে, যা পান করার এক ঘন্টার মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যু হয়ে যায়। তিনি رضی اللہ تعالیٰ عنہ তার নিকট থেকে বিষ চেয়ে নিয়ে তারই সামনে

بِسۡمِ اللّٰہِ وَ بِاللّٰہِ رَبِّ الۡاَرۡضِ وَ السَّمَآءِ بِسۡمِ اللّٰہِ الَّذِیۡ لَا یَضُرُّ مَعَ اسۡمِہٖ دَآءٌ

পাঠ করলেন আর বিষ পান করে নিলেন। এ দৃশ্য দেখে আব্দুল মসীহ নিজ গোত্রকে বলল, "হে আমার জাতি! সীমাহীন আশ্চর্যের কথা যে, ইনি এত বিপদজনক বিষ খেয়েও জীবিত রয়েছেন। এখন উত্তম এটাই যে তার সাথে সমঝোতা করে নেয়া। নতুবা তাঁর বিজয় অবধারিত।" এ ঘটনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবূ বকর رضی اللہ تعالیٰ عنہ এর খিলাফতের সময়ে সংগঠিত হয়েছিল।

(হুজ্জাতুল্লাহিল আলাল আলামীন, খন্ড-২য়,পৃষ্ঠা-৬১৭ হতে সংগৃহিত)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رضی اللہ تعالیٰ عنہ এর উপর আল্লাহর কত বড় অনুগ্রহ ছিল আর আল্লাহ্ এর অনুমতি ক্রমে এটা তাঁর رضی اللہ تعالیٰ عنہ কারামত ছিল। কারামতের অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। যার মধ্যে এক প্রকার "মুহলিকাত" (ধ্বংসাত্বক বস্তু সমূহের) প্রভাব না পড়াও রয়েছে।" ওলী আল্লাহর رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالیٰ উপর বিষ ইত্যাদি প্রভাব ফেলতে না পারার অনেক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। যেমন-

আগুন ছিল না বাগান

এক বদ আকীদা বাদশাহ্ একজন আল্লাহ্ ওয়ালা বুযুর্গ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ কে সঙ্গী সাথীগণসহ গ্রেপ্তার করে নিল আর বলল যে, কারামত দেখাও অন্যথায় তোমাকে رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ সাথীসহ হত্যা করা হবে। তিনি رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ উটের পায়খানার দিকে ইশারা করে বললেন যে, এ গুলোকে উঠিয়ে নাও আর দেখ যে ওগুলো কি? যখন লোকেরা সেগুলো উঠিয়ে নিল তো দেখল, খাঁটি স্বর্ণের টুকরা ছিল। অতঃপর তিনি رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ একটি খালি পেয়ালা উঠিয়ে ঘুরালেন এবং উপুড় করে বাদশাকে দিলেন তখন তা পানিতে ভর্তি ছিল আর (উপুড় হয়ে থাকার পরও) সেটার মধ্য থেকে এক ফোঁটা পানিও পড়ল না। এ দু'টি কারামত দেখে বদ আকীদা বাদশাহ্ বলতে লাগল যে, এসব কিছু নযর বন্দী ও যাদু।

অতঃপর বাদশাহ্ আগুন জ্বালানোর নিদের্শ দিল। যখন আগুনের স্ফুলিঙ্গ উপরের দিকে উঠতে লাগল তখন ঐ বুযুর্গ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ও তাঁর সাথীরা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাথে বাদশাহের ছোট্ট (ছেলেকে) শাহ্যাদাকেও নিয়ে গেলেন। বাদশা নিজের ছেলেকে আগুনে পড়তে দেখে তার বিরহে অস্থির হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ছোট্ট শাহ্যাদাকে এই অবস্থায় বাদশাহর কোলে দেয়া হল যে তার এক হাতে আপেল ও অন্য হাতে আনার ছিল, বাদশাহ জিজ্ঞেস করল, বৎস! তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? তখন সে বলল, আমি একটি বাগানে ছিলাম! এসব দেখে অত্যাচারী

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

বদ আকীদা বাদশাহের দরবারের লোকেরা বলতে লাগল, এ কাজের কোন বাস্তবতা নেই (এসব কিছু যাদু) বাদশাহ্ বলল, যদি তুমি এ বিষের পেয়ালা পান করে নাও তাহলে আমি তোমাকে সত্য বলে মেনে নেব। ঐ বুযুর্গ رحمة الله تعالىٰ عليه বার বার বিষের পেয়ালা পান করলেন। প্রত্যেকবার বিষের প্রভাব হতেই ঐ বুযুর্গ رحمة الله تعالىٰ عليه এর শুধুমাত্র কাপড় ছিঁড়তে থাকে কিন্তু তাঁর পবিত্র সত্ত্বায় বিষের কোন প্রভাব পড়লনা।

(হুজ্জাতুল্লাহি আ'লাল 'আলামীন, খন্ড-২য়,পৃষ্ঠা-৬১১হতে সংগৃহিত)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

فانوس بن کے جس کی حفاظت "ہوا" کرے
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

ফানুস বনকে জিছকি হিফাযত "হাওয়া" করে,
উও শময়ে কিয়া বুঝে জিসে রৌশন খোদা করে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ওলী আল্লাহদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰ এর অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে। আর তাদের কারামতের কথাও কী বলব! আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰ এর গোলামী করা কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক আন্দোলন দা'ওয়াতে ইসলামী এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের উপরও রব্বে কায়িনাত عَزَّوَجَلَّ এর এমন এমন পুরস্কার হয়ে থাকে যে, তা দেখে বিবেক হয়রান হয়ে যায়। যেমন ঃ

আশ্চর্যজনক দূর্ঘটনা

১৪২০ হিজরীর ২৬ রাবিউন নূর শরীফ মুতাবেক ১১/০৭/১৯৯৯ইং রবিবার দুপুরের সময় পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ শহর লালা মূসার এক ব্যস্ত সড়কের উপর ট্রেইলার (বড় মালবাহী গাড়ী) দা'ওয়াতে ইসলামীর এক যিম্মাদার, মুবাল্লিগে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

দা'ওয়াতে ইসলামী মুহাম্মদ মুনীর হুসাইন আত্তারীকে মর্মান্তিক ভাবে পিষ্ট করে দিল। এমন কি তাঁর পেট মধ্যখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হুশ এতটুকু বহাল ছিল যে, উচ্চ আওয়াজে اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰه এবং لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صلی الله تعالیٰ علیه واٰله وسلَّم পড়ে যাচ্ছিল।

লালা মূসা হাসপাতালে ডাক্তাররা অপারগতা প্রকাশ কারায় তাকে গুজরাট শহরের আযীয বট্টী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তাকে যে ইসলামী ভাই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল তার শপথমূলক বর্ণনা, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মুহাম্মদ মুনীর হুসাইন আত্তারী رحمة الله تعالیٰ علیه এর মুখে সম্পূর্ণ রাস্তায় উচ্চ আওয়াজে দুরূদ ও সালাম এবং কালিমায়ে তায়্যিবার যিকির জারী ছিল। এ মাদানী দৃশ্য দেখে ডাক্তাররা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন যে, ইনি জীবিত কিভাবে রয়েছেন! আর হুশও এরূপ বহাল যে উচ্চ আওয়াজে দুরূদ, সালাম ও কালিমায়ে তায়্যিবা পড়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন যে, আমি আমার জীবনে এমন উৎসাহী ও সৌভাগ্যের অধিকারী পুরুষ প্রথমবারের মত দেখলাম।

কিছুক্ষণ পর ঐ সৌভাগ্যবান আশিকে রসূল মুহাম্মদ মুনীর হুসাইন আত্তারী رحمة الله تعالیٰ علیه এর বারগাহে মাহ্বূবে বারী হযরত মুহাম্মদ صلی الله تعالیٰ علیه واٰله وسلَّم এ মহান দরবারে শত ব্যাকুলতার সাথে এভাবে সাহায্য চাইলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! عَزَّوَجَلَّ و صلی الله تعالیٰ علیه واٰله وسلَّم তাড়াতাড়ি তশরীফ নিয়ে আসুন! ইয়া রাসূলাল্লাহ! عَزَّوَجَلَّ و صلی الله تعالیٰ علیه واٰله وسلَّم আমাকে ক্ষমা করে দিন! এরপর উচ্চ আওয়াজে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صلی الله تعالیٰ علیه واٰله وسلَّم পড়তে পড়তে শাহাদাতের পবিত্র শরবত পান করে নিলেন। জ্বি হ্যাঁ যে মুসলমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ।

আল্লাহ (عَزَّوَجَلَّ) এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

واسِطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سُنّی مرے
یوں نہ فرمائیں ترے شاہِد کہ وہ فاجِر گیا

ওয়াছেতা পেয়ারে কা এইছা হো কে জো সুন্নি মরে,
ইউ নাহ ফরমায়ি তেরে শাহেদ কে উও ফাজের গেয়া।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

ফযরের নামাযের জন্য জাগানো সুন্নত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা ঐ সময় বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শহীদে দা'ওয়াতে ইসলামী মুহাম্মদ মুনীর হুসাইন আত্তারী رحمة الله تعالٰی علیه দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ ছিলেন এবং দুর্ঘটনার মাত্র ১দিন পূর্বেই 'আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে সফর করে ফিরে এসেছিলেন। মরহুম প্রতিদিন সদায়ে মদীনা দিতেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানোকে "সদায়ে মদীনা" বলা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই এ সুন্নত আদায় করেন। জ্বি হ্যাঁ ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানো সুন্নত। যেমন হযরত সায়্যিদুনা আবী বাকরা رضی الله تعالٰی عنه (যিনি সাকীফ গোত্রের একজন সাহাবী) বলেন, আমি সারকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صلی الله تعالٰی علیه واٰله وسلَّم এর সাথে ফজরের নামাযের জন্য বের হলাম। তখন তিনি صلی الله تعالٰی علیه واٰله وسلَّم যে ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তাকে নামাযের জন্য আওয়াজ দিতেন। অথবা আপন মুবারাক পা দিয়ে নাড়া দিতেন। (আবূ দাঊদ শরীফ, খন্ড-২য়,পৃষ্ঠা-৩৩, হাদীস নং ১২৬৪)

কে পা দিয়ে নাড়া দেবে

যে সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই "সদায়ে মদীনা" দেন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তিনি সুন্নত আদায়ের সাওয়াব পেয়ে থাকেন। মনে রাখবেন পা দিয়ে নাড়া দেয়ার অনুমতি সকলের জন্য নেই। শুধুমাত্র ঐ সম্মানিত ব্যক্তি পা দিয়ে নাড়া দিতে পারবেন যার দ্বারা ঘুমন্ত ব্যক্তি মনে কষ্ট না পায়। তবে যদি কোন শরীআতের বাধা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

না থাকে তাহলে নিজের হাতে পা টিপে জাগানোতে অসুবিধা নেই। নিশ্চয়ই আমাদের প্রিয় আকা মদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم যদি নিজের কোন গোলামকে নিজের পবিত্র পা দ্বারা নাড়া দিলেন, তাহলে বাস্তবে তার মন্দ তকদীরকে জাগিয়ে দিলেন, আর কোন সৌভাগ্যবানের মাথা, চোখ বা সীনার উপর তার পবিত্র কদম শরীফ রেখে দেন তাহলে খোদার কসম! তাকে উভয় জাহানের শান্তি দান করে দিলেন।

ایک ٹھوکر میں اُحد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں
یہ دِل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جدھر چاہو رکھو قدم جانِ عالَم

এক ঠোকর মে উহুদ কা যালযালা যাতা রাহা,
রাখ্তি হে কিত্না ওয়াকারু আল্লাহু আকবর অ্যাইডিয়া।
ইয়ে দিল ইয়ে জিগর হে ইয়ে আখিঁ ইয়ে ছর হে,
জিধর চাহো রাখখো কদম জানে আলম।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالیٰ علیٰ محمَّد

মৃত্যুর সময় কালিমা পড়ার ফযীলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ এমন লাগছে মুহাম্মদ মুনীর হুসাইন আত্তারী رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ দা'ওয়াতে ইসলামীর খিদমতই সৌভাগ্য এনে দিয়েছে ও শেষ সময়ে তার কালিমা নসীব হয়ে গেল। আর মৃত্যুর সময় যার কালিমা নসীব হয়ে যায় তার আখিরাতের তরী কিনারা পেয়ে যায়। যেমন-নবীয়্যে রহমত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم এর ফরমানে জান্নাত নিশান, "যার শেষ বাক্য لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(আবূ দাঊদ শরীফ, খন্ড-৩য়,পৃষ্ঠা-১৩২, হাদীস নং ৩১১৬)

فضل و کرم جس پر بھی ہُوا پڑھ لیا اور جنّت میں گیا
اُس نے مرتے دَم کہا لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

ফযলো করম জিছ পর ভী হুয়া
উছনে মরতে দম কালিমা
পড়লিয়া আওর জান্নাত মে গেয়া
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

মোটা তাজা শয়তান

একবার দুই শয়তানের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাত হল। এক শয়তান খুব মোটা তাজা ছিল অপরদিকে অন্যজন হালকা পাতলা ছিল। মোটা শয়তান পাতলা শয়তানকে বলল, ভাই শেষ পর্যন্ত তুমি এত দুর্বল কেন? সে বলল, আমি এমন একজন নেক বান্দার সাথে আছি যে ঘরে প্রবেশ করার সময় ও পানাহারের সময় بِسْمِ اللّٰه শরীফ পাঠ করে নেয় আমাকে তার নিকট থেকে দূরে পালাতে হয়। দোস্ত: এ কথাতো বল! তুমি তো খুব স্বাস্থ্য বানিয়েছো। এর রহস্য কি? মোটা শয়তান বলল, "আমি এক এমন অলস ব্যক্তির উপর চড়ে বসেছি যে ঘরে بِسْمِ اللّٰه পড়া ব্যতীত প্রবেশ করে ও পানাহারের সময়ও بِسْمِ اللّٰه পড়ে না, অতএব আমি তার ঐ সকল প্রকার কাজের মধ্যে অংশীদার হয়ে যাই। আর তার উপর জানোয়ারের ন্যায় সাওয়ার হয়ে থাকি।(আমার স্বাস্থ্যবান হওয়ার এটাই রহস্য) ।"
(আসরারুল ফাতিহা পৃষ্ঠা-১৫৫)

৯ জন শয়তানের নাম ও কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে এ শিক্ষা লাভ হয় যে, যদি আমরা নিজেদের কাজ সমূহে শয়তানের অংশগ্রহণ থেকে নিরাপদ রেখে কল্যাণ ও বরকতের আগ্রহী হই তাহলে আসুন প্রতিটি ভাল কাজের শুরুতে بِسْمِ اللّٰه পড়ে নেই। অন্যথায় প্রত্যেক কাজে অভিশপ্ত শয়তান শরীক হয়ে যাবে। শয়তানের অনেক বংশধর রয়েছে। আর তাদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন, হযরত আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী رحمة الله تعالىٰ عليه বর্ণনা করেন, হযরত আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা উমর ফারুক رضى الله تعالىٰ عنه বলেন, শয়তানের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

নয় জন সন্তান যেমন ঃ (১) যালীতূন (২) ওয়াসীন (৩) লাকূস (৪) আ'ওয়ান (৫) হাফ্ফাফ (৬) মুররাহ্ (৭) মুসাব্বিত (৮) দাসীম ও (৯) ওয়ালহান।

যালীতূন ঃ বাজারগুলোতে নিয়োজিত আর সেখানে নিজের পতাকা গেঁড়ে থাকে।

ওয়াসীন ঃ মানুষদের আকস্মিক বিপদে ফেলার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

লাকূস ঃ আগুন পূজারীদের সাথে থাকে।

আ'ওয়ান ঃ শাসকদের সাথে থাকে।

হাফ্ফাফ ঃ মদ্যপায়ীদের সাথে থাকে।

মুররাহ্ ঃ গান-বাজনাকারীদের সাথে থাকে।

মুসাব্বিত ঃ বাজে কথা-বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত। সে মানুষের মুখে বাজে কথা-বার্তা চালু করে দেয় আর মূল বাস্তবতা থেকে লোকেরা উদাসীন হয়ে থাকে।

দাসিম ঃ ঘর সমূহে নিয়োজিত রয়েছে। যদি ঘরের বাসিন্দারা ঘরে প্রবেশ করার সময় সালাম না করে ও بِسْمِ اللّٰه না পড়ে পা ভিতরে রাখে, তাহলে সে এসব ঘরের বাসিন্দাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। এমনকি তালাক বা খোলা, (স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া) বা মারা-মারির পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়।

ওয়ালহান ঃ ওযূ, নামায ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্য নিয়োজিত রয়েছে। (আল মুনাব্বিহাতি লিল আসকালানী, পৃষ্ঠা-৯১)

পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদের প্রতিকার

মুফতী আহ্মদ ইয়ার খাঁন عليه رحمة الحنان বলেন, ঘরে প্রবেশের সময় بِسْمِ اللّٰه পাঠ করে প্রথমে ডান পা দরজায় প্রবেশ করানো উচিত। অতঃপর ঘরের বাসিন্দাদের সালাম করে ঘরের ভিতরে আসুন। যদি ঘরে কেউ না থাকে তাহলে বলুন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

অনেক বুযুর্গদের দেখা গেছে যে, দিনের শুরুতে ঘরে প্রবেশ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم শরীফ ও সূরা ইখলাছ পাঠ করে নিতেন। এতে ঘরে একতা থাকে, রুযীতে বরকতও হয়। (মিরাআতুল মানাজী, খন্ড-৬ষ্ঠ,পৃষ্ঠা-৯)

یاالٰہی ہر گھڑی شیطان سے محفوظ رکھ
دے جگہ فردوس میں نیران سے محفوظ رکھ

ইয়া ইলাহী হার ঘড়ি শয়তান ছে মাহফুয রাখ্,
দে জাগা ফিরদাউছ মে নী-রান ছে মাহফুয রাখ্।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

খাওয়ার পূর্বে অবশ্যই بِسْمِ اللّٰه পাঠ করুন

পানাহারের পূর্বে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করা সুন্নত। হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رضى الله تعالىٰ عنه বর্ণনা করেন যে, তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلَّم এর ফরমানে আলীশান হচ্ছে, "যে খানার প্রথমে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করা হয় না, ঐ খানা শয়তানের জন্য বৈধ হয়ে যায়। (অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰه না পড়া অবস্থায় শয়তান ঐ খানার মধ্যে অংশগ্রহণ করে।")

(সহীহ মুসলিম, খন্ড-২য়,পৃষ্ঠা-১৭২, হাদীস নং - ২০১৭)

খাবারকে শয়তান থেকে বাঁচান

খাওয়ার পূর্বে بِسْمِ اللّٰه না পড়াতে খানার মধ্যে বরকত শূণ্যতা দেখা দেয়। হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رضى الله تعالىٰ عنه বলেন, আমরা তাজদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلَّم এর খিদমতে হাযির হলাম। খাবার আনা হল। শুরুতে এমন বরকত আমরা কোন খাবারের মধ্যে দেখিনি কিন্তু শেষের দিকে খুব বরকত শূণ্যতা দেখলাম। আমরা আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلَّم এরূপ কেন হল? ইরশাদ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

করলেন, আমরা সকলে খাবার খাওয়ার শুরুতে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছিলাম। অতঃপর একব্যক্তি "বিসমিল্লাহ" পাঠ করা ব্যতীত খাওয়ার জন্য বসে গেল আর তার সাথে শয়তান খাবার খেয়ে নিল।

(শারহুস সুন্নাহ, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-৬২, হাদীস নং ২৮১৮)

بسم اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رضی اللہ تعالیٰ عنہا বলেন যে, তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم এর ফরমান, "যখন কেউ খানা খায় তখন (যেন) আল্লাহর নাম নেয়। অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰه পাঠ করে। আর যদি শুরুতে بِسْمِ اللّٰه পড়তে ভুলে যায় তাহলে যেন এভাবে বলে بسم اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ (আবূ দাঊদ শরীফ, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৩৫৬, হাদীস নং-৩৭৬৭)

শয়তান খাবার বমি করে দিল

হযরত সায়্যিদুনা উমাইয়া বিন মাখশী رضی اللہ تعالیٰ عنہ বলেন, হুযূর صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করা ব্যতীত খাবার খাচ্ছিল যখন খাবার শেষ করে নিতে একটি লোকমা বাকী ছিল তখন সে লোকমা উঠাল আর সে বলল بسم اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم মুচকি হেসে ইরশাদ করলেন, শয়তান এর সাথে খাবার খাচ্ছিল, যখন সে আল্লাহর নাম নিল তখন যা কিছু তার (শয়তানের) পেটে ছিল তা বমি করে দিল।

(আবু দাঊদ শরীফ, খন্ড-৩য়,পৃষ্ঠা-৩৫৬, হাদীস নং ৩৭৬৭)

মুস্তফা ﷺ এর দৃষ্টি থেকে কোন কিছু গোপন নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই খানা খাবেন স্মরণ করে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করে নেবেন। যে পাঠ করেনা তার সাথে "কারীন" নামক শয়তানও শরীক হয়ে যায়। সায়্যিদুনা উমাইয়া বিন মাখ্শী رضی اللہ تعالیٰ عنہ কর্তৃক বর্ণনা হতে স্পষ্ট

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

বুঝা যাচ্ছে যে, আমাদের প্রিয় আকা মদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর পবিত্র দৃষ্টি সব কিছু দেখে নেন। তাইতো শয়তানকে বমি করতে দেখে নিয়েছিলেন এবং শয়তানের পেরেশানী দেখে মুচকি হেসেছিলেন।

যেমন মুফ্তী আহ্মদ ইয়ার খাঁন رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন, রহমতে আলম صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর সত্যিকারের পবিত্র দৃষ্টির মাধ্যমে গোপন সৃষ্টিকেও দেখেন। আর হাদীসে মুবারাক একেবারে প্রকাশ্য, এর কোন প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

যেমন আমাদের পেট যে খাবারে মাছি আছে তা গ্রহণ করেনা। এরূপ শয়তানের পেটও بِسْمِ اللّٰه পাঠকৃত খানা হজম করতে পারেনা। যদিও তার বমিকৃত খাবার আমাদের কাজে আসেনা। কিন্তু মারদুদ (বিতাড়িত) শয়তান অসুস্থ হয়ে যায় ও ক্ষুধার্ত থেকে যায় আর আমাদের খাবারের হারিয়ে যাওয়া বরকত ফিরে আসে। মোট কথা এর মধ্যে আমাদের উপকার রয়েছে। আর শয়তানের দু'টি ক্ষতি রয়েছে। সম্ভবত ঐ মারদূদ আগামীতে আমাদের সাথে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করা ব্যতীত খাবারও এ ভয়ে খাবেনা যে, হয়ত এ ব্যক্তি মাঝখানে بِسْمِ اللّٰه পড়ে নেবে আর আমাকে বমি করতে হবে।

হাদীসে পাকে যে ব্যক্তির আলোচনা রয়েছে সম্ভবত সে একা খাচ্ছিলেন। যদি হুযূরে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর সাথে খেতেন তাহলে بِسْمِ اللّٰه বলা ভুলতেন না। কেননা, সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা উঁচু আওয়াজে بِسْمِ اللّٰه বলতেন এবং পাশের জনকেও بِسْمِ اللّٰه বলার নির্দেশ দিতেন। (মিরআত শরহে মিশকাত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-৩০)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে ও খাওয়ার শুরুতে ও শেষে অধিকাংশ সময় উঁচু আওয়াজে بِسْمِ اللّٰه সহকারে দু'আ সমূহ পড়ানো হয়। মাদানী কাফিলার মুসাফিররা বিভিন্ন প্রকারের দু'আ ও সুন্নত শিক্ষার সৌভাগ্য অর্জন করে। আপনিও দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে সফরকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। আশিকানে রসূলদের মাদানী কাফিলা এর ব্যাপারে কী বলব। তবু ও মাদানী কাফিলার ব্যাপারে দু'একটি বাহার পড়ে আনন্দে আন্দোলিত হোন।

সিদ্দীকে আকবর رضی اللہ تعالیٰ عنہ মাদানী অপারেশন করলেন

একজন আশিকে রসূল এর বর্ণনা নিজের ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। আমাদের মাদানী কাফিলা "নাকা কারডী" বেলুচিস্থান-এ সুন্নত প্রশিক্ষণের জন্য গিয়েছিল। মাদানী কাফিলার একজন মুসাফিরের মাথায় চারটি ছোট ছোট ফোঁড়া ছিল। যার কারণে অর্ধেক মাথা সর্বদা ব্যথায় জর্জরিত থাকত। যখন ব্যথা উঠত তখন ব্যথিত স্থানের দিকের চেহারার অংশ কালো হয়ে যেত আর তিনি ব্যথার কারণে এমনভাবে অস্থিরভাবে নড়াচড়া করত যে, সে করুন দৃশ্যটি দেখার মত নয়। এক রাত্রে তিনি ব্যথার কারণে এভাবে অস্থির হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন আমরা তাঁকে ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়ে শুইয়ে দিলাম। সকালে যখন উঠল তখন তিনি খুব হাসি খুশি অবস্থায় ছিলেন। তিনিই বললেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার উপর দয়া হয়ে গেছে নবী গনের সরদার হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم চার সাথী সহ তাশরীফ আনলেন।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم আমার দিকে ইঙ্গিত করে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رضی اللہ تعالیٰ عنہ কে বললেন, "এর ব্যথাকে সারিয়ে দিন। অতএব হিজরতের সাথী মাজারে পাকের সাথী সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رضی اللہ تعالیٰ عنہ আমার এভাবে মাদানী অপারেশন করলেন যে, আমার মাথা খুলে ফেললেন ও আমার মস্তিষ্ক হতে চারটি কালো দানা বের করলেন এবং বললেন, "বেটা! এখন থেকে তোমার কিছু হবে না।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

সত্যিই ঐ ইসলামী ভাই একেবারে সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন, সফর থেকে ফিরে এসে তিনি পুনরায় (চেকআপ) করালেন। ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে বললেন, ভাই অবাক কান্ড! তোমার মাথার চারটি দানা অদৃশ্য হয়ে গেছে! এতে তিনি কেঁদে কেঁদে মাদানী কাফিলাতে সফরের বরকত ও স্বপ্নের আলোচনা করলেন। ডাক্তার খুবই প্রভাবিত হয়ে গেলেন। ঐ হাসপাতালের ডাক্তারগণ সহ সেখানে উপস্থিত বারজন ব্যক্তি বারদিনের মাদানী কাফিলাতে সফরের নিয়্যত করে নাম লিখালেন, এবং কিছু ডাক্তার সাথে সাথেই নিজেদের চেহারায় নবী করীম صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم এর মহব্বতের পরিচয় অর্থাৎ দাঁড়ি মুবারক সাজিয়ে নেয়ার নিয়্যাত করলেন।

ہے نبی کی نظر　　قافلے والوں پر
آؤ سارے چلیں　　قافلے میں چلو
سیکھنے سنّتیں　　قافلے میں چلو
لُوٹنے رَحمتیں　　قافلے میں چلو

হে নবী কি নজর কাফিলে ওয়ালো পর,
আ-ও সা-রে চলে কাফিলে মে চলো।
ছিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো,
লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب !　　صلَّی اللّٰہُ تعالیٰ علیٰ محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্বপ্নের মধ্যে চিকিৎসার এ ঘটনা নতুন নয়। আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم এর দয়াতে রোগীদের আরোগ্য দান করেন। যেমন হযরত সায়্যিদুনা ইউসূফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ এর বিখ্যাত কিতাব "হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

ফী মুজিযাতি সায়্যিদিল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর দ্বিতীয় খন্ডে বর্ণিত, স্বপ্নের মাধ্যমে আরোগ্য লাভের ৫টি ঘটনা শ্রবণ করুন, আর নিজের ঈমান তাজা করুন

(১) হযরত মুহাম্মদ ﷺ দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ ইবনে মুবারাক হারবী رحمة الله تعالىٰ عليه এর বর্ণনা, আলী আবুল কাবীর رحمة الله تعالىٰ عليه অন্ধ ছিলেন। স্বপ্নের মধ্যে রসূলে পাক صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর দীদারের ফয়যের প্রভাবে ফয়য প্রাপ্ত হলেন, প্রিয় প্রিয় মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم তাঁর চক্ষুদ্বয়ের উপর নিজের আরোগ্য দানকারী পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন, সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন চোখ তার দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিল। (হুজ্জাতুল্লাহিল আলামীন, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৫২৬ হতে সংগৃহীত)

آنکھ عطا کیجئے اُس میں ضیاء دیجئے
جلوہ قریب آگیا تم پہ کروڑوں دُرُود

আ-খ আতা কিজিয়ে উছ মে যিয়া দিজিয়ে
জালওয়া করীব আ-গেয়া তুম পে করোড়ো দুরূদ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(২) গলগন্ড রোগের চিকিৎসা করলেন

হযরত সায়্যিদুনা তকিউদ্দিন আবু মুহাম্মদ আবদুস সালাম বলেন, "আমার ভাই ইবরাহীমের গলগন্ড রোগ হয়েছিল। তীব্র ব্যাথার কারণে অস্থির ছিলেন। স্বপ্নে সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم দয়া করলেন, আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم و عَزَّوَجَلَّ রোগের কারণে খুব কষ্টের মধ্যে আছি। তিনি জানালেন তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর বরকতে আমার ভাইয়ের আরোগ্য লাভ হল। (প্রাগুক্ত ৫২৬ পৃষ্ঠা)

سر بالیں اُنہیں رَحمت کی ادا لائی ہے
حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے

ছরে বা-লী উনহী রহমত কি আদা লা-ঈ হে,
হাল বিগড়া হে তু বীমার কি বন আ-ঈ হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(৩) হাঁপানী রোগীর আরোগ্য লাভ

এক বুযুর্গ رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন, আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম এবং এই কারণে ঘরের নিচ তলায় বিছানায় শায়িত ছিলাম। আমার বৃদ্ধ সম্মানিত পিতার হাঁপানী রোগের তীব্রতার কারণে উপর তলায় বিছানায় শায়িত ছিলেন। আমি উপরে যেতে পারতাম না, তিনি বেচারা নিচে নামতে পারতেন না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সৌভাগ্যক্রমে এক রাত্রে সরকারে মদীনা শাহে মাওজূদাত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর যিয়ারাত লাভে ধন্য হলাম। আমি সরকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর খেদমতে বালিশ পেশ করলাম। হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم হেলান দিয়ে তাশরীফ রাখলেন। আমি নিজের ও আমার সম্মানিত বৃদ্ধ পিতার রোগের ব্যাপারে আবেদন জানালাম। আমার আবেদন শুনে সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم উপরের তলায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

যখন ফযরের নামাযের সময় হল তখন আমার কানে আহ! আহ্!! আওয়াজ আসল, আসলে আমার সম্মানিত পিতা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছিলেন। আমার নিকট এসে বলতে লাগলেন বেটা! দয়ার উপর দয়া হয়ে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

গেছে। আজ রাতে রহমতে আলম হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم আমার উপর দয়া করে দিয়েছেন। আমি আরয করলাম, আব্বাজান ! হুযুর আমি গুনাহ্গারের কাছে এসেই আপনাকে পুরস্কৃত করার জন্য উপরের তলায় আপনাকে দেখা দেয়ার জন্য গিয়েছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এরপর মাহবূবে রব্বুল ইয্যাত তাজদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর বরকতে আমরা উভয়ে আরোগ্য লাভ করলাম।

(প্রাগুক্ত-৫২৭পৃষ্ঠা)

مریضانِ جہاں کو تم شِفاء دیتے ہو دم بھر میں
خدارا دَرْد کا ہو میرے دَرماں یارسولَ اللہ

মারীযানে জাহা কো তুম শেফা দে-তে হো দম ভর মে
খোদারা দরদ্ কা হো মেরে দরমা ইয়া রাসূলাল্লাহ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(৪) হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা করলেন

হযরত সায়্যিদুনা শেখ আবূ ইসহাক رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন - আমার কাঁধের উপর কুষ্ঠের দাগের সৃষ্টি হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ স্বপ্নে রসূলে পুর নুর صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর দিদার লাভ হল। তখন আমি নিজের রোগের ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলাম। তখন হুজুর صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم উনার পবিত্র আরোগ্যদায়ক হাত মুছে দিলেন, সকালে যখন উঠলাম اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তখন কুষ্ঠ রোগের চিহ্নও ছিলনা। (প্রাগুক্ত - ৫৩১ পৃষ্ঠা)

مرضِ عصیاں کی ترقّی سے ہُوا ہوں جاں بَلَب
مجھ کو اچھا کیجئے حالت مِری اچّھی نہیں

মরযে ইছ্য়া কি তরক্কী ছে হুয়া হো জা বলব,
মুঝ কো আচ্ছা কীজিয়ে হালত মেরি আচ্ছি নেহি!

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

(৫) হযরত মুহাম্মদ ﷺ ফোস্কা ভাল করে দিলেন

এক বুযুর্গ رحمة الله تعالٰى عليه বর্ণনা করেন, হযরত হাম্মাদ رحمة الله تعالٰى عليه এর হাতে ফোস্কা পড়ে ফেটে গিয়েছিল। ডাক্তাররা একমত হয়ে এ সিদ্ধান্ত দিলেন যে, হাত কেটে ফেলতে হবে। হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ رحمة الله تعالٰى عليه বলেন, ঐ রাতে আমি অস্থির ও বিচলিত অবস্থায় ছাদের উপর গেলাম এবং বিনীতভাবে বারগাহে খোদাওয়ান্দী عَزَّوَجَلَّ তে আরোগ্য কামনা করে দু'আ করলাম। যখন শুয়ে পড়লাম আমার বাহ্যিক চোখ বন্ধ হয়ে গেল আর অন্তরের চোখ খুলে গেল।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ স্বপ্নে তাজদারে রিসালাত, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالٰى عليه واٰله وسلَّم এর যিয়ারত নসীব হলো। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ صلى الله تعالٰى عليه واٰله وسلَّم আমার হাতে দয়ার দৃষ্টি দান করুন। তিনি বললেন, "হাত প্রসারিত কর। আমি হাত প্রসারিত করে দিলাম তখন সরকারে মাদীনা হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالٰى عليه واٰله وسلَّم তাঁর নিজের হাত মুবারক আমার হাতের ক্ষতস্থানের উপর বুলিয়ে দিলেন আর বললেন, "দাঁড়িয়ে যাও। যখন দাঁড়িয়ে গেলাম তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রিয় মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالٰى عليه واٰله وسلَّم এর বরকতে আমার হাতের রোগ সেরে গেল। (প্রাগুক্ত, পৃ- ৫২৮)

مرضِ عصیاں کی ترقّی سے ہُوا ہوں جاں بَلَب
مجھ کو اچھّا کیجئے حالت مِری اچھّی نہیں

ইয়ে মরীয মর রাহা হে তেরে হাত মে শেফা হে
আই তবীব জলদ আ-না মাদানী মদীনে ওয়ালে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

কুমন্ত্রণা

শুধুমাত্র আল্লাহই শিফা বা (আরোগ্য) দানকারী কিন্তু এ সকল ঘটনা শুনে মনে কুমন্ত্রণা আসে যে, আল্লাহ ছাড়াও কেউ কি আরোগ্য দান করতে পারে?

কুমন্ত্রণার প্রতিকার

নিঃসন্দেহে সত্ত্বাগতভাবে শুধুমাত্রই আল্লাহ আরোগ্য দানকারী। কিন্তু আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তাঁর বান্দাগণও আরোগ্য দিতে পারেন। তবে যদি কেউ এ দাবী করে যে আল্লাহর প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত অমুক ব্যক্তি অন্যদেরকে আরোগ্য করে দিতে পারেন। তাহলে নিঃসন্দেহে সে কাফির। কেননা আরোগ্যতা হোক বা ঔষধ সামান্য পরিমাণও কেউ কাউকে আল্লাহর মর্জি ছাড়া দিতে পারে না। প্রত্যেক মুসলমানের এ আকীদা বা বিশ্বাস যে, নবীগণ عليهِمُ الصّلٰوةُ وَالسَّلام ও ওলীগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰ যা কিছুই দেন তা শুধু মাত্র আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে দেন।

আল্লাহর পানাহ যদি কেউ এ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ কোন নবী বা ওলীকে রোগ হতে আরোগ্য দেয়া কিংবা কোন কিছু দান করার কোন ক্ষমতাই দেননি। তাহলে এরূপ ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। ৩য় পারার সূরা আল ই ইমরানের ৪৯ নং আয়াত ও এর অনুবাদ পড়ে নিন, কুমন্ত্রণা সমূলে বিনাশ হয়ে যাবে এবং শয়তান অকৃতকার্য হবে আর তার উদ্দেশ্য বিনাশ হয়ে যাবে। যেমন হযরত ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মুবারক বাণীর বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে-

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- এবং আমি নিরাময় করি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগী কে আর আমি মৃতকে জীবিত করি আল্লাহর নির্দেশে। (সূরা-আলে ইমরান, আয়াত-৪৯, পারা-৩)	وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

আপনারা শুনলেন তো ! হযরত ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام পরিস্কার ভাষায় বলছেন যে, তিনি আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দৃষ্টি শক্তি আর কুষ্ঠ রোগীদের আরোগ্য দান করেন। এমন কি মৃতদেরকেও জীবিত করেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীগণ علیہِمُ الصّلٰوۃُ وَالسَّلام কে বিভিন্ন প্রকারের অধিকার সমূহ প্রদান করেছেন এবং ফয়যানে আম্বিয়ার মাধ্যমে ওলীদেরও দান করা হয়। অতএব তাঁরাও আরোগ্য দিতে পারেন। আর অনেক কিছু দানও করতে পারেন।

যদি হযরত ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর শান এরূপ হয় তাহলে আকায়ে ঈসা হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم এর মহান শানের কিরূপ অবস্থা হবে! স্মরণ রাখবেন যে, সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم সমগ্র সৃষ্টি, সকল আম্বিয়া ও রসূলগণ এর শ্রেষ্ঠত্বের মূল এবং যে যাই কিছু পেয়েছেন, হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم এর সদকায় পেয়েছেন। তাহলে বুঝা গেলো যে, যখন ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام রোগীদের আরোগ্য, অন্ধদের দৃষ্টি শক্তি এবং মৃতদের জীবন দিতে পারেন। তাহলে সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم এসব কিছু আরও উত্তম রূপে দান করতে পারেন।

حُسنِ یوسُف دمِ عیسیٰ پہ نہیں کچھ مَوقُوف
صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم
جس نے جو پایا ہے، پایا ہے بدولت اُن کی
হুসনে ইউসুফ দমে ঈসা পে নেহী কুছ মওকুফ
জিছনে জু পা-য়া হে, পা-য়া হে বদৌলতে উন কি!

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالیٰ علیٰ محمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।”

৭৬ হাজার নেকী

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رضی اللہ تعالیٰ عنہ হতে বর্ণিত যে, তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم এর আনন্দদায়ক ফরমান হচ্ছে, যে ব্যক্তি بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পাঠ করবে, আল্লাহ-প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে তার আমল নামায় ৪ হাজার নেকী লিপিবদ্ধ করে দেবেন, ৪ হাজার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং ৪ হাজার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। (ফিরদাওসুল আখবার, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৬, হাদীস নং-৫৫৭৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খুশিতে মেতে উঠুন। আপন প্রিয় প্রতিপালক আল্লাহর রহমতের উপর কুরবান হয়ে যান! একটু হিসাব করে দেখুন بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم এ ১৯টি অক্ষর রয়েছে এভাবে একবার بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পাঠ করাতে ৭৬ হাজার নেকী অর্জিত হবে। ৭৬ হাজার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে এবং ৭৬ হাজার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। وَاللّٰہُ ذُوالۡفَضۡلِ الۡعَظِیۡم (অর্থাৎ এবং আল্লাহ দয়াবান ও মর্যাদাশীল।)

যবেহ করার সময় الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم না পড়ার রহস্য

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান علیہ رحمۃ الحنان খোদায়ে রহমান এর সীমাহীন দয়ার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, চিন্তা করে দেখুন সূরা তওবাতে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم লেখা হয়নি। অনুরূপভাবে যবেহ করার সময় সম্পূর্ণ بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করা হয়না বরং এভাবে বলা হয়ে থাকে بِسۡمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکۡبَر এতে কি রহস্য রয়েছে? রহস্য এ যে, সূরা তওবা তে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জিহাদ ও যুদ্ধের আলোচনা রয়েছে এবং এটা কাফিরদের উপর শাস্তি স্বরূপ। অনুরূপভাবে যবেহের মাধ্যমে প্রাণীর প্রাণ হরণ করা হয়। এটাও প্রাণীর উপর জবরদস্তী ও বল প্রয়োগের সময়, এ অবস্থায় রহমতের আলোচনা করা হয় না।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

তাই যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ بِسْمِ اللّٰه শরীফ অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم নিয়মিত পাঠ করে সে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবে।

(তাফসীরে নঈমী, খন্ড-১ম, পৃ-৪৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

১৯টি অক্ষরের রহস্যবলী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এ ১৯টি অক্ষর রয়েছে আর দোযখের শাস্তি প্রদানকারী ফিরিশতার সংখ্যাও ১৯ জন। অতএব আশা করা যায় যে, এর এক একটি অক্ষরের বরকতে একজন করে ফিরিশতার শাস্তি দূর হয়ে যাবে। অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, দিন রাতের মধ্যে ২৪ ঘন্টা রয়েছে। যার মধ্যে ৫ ঘন্টাকে ৫ ওয়াক্ত নামায ঘিরে রেখেছে এবং ১৯ ঘন্টার জন্য ১৯টি অক্ষর দান করা হয়েছে। অতএব بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم যে নিয়মিত পাঠ করতে থাকবে اِن شائَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ তার প্রতিটি ঘন্টা ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে এবং প্রতি ঘন্টার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (তফসীরে কাবীর, খন্ড-০১, পৃ-১৫৬)

কবর হতে আযাব উঠে গেল

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَا م একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে আযাব চলছিল, কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর যখন পূণরায় ঐ স্থান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন দেখলেন যে, ঐ কবরে নূরই নূর এবং তাতে রহমতে ইলাহী বর্ষণ হচ্ছে। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَا م খুবই আশ্চর্য্য হলেন এবং আল্লাহর দরবারে আরয করলেন যে, আমাকে এর রহস্য সম্পর্কে বলুন। ইরশাদ হলো, "ওহে ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَا م! এ ব্যক্তি খুবই গুনাহগার হওয়ার কারণে আযাবে লিপ্ত ছিল কিন্তু মৃত্যুর সময় তার স্ত্রী (সন্তান সম্ভবা) ছিল। তার ছেলের জন্ম হল এবং আজ তাকে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

মক্তবে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষক তাকে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পড়ালেন। আমার লজ্জা হলো যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে যমীনের নিচে শাস্তি দিব, যার সন্তান যমীনের উপর আমার নাম নিচ্ছে।" (তফসীরে কবীর, খন্ড-১ম, পৃ-১৫৫)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اے خدائے مصطفٰے میں تری رحمتوں پہ قُرباں
ہو کرم سے میری بخشش، بطُفیلِ شاہِ جیلاں

আই খোদায়ে মুস্তফা মে, তেরি রহমতো পে কুরবা,
হো করম ছে মেরি বখশিশ, বাতুফাইলে শাহে জীলা!

سبحٰن اللہ عَزَّوَجَلَّ سبحٰن اللہ عَزَّوَجَلَّ سبحٰن اللہ عَزَّوَجَلَّ (সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য) আমাদের প্রত্যেকের উচিত যে, নিজেদের সন্তানদের টা টা বাই বাই শিক্ষা দেয়ার পরিবর্তে শুরতেই আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর নাম নেয়ার শিক্ষা দিই। আর এর উপকার এটা নয় যে, শুধুমাত্র মৃত মাতা পিতারই এটার বরকত লাভ হয় বরং শিক্ষাকারী নিজে এবং শিক্ষাদানকারীরও বরকত অর্জিত হয়। অতএব নিজেদের মাদানী মুন্না (ছেলে) ও মাদানী মুন্নী (মেয়ে) সাথে খেলা করার সময় শিখানোর নিয়্যাতে তাদের সামনে বার বার আল্লাহ! আল্লাহ!! বলতে থাকুন। তাহলে সেও মুখ খুলতেই ان شآء اللہ عَزَّوَجَلَّ সর্বপ্রথম আল্লাহ শব্দ বলবে।

বাচ্চার মাদানী প্রশিক্ষনের ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুসতারী رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ বলেন আমি তখন তিন বছরের ছিলাম। রাত্রি বেলা উঠে আমার মামা হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সাওয়ার رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ কে নামায পড়তে দেখতাম, একদিন তিনি আমাকে বললেন, "তুমি কি ঐ আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করোনা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি তাঁকে কিভাবে স্মরণ করবো?" বললেন, "যখন রাতে শোয়ার জন্য যাও তখন মুখ নাড়া চাড়া করা ব্যতীত শুধুমাত্র এ বাক্যগুলো ৩ বার বলবে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

اَللّٰهُ مَعِیَ ،اَللّٰهُ نَاظِرٌ اِلَیَّ، اللّٰهُ شَاهِدِی

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমার সাথে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার সাক্ষী। *

তিনি বললেন, আমি কয়েক রাত এ বাক্যগুলো পড়েছি, এরপর তাকে বলেছি, তিনি বললেন, এখন থেকে প্রতিরাতে ৭ বার করে পড়। আমি এরকমই করলাম অতঃপর তাঁকে তা জানালাম, তিনি বললেন প্রতিরাতে ১১ বার করে এই কলেমাগুলি পড়। আমি এভাবে যখন পড়লাম তখন আমার অন্তরে এটার স্বাদ অনুভব করলাম। যখন এক বছর কেটে গেল তখন আমার মামাজান رحمة الله تعالىٰ عليه বললেন, আমি যা কিছু তোমাকে শিখিয়েছি সেগুলোকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত সর্বদা পড়তে থেকো। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ এটা দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার উপকার করবে।

সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুসতরী رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন, আমি অনেক বছর পর্যন্ত এ আমল করেছি, ফলে আমি নিজের ভিতর এর অপরিসীম স্বাদ অনুভব করেছি। আমি একাকী অবস্থায় এ যিকির করতে থাকি অতঃপর একদিন আমার মামাজান رحمة الله تعالىٰ عليه বললেন, "ওহে সাহল আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির সাথে থাকে, তাকে দেখে এবং তার সাক্ষী হয়, সে কি তার নাফরমানী করতে পারে? কখনো না, অতএব তুমি নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাও।" এরপর মামাজান رحمة الله تعالىٰ عليه আমাকে মক্তবে পাঠিয়ে দিলেন। আমি চিন্তা করলাম আবার যেন আমার যিকরের মধ্যে বাধা না ঘটে। অতএব উস্তাদ সাহিব হতে এ শর্ত নির্ধারণ করে নিলাম যে, আমি তাঁর নিকট গিয়ে এক ঘন্টা পড়ব এবং এরপর ফিরে আসব।

.....

* সম্ভব হলে এ বাক্যগুলো লিখে ঘর ও দোকান ইত্যাদিতে এমন স্থানে লটকিয়ে দিন, যেখানে সর্বদা দৃষ্টি পড়ে থাকে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি মক্তবে ৬ কিংবা ৭ বছর বয়সে কুরআন পাক হিফ্জ করে নিয়েছি এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি প্রতিদিন রোযাও রাখতাম। ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আমি যবের রুটি খেতে থাকি। ১৩ বছর বয়সে আমি ১টি মাসআলার সম্মূখীন হলাম এর সমাধানের জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে অনুমতি নিয়ে বসরা আসলাম এবং সেখানকার ওলামা হতে এ মাসআলা জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই আমাকে যথাযথ উত্তর দিতে পারলেন না।

অতঃপর আমি আব্বাদানের দিকে চলে গেলাম সেখানকার প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন হযরত সায়্যিদুনা আবু হাবীব হামযাহ বিন আবি আব্দুল্লাহ আব্বাদানী رحمة الله تعالىٰ عليه হতে আমি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি মনঃপূত জবাব দিলেন। আমি কিছুকাল তাঁর সংস্পর্শে থাকলাম। তাঁর বাণী হতে ফয়েয হাসিল করলাম তার থেকে আদাব শিখলাম এরপর আমি তুসতার এসে গেলাম। আমি জীবন যাপনের ব্যবস্থা এরূপ করলাম যে, আমার জন্য এক দিরহামের যব শরীফ ক্রয় করে নিতাম এবং সেগুলোকে পিষে রুটি তৈরি করে নিতাম। আমি প্রতি রাতে সাহারীর সময় এক আওকিয়া (প্রায় ৭০ গ্রাম) যবের রুটি খেতাম। যাতে না লবণ থাকত, না তরকারী থাকত। এ সময় এক দিরহাম আমার এক বছরের জন্য যথেষ্ট ছিল। এরপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তিনদিন লাগাতার উপবাস থাকব এরপর খাব।

অতঃপর ৫ দিন, এরপর ৭ দিন এবং এরপর ২৫ দিন লাগাতার উপবাস ছিলাম। অর্থাৎ ২৫ দিন পর পর খানা খেতাম। বিশ বছর পর্যন্ত এ নিয়মেই চলল। এরপর আমি কয়েক বছর পর্যন্ত একাধারে সফর করতে থাকি। পুনরায় তুসতারে ফিরে আসলাম। তখন যত দিন আল্লাহ তাআলা তওফিক দেন জেগে (ইবাদতে) কাটাই। হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আহমদ رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন, আমি মৃত্যু পর্যন্ত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুসতরী رحمة الله تعالىٰ عليه কে কখনো লবণ ব্যবহার করতে দেখিনি। (ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৌভাগ্যবান মাতা পিতা দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতের ব্যাপারে নিজের সন্তানদের জন্য অধিক চিন্তা করে। যেমন একজন এমনই বুদ্ধিমতি মা নিজের সন্তানের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ (একক প্রচেষ্টা) করলেন যার ফলে তার সংশোধনের উপায় হল এ ঈমান সজীবকারী ঘটনা শুনুন এবং খুশীতে মেতে উঠুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর তরবিয়্যাতী কোর্সের বাহার

ঝঙ্গ পাঞ্জাব এর একজন আশিকে রসূল এর বর্ণনার সারমর্ম আমার নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করছি। আম্মাজান দীর্ঘদিন হতে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল যে, আমি যে কোন ভাবে গুনাহের ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসি এবং আমার সংশোধন হয়ে যাক। আম্মাজানের দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি খুবই মহব্বত ছিল তিনি খরচাদি দিয়ে আমাকে তাগিদ দিয়ে বাবুল মাদীনা, করাচী পাঠালেন এবং গুরুত্ব দিয়ে বললেন যে, আশিকানে রসূলদের আন্তর্জাতিক মাদানী মরকয ফয়যানে মদীনাতে অঝোর রহমতের বৃষ্টিধারার মধ্যে তরবিয়্যাতী কোর্স করবে এবং আমার আরোগ্যের জন্যও দু'আও করবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি বাবূল মদীনা, করাচী এসে "তরবিয়্যাতী কোর্স" করার সৌভাগ্য অর্জন করি। মাদানী কাফিলাতে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করি। আম্মীজানের জন্য খুব দু'আও করি, যখন সবকিছু সমাপ্ত করার পর বাড়ি ফিরে

আসি তখন আমার খুশির সীমা রইলনা। কেননা তরবিয়্যাতী কোর্স করার সময় ফয়যানে মদীনাতে দু'আ সমূহের বরকতে আমার আম্মীজান সুস্থ হয়ে গেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তরবিয়্যাতী কোর্সের বরকতে আমি নামাযী হয়ে গেলাম এবং মাদানী পরিবেশের সাথে আমার সম্পৃক্ততা অর্জিত হলো। সুন্নত সমূহের খিদমত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

ও মাদানী কাফিলাতে সফরের উৎসাহ পেলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমাদের ঘরের প্রত্যেকেই যেন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং আমাদের সকল পেরেশানী দূর হয়ে যায়।

فیضانِ مدینہ میں اللہ کی رَحمت ہے　　امّی کو مُیسّر اب صِحّت کی سعادت ہے
فیضانِ مدینہ میں آنے ہی کی بَرَکت ہے　　خوب اور بڑھی مجھ کو سنّت سے مَحبّت ہے

ফয়যানে মদীনে মে আল্লাহ কি রহমত হে,
উম্মী কো মুয়াচ্ছর আব ছিহ্যাত কি সাআদাত হে।
ফয়যানে মদীনে মে আ-নে হি কি বারাকাত হে,
খু-ব আওর বড়ী মুঝ কো সুন্নাত ছে মহব্বত হে।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب !　　صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

যে সকল মানুষ নিজেদের সন্তানদের শুধুমাত্র দুনিয়া অর্জনের জন্য নিয়োজিত রাখেন এবং তাকে ভাল সঙ্গ থেকে বাধা প্রদান করেন তারা নিজেদের আখিরাতকে কঠিন বিপদের দিকে ঠেলে দেন। আর অনেক সময় দুনিয়াতেও তাদের অনুশোচনা করতে হয়। যেমন

মাদানী কাফিলাতে বাধা প্রদানের ক্ষতি

মদীনাতুল আওলিয়া আহমদাবাদ শরীফ (ভারত) এর এক আশিকে রসূল এক যুবকের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে মাদানী কাফিলাতে সফরের জন্য রাজী করে নিলেন। কিন্তু তার পিতা পার্থিব শিক্ষা লাভে বিঘ্নতা সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে পরকালীন শিক্ষা লাভের সফরে যেতে বাধা দিলেন। বেচারা আশিকানে রসুল এর সঙ্গ পেয়েও বঞ্চিত হয়ে গেল। ফলে খারাপ বন্ধুদের ফাঁদে পড়ে গেল এবং মদ্যপায়ী হয়ে গেল। অতঃপর তার সম্মানীত পিতা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি ঐ আশিকে রসূল এর কাছে অনুরোধ করলেন, "একে কাফিলাতে নিয়ে যাও যেন তার মদপানের অভ্যাস দূর হয়ে যায়" ঐ যুবকের উপর পুণরায় ইনফিরাদী কৌশিশ করা হলো কিন্তু যেহেতু সে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ বেচারা খুবই

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

বিপথগামী হয়ে পড়েছিল সেহেতু কোন অবস্থাতেই মাদানী কাফিলাতে সফরে যেতে রাজী হলোনা। পিতা মাতার উচিত যেন, নিজের সন্তানদের শুরু থেকেই উত্তম ও মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করানো। অন্যথায় সন্তান খারাপ সঙ্গের কারণে বিপথগামী হয়ে গেলে নিজের আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। সাগে মাদীনা (লেখক) উফিয়া আনহু কে তাঁর বড় বোন বলেছেন, এক ইসলামী বোন কেঁদে কেঁদে দু'আর জন্য বলেছেন যে, আমার ছেলের সংশোধনের জন্য দু'আ করুন।

আহ! আমি নিজেই তাকে নষ্ট করে দিয়েছি। তাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদ্‌রাসাতুল মদীনাতে হিফয বিভাগে ভর্তি করে দিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু বেচারা যে সব সুন্নত শিখে ঘরে আসত তা ঘরে বয়ান করতো তখন সেগুলো নিয়ে আমরা হাসি তামাশা করতাম। অবশেষে তার মন ভেঙ্গে গেল এবং সে মাদরাসাতুল মদীনাতে যাওয়া ছেড়ে দিল। এখন খারাপ বন্ধুদের সংস্পর্শে এসে বেপরোয়া হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আমি দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ পেয়ে গেলাম। এখন আমি খুবই অনুশোচনা করছি। হায়! এখন আমার কি হবে।

صحبتِ صالح تُرا صالح کُنند
صحبتِ طالح تُرا طالح کُنند

ছুহবতে ছালেহ তুরা ছালেহ কুনন্দ,
ছুহবতে তালেহ তুরা তালেহ কুনন্দ।
অর্থাৎ-সৎসঙ্গ তোমাকে সৎ বানিয়ে দিবে আর
অসৎ সঙ্গ তোমাকে অসৎ বানিয়ে দিবে।

হিংস্র জন্তুদের ঘর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুসতরী رحمة الله تعالىٰ عليه সিদ্দীক (তথা প্রথম শ্রেণীর আওলিয়ার মধ্যে অন্তভূক্ত) ছিলেন। তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه লবণ এ জন্য ব্যবহার করতেন না যে, লবণের কারণে খাবার সুস্বাদু হয়ে যায়। আর তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه মজাদার খাবার

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

থেকে দূরে থাকতেন। আসলেই কোরমা, পোলাও, বিরিয়ানী ইত্যাদিতে যত ধরনেরই মসলা দেয়া হোক না কেন, যদি লবণ দেয়া না হয় খানার সকল স্বাদই বিনষ্ট হয়ে যাবে। এটাও উল্লেখ্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ মানুষের শরীরের জন্য আবশ্যক। আর এটা তাঁর رحمة الله تعالىٰ عليه কারামাত ছিল যে, তিনি লবণ গ্রহণ ব্যতীত জীবিত ছিলেন। তুস্তার শরীফে অবস্থিত তাঁর رحمة الله تعالىٰ عليه মর্যাদাপূর্ণ ঘরকে লোকেরা "বায়তুস সিব্বা" অর্থাৎ হিংস্র জীব জন্তুর ঘর বলতেন। কেননা তাঁর رحمة الله تعالىٰ عليه হুজরায় অনেক হিংস্র জীব জন্তু (বাঘ,চিতা) ইত্যাদি পশু হাজির হতো এবং তিনি মাংস দিয়ে তাদের মেহমানদারী করতেন। তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه শেষ বয়সে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু যখন নামাযের সময় হতো হাত পায়ে শক্তি এসে যেতো এবং নামায শেষ করার পর পূর্বের ন্যায় পঙ্গু হয়ে যেতেন। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৩৮৭)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

জ্বরের চিকিৎসা

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি জরে আক্রান্ত হলো, তার ওস্তাদ শায়খ ফকীহ ওলী উমর বিন সাঈদ رحمة الله تعالىٰ عليه তাকে দেখতে গেলেন ফেরার সময় একটি তাবীয দিয়ে বললেন, এটাকে খুলে দেখবেনা। তিনি যাওয়ার পর সে তাবীয বেঁধে নিল। তৎক্ষণাৎ জ্বর চলে গেল। সে ধৈর্য ধরে রাখতে পারলনা। যখনই খুলে দেখল তখন দেখতে পেল তাতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم লিখা ছিল। অন্তরে কুমন্ত্রণা আসল। এটা তো যে কেউ লিখতে পারে। বিশ্বাসের মধ্যে ঘাটতি আসতেই তৎক্ষণাৎ পূনরায় জ্বর আসলো। ভয় পেয়ে হযরতের সম্মূখে উপস্থিত হয়ে ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলো তৎক্ষণাৎ জ্বর চলে গেলো। এবার তিনি এক বছর

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

পরে যখন তা খুলে দেখল তখন ও তাতে ঐরূপ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم লিখা ছিল।

আল্লাহ (عَزَّوَجَلَّ) এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ! সত্যিই بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم এর বড়ই বরকত রয়েছে। আর এতে রোগের চিকিৎসাও রয়েছে। এ ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ হল যে, বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰ যদি কোন মুবাহ (যা করাতে গুনাহও নেই সাওয়াবও নেই) এর ব্যাপারেও নিষেধ করেন তাহলে বুঝে না আসা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকা উচিত। এতে বিশ্বাসে ফাটল ধরার আশংকা থাকে। এছাড়া এটা তাবিজ ভাঁজ করার বিশেষ পদ্ধতি সহ মোড়ানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় কিছু পড়াও হয়ে থাকে। অতএব খুলে দেখার মধ্যে এর উপকারীতা কম হয়ে যেতে পারে।

৫টি মাদানী চিকিৎসা

১। لَا يَرَوۡنَ فِيۡهَا شَمۡسًا وَّلَا زَمۡهَرِيۡرًا O

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ "তাতে না রৌদ্র দেখবে, না শীত" (পারা-২৯, সুরাহ আদদাহর, আয়াত-১৩) এ আয়াতে কারীমা ৭ বার (আগে পরে ১ বার করে দুরুদে পাক) পড়ে ফুঁক দিয়ে দিন ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ জ্বরের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকবে এবং রোগী শান্তি অনুভব করবে। (অনুবাদ পড়ার প্রয়োজন নেই।)

২। হযরত সায়্যিদুনা জাফর সাদিক رضى الله تعالىٰ عنه বলেন সূরা ফাতিহা ৪০ বার (আগে পরে ১ বার করে দুরূদে পাক) পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখে ছিটিয়ে দিন ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ জ্বর চলে যাবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

৩। মদীনে কে তাজদার হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর একবার জ্বর আসল। তখন হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমীন عليه الصلوٰة والسلام এই দু'আটি পাঠ করে ফুঁক দিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُّؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْعَيْنٍ حَاسِدٍ ط اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ

অনুবাদ ঃ আল্লাহর নামে আপনার উপর ফুঁকছি প্রত্যেক ঐ অসুখের জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং অন্যদের ক্ষতি এবং হিংসা কারীর কুদৃষ্টি থেকে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুক। আমি আপনার উপর আল্লাহর নামে ফুঁক দিচ্ছি। (মুসলিম শারীফ, পৃষ্ঠা ১২০২, হাদিস নং ২১৮৬) জ্বরাক্রান্ত রোগীকে শুধুমাত্র আরবীতে দু'আটি (শুরু ও শেষে একবার দুরুদ শরীফ) পড়ে ফুঁক দিয়ে দিন।

৪। জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ পাঠ করতে থাকবেন।

৫। হাদিসে পাকে রয়েছে যে, যখন তোমাদের মধ্যে কারো জ্বর আসে তখন তার উপর ৩ দিন পর্যন্ত সকালে ঠান্ডা পানির ছিটিয়ে দিন। (আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৩, হাদিস নং ৭৪৩৮)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের প্রিয় মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর গোলামীতে আনুগত্যের গৌরব রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর সুন্নত সমূহের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলা গুলোতে আশিকানে রসূলদের সাথে সফর করে দু'আ চাওয়ার বিনিময়ে অনেক সময় ডাক্তারদের পক্ষ থেকে চিকিৎসার অসম্ভব রোগীর আনন্দও اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ পূনরায় ফিরে আসে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

চক্ষুদ্বয় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল

লিয়াকত কলোনী, হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্ধু) এর দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ এক যুবককে মাদানী কাফিলার দাওয়াত পেশ করলেন। এতে সে অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগলো, আপনারা লোকদের পেরেশানীর দিকেও লক্ষ্য রাখবেন। আমার মায়ের চোখের অপারেশন (OPERATION) এ ডাক্তারেরা ভুল করেছেন যার কারণে তাঁর দৃষ্টি শক্তি চলে গেছে। আমাদের ঘরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে আর আপনি বলছেন মাদানী কাফিলাতে সফর করতে? মুবাল্লিগ ইনফিরাদী কৌশিশ করা অবস্থায় সহানুভুতির ভঙ্গিতে দু'আ দিয়ে বললেন, "আল্লাহ আপনার মাকে আরোগ্য দান করুক।

ডাক্তার কি বলেছেন?" তিনি বললেন, "ডাক্তার বলেছেন, এখন আমেরিকা নিয়ে গেলেও এর চিকিৎসা সম্ভব নয়।" এটা বলার সময় তার কণ্ঠস্বর ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো। মুবাল্লিগ খুবই মহব্বতের সাথে মৃদুভাবে তার পিঠ চাপড়িয়ে শান্তনার সুরে বললেন, "ভাই ! ডাক্তাররা ফিরিয়ে দিয়েছেন তাতে নিরাশ কেন হচ্ছেন।" আল্লাহ আরোগ্যদানকারী, মুসাফিরের দু'আ আল্লাহ কবুল করেন, আপনি আশিকানে রসূল এর সাথে মাদানী কাফিলাতে সফর করুন এবং এ সফরে মায়ের জন্য দু'আ করুন।

উক্ত মুবাল্লিগের হৃদয়কাড়া ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে ঐ চিন্তাগ্রস্থ যুবক সুন্নতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে সফর করলেন। সফরে মায়ের জন্য খুব দু'আ করলেন। যখন ঘরে ফিরে এসে মাকে দেখল তার খুশির সীমা রইলনা যে, মাদানী কাফিলার বরকতে তার মায়ের চোখের দৃষ্টি শক্তি পূনরায় ফিরে এসেছে।

لوٹنے رَحمتیں قافِلے میں چلو
سیکھنے سنّتیں قافِلے میں چلو
چشمِ بینا ملے سُکھ سے جینا ملے
پائو گئے راحتیں قافِلے میں چلو

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো,
ছিখনে সুন্নাতি কাফিলে মে চলো।
চশমে বীনা মিলে সুখ ছে জীনা মিলে,
পা-ওগে রাহাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ! মদীনার তাজদার, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالٰى عليه واٰله وسلَّم এর ফরমানে খুশবদার হচ্ছে, তিন প্রকারের দু'আ কবুল হয়। যেগুলো কবূল হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। ১। মাযলুমের (যার উপ অত্যচার করা হয়েছে) দু'আ। ২। মুসাফিরের দু'আ। ৩। আপন সন্তানের জন্য পিতার দু'আ। (জামিয়ি তিরমিযি, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৮০, হাদিস নং ৩৪৫৯)

সফর তো সফর , তাও যদি মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রসূলদের সাথে হয় সে সম্পর্কে কি আর বলবো। তাতে দু'আ কেন কবূল হবেনা। এ ঘটনা থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া গেল যে, ইনফিরাদী কৌশিশের মধ্যে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহনশীল হওয়া আবশ্যক। সম্মুখস্থ ব্যক্তি যদি বকা বকি করে বরং মারেও তবুও নিরাশ না হয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ জারী রাখুন। যদি আপনি রাগান্বিত হয়ে যান অথবা ছেলে মানুষের মত করেন, তাহলে দ্বীনের অনেক ক্ষতি করবেন। কখনো বুঝানো ত্যাগ করবেন না। কেননা বুঝানোতে অবশ্যই সফলতা বয়ে আনে আর কেনই বা বয়ে আনবেনা ২৭ পারার সুরা যারিয়াতের ৫৫ নং আয়াতে আমাদের পরম প্রিয় আল্লাহ তাআলার ফরমান,

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ-
এবং বুঝাও যেহেতু বুঝানো মুসলমানদের উপকার দেয়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

মাথা ব্যথার চিকিৎসা

কায়সারে রুম (রূম দেশের বাদশাহ) আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رضی اللہ تعالیٰ عنہ কে চিঠি লিখলেন, আমার দীর্ঘ দিনের মাথা ব্যথা, যদি আপনার কাছে এর কোন ঔষুধ থাকে তাহলে পাঠিয়ে দিন। হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رضی اللہ تعالیٰ عنہ তাঁর জন্য একটি টুপি পাঠিয়ে দিলেন। কায়সারে রুম যখনই ঐ টুপি পরিধান করতেন, তখনই তাঁর মাথা ব্যথা দূর হয়ে যেত এবং যখন মাথা থেকে টুপি নামিয়ে রাখতেন, তখন মাথা ব্যথা পূনরায় শুরু হয়ে যেত। তিনি খুবই আশ্চর্য্য হলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন ঐ টুপি খুলে দেখলেন, তখন তা থেকে একটি কাগজ বেরিয়ে আসল যাতে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم লিখা ছিল।

(আসরারুল ফাতিহা, পৃষ্ঠা ১৬৩, তাফসীরে কাবীর, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ১৫৫)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

بِسۡمِ اللّٰہ এর মাধ্যমে চিকিৎসার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে এও জানা গেল যে, যার মাথা ব্যথা হয় তিনি একটি কাগজে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم লিখে অথবা কারো মাধ্যমে লিখিয়ে সেটার তাবীয মাথায় বেঁধে নিন। লেখার নিয়ম এ যে, মুছে না যায় এমন কালি যেমন বল পেন ইত্যাদি দ্বারা লিখুন এবং بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم এর তিনটা م এর খালি বৃত্তকে (মাথাকে) সুস্পষ্টভাবে খোলা রাখুন। তাবীয লিখার নিয়ম হচ্ছে যে, আয়াত বা বাক্য লিখতে প্রত্যেক বৃত্তাকার অক্ষরের বৃত্ত খোলা থাকা অর্থাৎ এভাবে যেমন

ط، ظ، ه، ھ، ص، ض، و، م، ف، ق

ইত্যাদি। হরকত লাগানোর প্রয়োজন নেই। লিখে মোমযুক্ত (অর্থাৎ মোমে ভিজানো কাপড়ের টুকরা ভাজ করে নিন) বা প্লাস্টিক দ্বারা মুড়ে নিন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

অতঃপর কাপড়, রেক্সীন অথবা চামড়ার দ্বারা তাবীয তৈরী করে মাথায় বেঁধে নিন। যার মাথায় ইমামা শরীফ এর মুকুট সাজানোর সৌভাগ্য হয়েছে সে চাইলে ইমামা শরীফের টুপির মধ্যে সেলাই করে নিতে পারেন।

এভাবে ইসলামী বোনেরাও ওড়না অথবা বোরকার ঐ অংশে সেলাই করে নিন যা মাথার উপর থাকে। যদি পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকে তাহলে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। সোনা, রূপা অথবা যে কোন প্রকার ধাতুর খোলে তাবীয পরা পুরুষের জন্য জায়িয নেই বরং গুনাহ। অনুরূপভাবে যে কোন ধরণের ধাতু নির্মিত চেইন তাতে তাবীয থাকুক বা না থাকুক পুরুষদের পরা নাজায়িয ও গুনাহের কাজ। এভাবে সোনা, রূপা এবং স্টীল ইত্যাদি যে কোন প্রকার ধাতুর পাত অথবা শিকল যার উপর কিছু লিখা থাকুক বা না থাকুক এমন কি আল্লাহ এর মুবারক নাম বা কালিমায়ে তায়্যিবা ইত্যাদি খোদাই করা থাকে তা পরা পুরুষের জন্য নাজায়িয। মেয়েরা সোনা রূপার খোলে তাবীয পরতে পারবে।

অর্ধ মাথা ব্যথার ৬ টি মাদানী চিকিৎসা

১। যদি কারো অর্ধ মাথা ব্যথা হয়, তাহলে ১বার সূরাহ ইখলাস (পূর্বে ও পরে ১বার দুরূদ শরীফ) পড়ে ফুঁক দিন। প্রয়োজনে ৩ বার, ৭ বার অথবা ১১ বার এভাবে ফুঁক দিন। ১১ বার পড়া শেষ হওয়ার পূর্বেই ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ অর্ধ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

২। যখন ব্যথা হয় তখন শুকনো আদা (যা পাশারী অর্থাৎ বনাজী ঔষধালয় গুলোতে পাওয়া যায়) কে অল্প পানিতে ঘষে শুকনো আদার ঘষে যাওয়া অংশ কপালে মালিশ করলে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ অর্ধ মাথা ব্যথা দূর হয়েই যাবে।

৩। শুকনো ধনিয়ার কিছু দানা এবং অল্প কিসমিস ১টি মটকা/ মাটির কলসির ঠান্ডা বা সাধারণ পানিতে কয়েক ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পান করলে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে।

৪। গরম দুধে দেশী খাঁটি ঘি মিশিয়ে পান করলেও উপকার হয়।

৫। ডাবের পানি পান করলেও অর্ধ মাথা ব্যথা এবং পূর্ণ মাথা ব্যথা কমে আসে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

৬। হালকা গরম পানি বড় থালাতে রেখে তাতে লবণ দিয়ে উভয় পা কে ঐ পানিতে ১২ মিনিট রাখুন ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ ব্যথা সেরে যাবে। (প্রয়োজনে মেয়াদ কম বেশী করতে পারেন)

মাথা ব্যথার ৭টি মাদানী চিকিৎসা

১। لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ 0

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ "না তাদের মাথা ব্যথা হবে, না জ্ঞানে পরিবর্তন আসবে।" (পারা-২৭, আয়াত-১৯, সূরা-ওয়াকিয়া) এ আয়াতে কারীমা ৩ বার (পূর্বে ও পরে ১ বার দুরুদ শরীফ) পড়ে মাথা ব্যথা গ্রস্থ ব্যক্তিকে ফুঁক দিন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। (অনুবাদ করার প্রয়োজন নেই)

২। সূরা নাস ৭ বার (পূর্বে ও পরে ১বার দুরুদ শরীফ) পড়ে মাথায় ফুঁক দিন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করুন যদি এখনো মাথা ব্যথা অবশিষ্ট আছে বলে তাহলে পূনরায় এভাবে ফুঁক দিন। তারপরও যদি ব্যথা অনুভুত হয়। তাহলে ৩য় বার এভাবে ফুঁক দিন। পূর্ণ মাথা ব্যথা হোক ৩য় বারে দূর হয়ে যাবেই ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ

৩। যদি পূর্ণ মাথা বা অর্ধ মাথা ব্যথা হয়। তাহলে আসরের নামাযের পর সুরাতুত তাকাসুর ১ বার (আগে ও পরে ১বার দুরুদ শরীফ) পড়ে ফুঁক দিন ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

৪। জিহ্বায় এক চিমটি লবণ রেখে ১২ মিনিট পর এক গ্লাস পানি পান করে নিন। মাথায় যেমন ব্যথাই হোক না কেন দূর হয়ে যাবে। HIGH BLOOD PRESSURE অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপ সম্পন্ন রোগীর জন্য লবণ ব্যবহার করা ক্ষতিকর।

৫। এক কাপ পানিতে হলুদ মিশিয়ে সিদ্ধ করে পান করলে অথবা বাষ্প গ্রহণ করলে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথা দুর হয়ে যাবে (তরকারী ইত্যাদিতে হলুদ অবশ্যই ব্যবহার করবেন। যে কেউ প্রত্যেকদিন ১ গ্রাম (অর্থাৎ পূর্ণ ১ চিমটি) হলুদ খায় সে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ ক্যান্সার রোগ থেকে রক্ষা পাবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

৬। দেশী ঘিতে ভাজা গরম গরম জিলাপী সূর্য উঠার পূর্বে খেলে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথাতে উপশম হবে।

৭। হঠাৎ কখনো মাথা ব্যথা হলে। খানা খাওয়ার পরে ২টি ডিসপ্রিন পানিতে মিশিয়ে পান করে নিন, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ সুস্থ হয়ে যাবেন। (যে কোন প্রকার ব্যথার TABLET খানা খাওয়ার পরই সেবন করুন। নতুবা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

মাদানী পরামর্শ ঃ যদি ঔষধ দ্বারা মাথা ব্যথা দূর না হয়। তাহলে চোখ পরীক্ষা করিয়ে নিন। যদি দৃষ্টি শক্তি কম হয়ে যায়, তাহলে চশমা ব্যবহার করলে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। এরপরও যদি সুস্থতা না আসে। তাহলে BRAIN SPECIALIST (মস্তিস্ক বিশেষজ্ঞ) এর পরামর্শ নিন। এতে অলসতা করলে অনেক সময় বিরাট ক্ষতির সম্মূখীন হতে হয়।

নাক ফেটে রক্ত বের হওয়া রোগের চিকিৎসা

যদি কারো নাক ফেটে রক্ত প্রবাহিত হয়। তাহলে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কপালের উপর থেকে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم লেখা শুরু করে নাকের নিচের দিকে শেষ করুন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

ঔষধের ঘটনা

হযরত মুফতি আহমাদ ইয়ার খান رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন, যে রোগী بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পড়ে ঔষধ সেবন করবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ ঔষধ কার্যকরী হবে। একদা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালীমূল্লা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মোবারক পেটে তীব্র ব্যথা শুরু হলে তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করলেন। ইরশাদ হলো যে, জঙ্গলের অমুক গাছের শিকড় খাও। সুতরাং তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তা খাওয়ার সাথে সাথেই সুস্থ হয়ে গেলেন। কিছুদিন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

পর পূনরায় ঐ রোগে আক্রান্ত হলেন। হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালীমূল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ঐ গাছের শিকড় সেবন করলেন। কিন্তু ব্যথা কমার পরিবর্তে আরো বেড়ে গেল। আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, "ইয়া ইলাহী! এর রহস্য কি? ঔষধ এক কিন্তু এর প্রভাব দু'রকম। প্রথম বার এটা আরোগ্য দান করেছে আর এবার রোগ বৃদ্ধি করে দিল।" আল্লাহ ইরশাদ ফরমালেন যে, "হে মূসা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام! তখন তুমি আমার পক্ষ হতে শিকড়ের কাছে গিয়েছিলে আর এবার গেলে নিজের পক্ষ হতে। হে মূসা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام! আরোগ্য লাভ তো আমার নামের মধ্যেই রয়েছে। আমার নাম ব্যতীত দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তু প্রাণনাশক বিষ আর আমার নামেই এর চিকিৎসা বিদ্যমান।" (তফসীরে নঈমী, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-৪২)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ঔষধের উপর নয় আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন

জানা গেল যে, ভরসা ঔষধের উপর নয় বরং আল্লাহর উপর রাখা উচিত। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহলেই আরোগ্য পাবেন। অন্যথায় হতে পারে একই ঔষধ রোগ বৃদ্ধি হওয়ার কারণ হয়ে যাবে এবং সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে, একই ঔষধ দ্বারা এক রোগী আরোগ্য লাভ করছে পক্ষান্তরে ঐ ঔষধ যখন অন্য রোগী সেবন করে তখন তার বিপরীত প্রভাব (REACTION) পড়ে এবং আরো কঠিন রোগে আক্রান্ত হতে পারে অথবা পঙ্গু হয়ে যায় নতুবা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যখনই ঔষধ সেবন করবেন তখনই بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পড়ে নিন অথবা بسمِ اللهِ شافِى بسمِ اللهِ كافِى বলুন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

আত্মার সজীবতা

আল্লাহ তাআলা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালীমূল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলেন যে, দুনিয়া থেকে প্রত্যেক রুহই পিপাসার্ত হয়ে ফিরে যায়, ঐ রুহ ব্যতীত, যে بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم পড়েছে।

(আস্‌রারুল ফাতিহা, পৃষ্ঠা ১৬২)

সুন্দরভাবে পাঠ করার ফযীলত

শেরে খোদা হযরত আলী رضی اللہ تعالٰی عنہ থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم কে খুব সুন্দরভাবে পাঠ করল, আর তার (গুনাহ) ক্ষমা হয়ে গেল।" (শু'বুল ঈমান, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৫৪৬, হাদিস নং ২৬৬৭)

আল্লাহর নামের মধুরতা নাজাতের উপায়

এক পাপী ব্যক্তির মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নে তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল مَافَعَلَ اللّٰہُ بِکَ অর্থাৎ আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ আচরন করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, একবার আমি একটি মাদ্‌রাসার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন একজন পাঠক بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم পড়ল, এটা শুনে আমার অন্তরে আল্লাহর মধুর নামের প্রভাব পড়ল এমন সময় আমি অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনলাম আমি দুটি বস্তুকে একত্রিত করবনা (১) আল্লাহর নামের স্বাদ, (২) মৃত্যুর তিক্ততা।

(আনীসুল ওয়াযেযীন, পৃষ্ঠা ৪)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক ও তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ! এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর সম্মানীত নামের স্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি রহমতের ছায়ায় দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেয় এবং মৃত্যু তাঁর জন্য মুক্তি ও ক্ষমার সুসংবাদ নিয়ে আসে। আল্লাহর রহমত অনেক বড়, তিনি সুক্ষ্ম বিষয়েও দয়া প্রদর্শনকারী। দেখতে সামান্য মনে হলেও এমন আমলের সদকায় বড় বড় গুনাহগারকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

رَحمتِ حق "بَہا" نہ می جُوید
رَحمتِ حق "بَہانہ" می جُوید
রহমতে হক 'বাহা' না মি জু-য়াদ
রহমতে হক 'বাহানা' মি জু-য়াদ!
(আল্লাহর রহমত "বাহা"(অর্থাৎ মূল্য) চাইনা বরং
আল্লাহর রহমত " বাহানা তালাশ করে)

কিয়ামতের অনন্য দলীল

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন,"তাফসীরে আযীযী" এর মধ্যে بِسْمِ اللّٰه এর উপকারের বর্ণনায় লিখেছেন যে, একজন ওলী আল্লাহ رحمة الله تعالىٰ عليه তাঁর মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করেছিলেন যে, আমার কাফনে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم লিখে দিবে। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন যে, কিয়ামতের দিনে এটা আমার জন্য দলীল হবে। যার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আবেদন জানাব।

(তাফসীরে নঈমী, পারা-১ম, পৃষ্ঠা-৪২)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ملیگا دونوں عالَم کا خزانہ پڑھ لو بسم اللّٰہ
خدا چاہے تو ہو جنّت ٹھکانہ پڑھ لو بسم اللّٰہ
মিলেগা দোনো আলম কা খাযানা পড়লো বিসমিল্লাহ
খোদা চাহে তো হো জান্নাত ঠিকানা পড়লো বিসমিল্লাহ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد
تُوبُوا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

তুমি আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছো

হানাফী মাযাহাবের ফিকহ এর কিতাব সমূহের মধ্যে বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ "দুররে মুখতার" কিতাবে রয়েছে, এক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে এ ওসিয়ত করল যে, ইন্তিকালের পর আমার সীনা ও কপালে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم লিখে দেবে সুতরাং তাই করা হল। অতঃপর কেউ স্বপ্নে তাকে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইল। সে বলল যে, যখন আমাকে কবরে রাখা হলো, তখন আযাবের ফিরিশতাগণ আসলো, অতঃপর আমার কপালে যখন بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم লিখা দেখলো তখন বললো যে, তুমি আযাব থেকে বেঁচে গেছো। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, খন্ড ৩য়, পৃষ্ঠা ১৫৬)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

কাফনের উপর লিখার নিয়ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই কোন মুসলমানের মৃত্যু হয়, তখন بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم অবশ্যই লিখে দিন। আপনার সামান্যতম মনোযোগ বেচারার ক্ষমার মাধ্যম হয়ে যেতে পারে এবং ঐ ব্যক্তির সাথে সহানুভূতির কারনে আপনারও মুক্তির উপায় হতে পারে। হযরত আল্লামা শামী رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ বলেন, এমনও করা যেতে পারে যে, মৃত ব্যক্তির কপালে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم লিখে দিন এবং সীনার উপর

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہ صلی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

লিখে দিন। কিন্তু এগুলো গোসলের পর ও কাফন পরানোর পূর্বে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা লিখুন, কালি দ্বারা লিখবেন না। (রদ্দুল মুখতার খন্ড ৩য়, পৃষ্ঠা ১৫৭)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

জের/জবর/পেশ ইত্যাদি লাগানোর প্রয়োজন নেই। শাজারা অথবা আহাদ নামা কবরে রাখা জায়িয এবং উত্তম হচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তির সামনে কিবলার দিকে মাটিতে তাক বানিয়ে তাতে রেখে দেয়া বরং "দুররে মুখতার" এর মধ্যে কাফনে আহাদ নামা লেখা জায়িয বলেছেন এবং তিনি আরও বলেন যে, এর মাধ্যমে ক্ষমার আশা করা যায়। (বাহারে শারীআত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৮)

যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম

কিয়ামতের দিন আযাবের ফিরিশতাগণ এক ব্যক্তিকে ধরবেন। নির্দেশ দেয়া হবে যে, তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোন নেকী আছে কিনা খুঁজে দেখো? অতএব ফিরিশতা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তল্লাশী করে কোন নেকীর সন্ধান পাবেন না। অতঃপর ফিরিশতা তাকে বলবেন "এখন একটু জিহ্বাকে বের কর দেখি সেখানে কোন নেকী আছে কি না। যখন জিহ্বাকে বের করবে তখন তাতে সাদা অক্ষরে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم লেখা পাবেন। এমন সময় নির্দেশ দেয়া হবে "যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।" (নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ২৫)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

گنہگارو نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ
نظرِ رحمت پہ رکھو جنّتُ الفردوس میں جاؤ
গুনাহ্ গারো না ঘাবরাও না ঘাবরাও না ঘাবরাও
নযর রহমত পে রাখখো জান্নাতুল ফিরদাউস মে যা-ও!

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর করুণা তো এরূপ যে, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেয়। নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পড়েছিল যা কাজে এসে গেছে। নিষ্ঠার সাথে যে কাজ করা হয় তা ছোট হলেও অনেক

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

মর্যাদাশীল হয়। যেমন ইমামুল মুখলিসীন, সায়্যিদিল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর ফরমান হচ্ছে اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ অর্থাৎ আপন দ্বীনের উপর নিষ্ঠাবান হয়ে যাও। তাহলে সামান্য আমলই যথেষ্ঠ হবে।

(আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, খন্ড ৫ম, পৃষ্ঠা ৪৩৫, হাদিস নং ৭৯১৪)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী عليه رحمة الوالى এক বুযুর্গ থেকে বর্ণনা করেন "এক মুহূর্তের ইখলাস বা নিষ্ঠা চির দিনের মুক্তির উপায় কিন্তু ইখলাস বা নিষ্ঠা খুব কম পাওয়া যায়।" (ইহইয়াউল উলুম, খন্ড ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৩৯৯)

নির্ভেজাল আমলের পরিচয়

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَا م এর সঙ্গীগণ তাঁর عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَا م নিকট আরয করলেন, "কার আমল বিশুদ্ধ?" তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তির আমল বিশুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হবে, যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করে এবং এটা অপছন্দ করে যে, মানুষ তার আমলের প্রশংসা করুক। (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৪০৩)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

ইয়া আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তোমার একান্ত মুখলিস নবী সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَا م এর ওসিলায় আমাদেরকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। আমীন। হায়! নাফস ও শয়তানের হাতে হাত রেখে দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছি। আহ! আহ! উৎসাহ প্রদানের নামে যতক্ষন না আমাদের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

আমল ও দ্বীনী কাজ সমূহের প্রশংসা এবং বাহ্ বাহ্ দেয়া না হয়, ততক্ষণ আমাদের অন্তরে শান্তিই আসেনা।

مرا ہر عمل بس ترے واسطے ہو
کر اِخلاص ایسا عطا یاالٰہی

মেরা হার আমল বছ তেরে ওয়াসিতে হো
কর ইখলাছ এইছা আতা ইয়া ইলাহী।

বিপদ আপদ দূর হওয়ার সহজ ওযীফা

মাওলায়ে কায়েনাত শেরে খোদা হযরত আলী رضی اللہ تعالیٰ عنہ থেকে বর্ণিত, সমস্ত নবীদের সরদার হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم ইরশাদ করেছেন, "ওহে আলী رضی اللہ تعالیٰ عنہ আমি কি তোমাকে এমন বাক্য বলে দেবো না যা তুমি মুসীবতের সময় পড়বে" আরয করলেন, "অবশ্যই ইরশাদ করুন।" আপনার জন্য আমার জান কুরবান! সর্ব প্রকারের ভাল বিষয়গুলো আমি আপনার (হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم) কাছ থেকেই শিখেছি। ইরশাদ করলেন, "যখন তুমি কোন মুসীবতের সম্মুখীন হও, তখন এভাবে পাঠ কর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

অতএব এর বরকতে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যে সমস্ত বিপদ আপদকে ইচ্ছা করেন, দূর করে দিবেন। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলা লি ইবনি সুন্নী, পৃষ্ঠা ১২০)

সমস্যা সমাধান হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই অসুস্থতা, ঋণগ্রস্ততা, মামলা মুকাদ্দমা ও শত্রুর পক্ষ থেকে কষ্ট প্রদান, বেকারত্বতা/রোজগারহীনতা অথবা যে কোন ধরনের বিপদ হঠাৎ এসে পড়ে, কোন বস্তু হারিয়ে যায়, হোঁচট লাগলে, গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেলে, ব্যবসাতে ক্ষতি হয়ে গেলে, কোন কিছু চুরি হয়ে গেলে, মোটকথা ছোট বা বড় যে কোন ধরনের পেরেশানী আসলে তখন بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ وَلَاحَوۡلَ وَلَاقُوَّۃَ اِلَّابِاللّٰہِ الۡعَلِیِّ الۡعَظِیۡمِ পড়ার অভ্যাস গড়ে নিন। নিয়্যত পরিস্কার হলে উদ্দেশ্য সফল হবে (ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ)। সমস্যার সহজ সমাধানের জন্য এ আমল জরুরী যে, জুমার নামাযের পূর্বে গোসল করে পাক পরিস্কার পোষাক পরে একাকী অবস্থায় "یَا اَللّٰہُ" ২০০ বার (পূর্বে ও পরে ৩ বার দরুদ শরীফ) পড়ে নিন। যে কোন প্রকারের বিপদই হোক না কেন (ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ) দূর হয়ে যাবে অথবা যে কোন ধরনের জায়েজ উদ্দেশ্য পূরণ হবে। দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে অসংখ্য ইসলামী ভাইয়ের সমস্যা সমাধানের ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে।

নতুন জীবন

একজন শ্রমিকের কিডনী (KIDNEY) বিকল হয়ে গেল। আত্মীয় স্বজনেরা হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। তার এক অসৎ প্রকৃতির ভাগিনা তার সেবার জন্য আসল। মামাজান জীবনের শেষ প্রহর গুনছিল তা দেখে তার অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো এবং চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সে শুনেছিলো যে, দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে সফররত অবস্থায় দু'আ কবুল হয়। সুতরাং সে মাদানী কাফিলার সাথে সফরে চলে গেলো এবং খুবই ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্না করে মামাজানের সুস্থতার জন্য দু'আ করলো। যখন সফর থেকে ফিরে আসলো তখন মামাজান সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে এসেছেন এবং নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে হেঁটে হেঁটে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। এ রহমতপূর্ণ দৃশ্য দেখে ঐ যুবক পাপপূর্ণ জীবন থেকে তওবা করে নিলো এবং নিজেকে মাদানী রঙ্গে রাঙ্গিয়ে নিলো।

مرض گمبھیر ہو، گرچہ دِلگیر ہو
غم کے بادَل چھٹیں اور خوشیاں ملیں

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو
دل کی کلیاں کھلیں قافلے میں چلو
মরযে গম্ভীর হো, গরছে দিলগীর হো,
হো গী হাল মশকিলে কাফিলে মে চলো,
গমকে বাদল ছটে আওর খুশিয়া মিলে,
দিলকি গলিয়া খিলে কাফিলে মে চলো!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد
تُوبُوا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মনের গভীরতা থেকে যে দু'আ করা হয় তা কখনো বিফলে যায় না। আল্লাহর দরবারে যে দু'আই চাওয়া হোক তা অবশ্যই কবুল হয়ে যায় আর কেনই বা হবে না! আমাদের প্রাণ প্রিয় মহান আল্লাহর সত্য ঘোষনা হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- আমার নিকট দু'আ করো, আমি তা কবুল করবো। (সূরা-মুমিন, আয়াত-৬০, পারা-২৪)	اُدْعُوْنِیْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط

কুমন্ত্রণা

আল্লাহ কালামে মজীদে যখন নিজেই ইরশাদ করছেন যে, "আমার কাছে দু'আ করো আমি কবুল করবো।" কিন্তু অনেক সময়দু'আ কবুল হয়েছে তা প্রকাশ পায়না। যেমন দু'আ করা হলো, অমুক জায়গায় চাকুরী পাওয়ার জন্য কিন্তু পাওয়া গেলো না।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

কুমন্ত্রণার প্রতিকার

কবুল হওয়ার অর্থ বুঝে না আসার কারণে শয়তান কুমন্ত্রণা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে দু'আ কবুল হয়েই থাকে। দু'আ কবূল হওয়ার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। দু'আ কবুল হওয়ার ৩টি অবস্থা ঃ

(১) দু'আ কারী যা চেয়েছে তা তাকে দেয়া হয়নি। কেননা তার জন্য তা উপযুক্ত ছিলনা আর তিনি রহমানুর রহীম নিজ বান্দার জন্য যা উত্তম তাই প্রদান করেন।

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- এবং সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট কোন বিষয় অপছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হয়; এবং সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না। (সূরা-বাকারা, পারা-২, আয়াত-২১৬)	وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

(২) ঐ দু'আকারীর উপর কোন কঠিন বালা, মুসীবত আসার ছিল। যা তার পালনকর্তা ঐ কবুল না হওয়া দুআর পরিবর্তে দূর করে দিলেন। যেমন উদাহরণ স্বরূপ রবিবার মাগরিবের নামাযের পর মোটর সাইকেল দূর্ঘটনায় তাঁর পা ভাঙ্গার কথা ছিল এবং আসরের নামাযে সে দুআ করল ইয়া আল্লাহ অমুকের কাছে আমি ১০০০ টাকা পাব আজ মাগরিবের আগে যেন পেয়ে যাই। মাগরিবের নামায আদায় করলো না, এ দুআকারী মনে করলো যে, আমার দুআ কবুল হয়নি কিন্তু ঐ মূর্খের কি জানা ছিল যে, পাওনাদারের নিকট পৌঁছার পূর্বেই দূর্ঘটনায় তার পা ভাঙ্গার ছিল। কিন্তু ঐ দুআর বরকতে তা আর ভাঙ্গেনি।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

(৩) এই যে, যা চেয়েছে তা দেয়া হয়নি বরং ঐ দুআর বিনিময়ে আখিরাতে সাওয়াবের ভান্ডার দান করা হবে। যেমন হাদিসে পাকে রয়েছে, "যখন বান্দা আখিরাতে নিজের দুআ সমূহের সাওয়াব দেখবে যা দুনিয়াতে পায়নি, তখন সে আকাঙ্খা করবে, যদি এমন হতো দুনিয়াতে আমার কোন দুআই কবুল না হতো এবং সবগুলো এখানকার (অর্থাৎ আখিরাতের) জন্য জমা হয়ে যেতো। (আহসানুল বিআ, পৃষ্ঠা ২৭, ব্যাখ্য সম্বলিত পাদটীকা)

একটি হাদিসে পাকে রয়েছে, "যাকে দু'আর সামর্থ দেয়া হয়, বেহেশতের দরজা তাঁর জন্য খুলে দেয়া হয়"। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪১)

بِسْمِ اللّٰه এর প্রতি ভালবাসা পোষণকারীনি

একজন মুবাল্লিগ ইজতিমার মধ্যে بِسْمِ اللّٰه শরীফের ফযীলত বর্ণনা করছিলেন। একজন ইয়াহুদী মেয়ে بِسْمِ اللّٰه এর ফযীলত শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করে নিলো। তাঁর মুখে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এর ওযীফা জারী হয়ে গেলো। উঠতে বসতে, শয়নে জাগরনে, চলা ফেরায়, بِسْمِ اللّٰه সর্বদা পাঠ করতে লাগলো। এ কারণে মেয়েটির কাফির পিতা মাতা তাঁর উপর খুবই অসন্তুষ্ট হলো এবং বিভিন্ন ভাবে তাকে কষ্ট দিতে লাগলো। এমনকি ইসলামের প্রতি শত্রুতার কারণে আপন মেয়ের উপর যে কোন অভিযোগ আরোপ করে (مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ) (আল্লাহর পানাহ্) তাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে লাগল। অতএব একদিন তার পিতা (ঐ সময়কার বাদশাহের উযীর ছিল) রাষ্ট্রীয় মোহর যুক্ত একটি আংটি মেয়েকে রাখতে দিলো। সে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم বলে তা নিয়ে নিলো এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পড়ে পকেটে রেখে দিলো। রাতে যখন সে ঘুমিয়ে পড়লো। তখন তার পিতা পকেট থেকে তা নিয়ে নদীতে ফেলে দিলো। সাথে সাথে একটি মাছ তা গিলে ফেলল। সকালে একজন জেলে ঐ নদীতে জাল নিক্ষেপ করলে ঘটনাক্রমে ঐ মাছটিই জালে ধরা পড়লো। সে মাছটি নিয়ে উযীরকে উপহার দিল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

উযীর তা নিয়ে মেয়েকে রান্না করার জন্য দিলো। সে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم বলে মাছটি নিলো। যখন بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم বলে মাছটির পেট কাটলো। তখন তা থেকে এ আংটিটি বের হয়ে আসলো। সে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم বলে পকেটে রেখে দিলো আর মাছটি রান্না করে পিতার সমনে পেশ করল। খানা খাওয়ার পর যখন দরবারে অর্থাৎ রাজ সভায় যাওয়ার সময় হলো, তখন পিতা মেয়ের নিকট আংটিটি চাইল। সে بِسۡمِ اللّٰہ পড়ে পকেট থেকে তা বের করে দিলো। পিতা এটা দেখে আশ্চর্য্য ও হতভম্ব হয়ে গেলো আর এভাবে بِسۡمِ اللّٰہ শরীফের ভালবাসা পোষণকারীনীকে আল্লাহ হত্যা থেকে রক্ষা করলেন। (লামআনে সুফিয়া)

আল্লাহ (عَزَّوَجَلَّ) এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক ও তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

بِسۡمِ اللّٰہ লিখার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رضی اللہ تعالیٰ عنہ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم ইরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মানার্থে উত্তম অক্ষরে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم লিখলো, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবে।" (আদ্ দুররুল মানসূর, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত মওলানা শাহ আহমদ রযা খান رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ এর সম্মানিত পিতা হুজুর হযরত সায়্যিদুনা শাহ নকী আলী খান কাদিরী رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ১২৯৭ হিজরী যিলক্বদ মাসে বৃহস্পতিবার যোহরের সময় ইন্তিকাল করেন। তাঁর رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ জীবনের শেষ লিখা بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم ছিল। আলা হযরত رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ তাঁর ইন্তিকালের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

আবেগপূর্ণ দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "ইন্তিকালের দিন ফযরের নামায আদায় করে নিয়েছিলেন। অতঃপর তখনও যুহরের সময় বাকী ছিল, যখন তিনি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যু শয্যায় উপস্থিত লোকেরা দেখলেন যে তিনি চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে একের পর এক সালাম নিয়ে যাচ্ছিলেন। (অবস্থা দেখে এরূপ মনে হচ্ছিল যে, আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی এর পবিত্র রূহ সমূহ অভ্যর্থনার জন্য একত্রিত হচ্ছিল) যখন কিছু নিঃশ্বাস অবশিষ্ট রইলো তখন হাতদ্বয়কে ওযুর অঙ্গ সমূহে এমনভাবে বুলাচ্ছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওযু করছেন। এমন কি নাকও পরিস্কার করলেন।

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনি নিজ থেকেই বেহুঁশ অবস্থায় যোহরের নামায আদায় করলেন। যে সময় কামিয়াব রূহ দেহ থেকে পৃথক হলো, তখন আমি ফকীর শিয়রে উপস্থিত ছিলাম। মহান আল্লাহর শপথ! একটি সুন্দরতম আলো প্রকাশ্য দৃষ্টি গোচর হলো (অর্থাৎ যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন সবার দেখা সম্ভব হয়ে ছিল) যে, সীনা হতে আলো উঠে উজ্জল বিজলীর ন্যায় চেহারার উপর এরূপ চমকালো যেভাবে সূর্য্যের আলো আয়নায় প্রতিফলন ঘটে। এমতাবস্থায় তা অদৃশ্য হয়ে গেলো। এর সাথে সাথে শরীর থেকে রূহও বের হয়ে গেলো। তাঁর পবিত্র মুখের সর্বশেষ শব্দটি ছিলো আল্লাহ আর তাঁর পবিত্র হাতের লিখাটি ছিলো , بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم যা ইন্তিকালের দু'দিন পূর্বে তিনি رحمة الله تعالٰی علیه একটি কাগজে লিখেছিলেন। পরে আমি পীর ও মুর্শিদে বরহক رحمة الله تعالٰی علیه কে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি সম্মানীত আব্বাজানের মাযারে তাশরীফ আনলেন। আমি গোলাম আরয করলাম, হুযুর এখানে কেন? বললেন, "আজ থেকে বা এখন থেকে এখানেই থাকবো।"

(হায়াতে আলা হযরত, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা ৫০,৫১ মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক ও তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

عرش پر دھومیں مچیں وہ مومنِ صالح مِلا
فرش سے ماتم اٹھے وہ طیّب و طاہِر گیا

আরশ পর ধুমে মাচে উও মু'মিনে ছালেহ মিলা,
ফরশে ছে মাতম উঠে উও তায়্যিব ও তাহির গেয়া!
(হাদায়েখে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم লিখার মহান সাওয়াব পাওয়ার জন্য সম্ভব হলে কখনো কখনো ওযু অবস্থায় সুন্দর অক্ষরে কাগজ ইত্যাদিতে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم লিখুন। কিন্তু বে-আদবী পূর্ণ স্থানে কখনও লিখবেন না। দেওয়ালেও পবিত্র আয়াতগুলো বা বাক্যসমূহ লিখবেন না। কেননা লিখার অংশগুলো ধীরে ধীরে ঝরে মাটিতে পড়বে। অতএব মসজিদেও এ আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। আর যমীনের উপর লিখার ব্যাপারে তো আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم সম্পূর্নরূপে নিষেধ করে দিয়েছেন।

মাটির উপর লিখা

হুযুর পুরনূর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم একদিন এক জায়গা দিয়ে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। মাটির উপর কিছু লিখা ছিলো। তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم কাছে বসা ঐ যুবকের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কি লিখা হয়েছে?" সে বললো "بِسۡمِ اللّٰہِ"! বললেন, "এরূপ যে করে তার উপর লা'নত হোক! "بِسۡمِ اللّٰہِ" কে তার উপযুক্ত জায়গাতে রাখো।" (আদ্‌দুরুল মানসুর, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ২৯)

از خدا خواہیم توفیقِ ادب بے ادب مَحروم گَشت از فضلِ ربّ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

আয খোদা খায়াহীম তওফীকে আদব,
বে-আদব মাহরূমে গশ্‌ত আয ফযলে রব!

প্রত্যেক ভাষার অক্ষরের সম্মান করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যমীনের উপর যে কোনো ভাষার কোনো শব্দ লিখা উচিত নয়। অনেকেই মনে করেন ইংরেজি ভাষার আদব রক্ষা করার প্রয়োজন নেই। এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারনা। চিন্তা করে দেখুন ! যদি ইংরেজিতে ALLAH লিখা থাকে তাহলে কি আপনি এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন না? করবেন এবং অবশ্যই করবেন। আল্লাহর পানাহ্ এমন কি যদি অসম্মানের নিয়্যতে এর উপর পা রাখেন বা পদদলিত করেন তাহলে কাফির হয়ে যাবেন। বস্তুত ইংরেজি সহ পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষার অক্ষরকে সম্মান করা উচিত। তাফসীরে কবীর শরীফের, (১ম খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠায়) বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীতে সকল ভাষাই আল্লাহ প্রদত্ত। **প্রকাশ থাকে যে, যমীনের উপর যে কোন ভাষাতে লিখা নিশ্চয়ই অসম্মাজনক।**

আজকাল তো ট্রাফিক-পুলিশের পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শনের জন্য সড়ক সমূহের উপর অনেক লেখা দেখা যায়। এটা ভুল পদ্ধতি। আহ! যদি এমন হতো যে, এর পরিবর্তে বিভিন্ন রং এর মাধ্যমে (সবুজ রং ব্যতীত) বিভিন্ন চিহ্ন দ্বারা এই কাজটি করা হতো! দরজায় এমন পাপোষ রাখবেন না যাতে WELLCOME ইত্যাদি লিখা থাকে। আফসোস! আজকাল অক্ষর সমূহের আদব করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সাধারণত বিছানার চাদরে, ফোম এর গদির কভারের উপর কোম্পানীর নাম লিখা থাকে। (W.C) কমেটের উপর, সেন্ডেল বা জুতার ভিতরের অংশে বরং তলায় এবং কাপড়ের কিনারায় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাদি লিখা থাকে।

অনেক সময় সেলাই করা পায়জামার মধ্যে বসার স্থানে লেখা পাওয়া যায়। যা অনবরত বেয়াদবীর কাজ। বরং সবচেয়ে বেয়াদবী মূলক কাজ হলো লাল ইট ও ফ্লোর টাইলস এর নিম্নাংশে লিখা। ইট সমূহ ও ফ্লোর টাইল্‌স সমূহের লিখা গ্রান্ডার মেশিন দ্বারা ঘষে মুছে দেয়া যেতে পারে এবং অধিক পরিমানে ক্রয়কারী কারখানার মালিকের নিকট থেকে লিখাবিহীন তৈরী করাতে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

পারেন। কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করার মত আদব করার মাদানী যেহেন (মন মানসিকতা) কিভাবে সৃষ্টি হবে। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি দ্বারা সব কিছু সম্ভব। একদা (বাবুল মাদীনা) করাচীতে মাটির উপর রাখা একটি ইটের উপর লিখা দেখে সাগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ এর অন্তর অস্থির হয়ে গেল। তাতে "উমর" লিখা ছিল। ইট গোসলখানা, পায়খানা সহ প্রত্যেক জায়গার দেওয়াল ও মেঝেতে ব্যবহৃত হয়। এ কথা লিখতে গিয়ে অতীতের এমন একটি হৃদয় বিদায়ক স্মৃতি মনে পড়ে গেলো, যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

মদীনা শরীফের হৃদয় বিদায়ক স্মৃতি

মসজিদে নববী শরীফ عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পূর্বদিকে বাবে জিব্রাঈলের সামনে একটি পুরোনো গলি যা জান্নাতুল বকীর দিকে ছিল। ঐ পবিত্র গলিকে প্রেমিকগণ বেহেশতি গলি বলতেন। তাতে অনেক স্মৃতিচিহ্ন যেমন পবিত্র আহলে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পবিত্র ঘর সমূহ ইত্যাদি ছিল। বর্তমানে ঐ প্রাণপ্রিয় সত্যিকারের মাদানী গলীকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। ১৪০০ হিজরীর এক আনন্দ ঘন বিকালে (সাগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ) ঐ বেহেশতি গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। নর্দমার উপর একটি ঢাকনাতে আরবীতে লিখার উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম। সেটার উপর লোহার ঢালাইকৃত "মাজারিল মদীনা" লিখা ছিল। আমি ভালবাসার আগ্রহ নিয়ে ঐ লিখাটিতে চুমু খেলাম।

আর যে সকল বদনসীব আমার প্রিয় প্রিয় মদীনা عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র নামকে নর্দমার ঢাকনার উপর লিখিয়েছে তাদের জন্য আমার অন্তরে এরূপ ঘৃনার সৃষ্টি হলো তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। চুমু খেতে দেখে একজন ইয়ামনী বৃদ্ধ আমাকে বকা দিল, আমি মাথা নিচু করে দ্রুত সামনে অগ্রসর হয়ে গেলাম। এরপর কিছু দূর যেতে না যেতেই পিছন থেকে কারো সালামের শব্দ শুনে ফিরে দেখলাম যে, এক পাকিস্তানি লোক খুবই আবেগআপ্লুত ভঙ্গিতে এসে সাক্ষাৎ করলেন এবং আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, আমার

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

কাছে তিনি মাফ চেয়ে বলতে লাগলেন, "ঐ ইয়ামনি বৃদ্ধের আচরণে মনে কষ্ট নিবেন না।" তিনি আরো বললেন, "মসজিদে নববী শরীফে عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام। আপনার উপস্থিতির ধরণ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং আমি তখন থেকেই আপনার পিছু নিয়েছি। আপনার সকল কার্যকলাপকে তখন থেকেই পর্যবেক্ষণ করছি।

আপনি অনুগ্রহ করে আমার ঘরে অবস্থান করুন।" আমি বললাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার কাছে থাকার সুব্যবস্থা আছে।" বললেন, "কিছু খেয়ে যান।" বললাম, "তার আর এখন চাহিদা নেই।" বললেন, "আমার পক্ষ থেকে কিছু হাদিয়া গ্রহণ করুন।" আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম, "আমি অভাবগ্রস্থ নই, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার কাছে খরচাদি রয়েছে। বস্তুত, তিনি একজন ভাল ধারণা পোষণকারী লোক ছিলেন এবং তিনি আমার প্রতি খুবই ভালবাসা প্রদর্শন করলেন। যেহেতু আমার কাছে তিনি অপরিচিত ছিলেন কাজেই এরপর তাঁর সাথে আর কখনও আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আল্লাহ তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুক আর প্রত্যেক মুসলমানকে বেআদাবী হতে ও বেআদবের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করুক।

محفوظ خدا رکھنا سدا بے اَدَبوں سے
اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے اَدَبی ہو
মাহফুজে খোদা রাখনা ছাদা বে-আদবু ছে,
আওর মুঝছে ভী ছরজদ না কভী বে-আদবী হো!

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صَلَّی اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

অতি চালাক লোকের যুক্তি

আরবী ভাষায় "মদীনা" শব্দের অর্থ হচ্ছে শহর। এ কারণে নর্দমার ঢাকনাতে "মদীনা" লিখাতে ক্ষতি নেই।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

প্রেমিকের (জবাব)

আরবীতে শহর বুঝাতে "বালাদ" শব্দটিও প্রসিদ্ধ। মদীনায়ে মুনাওওয়ারা শহরের কর্তৃপক্ষ কেও বালাদিয়্যাহ বলা হয়। পরিশেষে এমন প্রিয় শব্দ "মদীনা" কে زادَهَااللّٰهُ شَرَفًا (অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর সম্মানকে বৃদ্ধি করুক) নর্দমার ঢাকনাতেই লিখার কথা কিভাবে বিবেকে আসলো? আরবী ভাষা ছাড়া উর্দূসহ পৃথিবীর যে কোন ভাষাতে যখন "মদীনা" বলা হবে তখন সকলেই এর দ্বারা "মদীনাতুন নবী علیٰ صاحِبِها الصلوٰۃُوَالسَّلام কেই বুঝবে । বরং বড় বড় ওলামায়ে কিরাম গণও মদীনায়ে মুনাওয়ারার علیٰ صاحِبِها الصلوٰۃُوَالسَّلام অনেক গুলো নাম রচনা করেছেন। তন্মধ্যে এককভাবে "মদীনা" শব্দকেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন আর এটাকে "মদীনাতুল মুনাওওয়ারা علیٰ صاحِبِها الصلوٰۃُوَالسَّلام এর ইতিহাস সম্বলিত কিতাব সমূহেও দৃষ্টিগোচর হয়।

যেমন আল্লামা নূরুদ্দীন আলী বিন আহমদ আস্ সামহুদী رحمۃ الله تعالیٰ علیه এর লিখিত "ওয়াফাউল ওয়াফা", ১ম খন্ড, ২২ পৃষ্ঠাতে মদীনা শরীফের অনেকগুলো নাম লিখেছেন। তন্মধ্যে একটি নাম "মদীনা"ও লিখেছেন। বস্তুত কোনো ভাবে নর্দমার ঢাকনার উপর "মদীনা" বরং আল মদীনা লিখা আশিকদের অন্তর সমর্থন করতে পারেনা। "আল মদীনা" যে কি, তা আশিকদের অন্তরই জানে। আশিকদের ইমাম, ইমামে আহলে সুন্নত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, পারওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, আশিকে মাহে নবুওওয়াত, মওলানা শাহ আহমদ রযা খান رحمۃ الله تعالیٰ علیه এর নিকট মদীনা علیٰ صاحِبِها الصلوٰۃُوَالسَّلام শরীফের গুরুত্ব পর্যবেক্ষণ করুন। যেমন তিনি বলেন–

نامِ مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیمِ خُلد
سوزشِ غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں

নামে মদীনা লে দিয়া চলনে লাগি নসীমে খুল্‌দ,
ছু-যশে গম কো হামনে ভী কেইছী হাওয়া বাতায়ী কিউ!

(হাদায়েকে বখশিশ)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আলা হযরত رحمة الله تعالىٰ عليه এর ভাইজান হযরত মাওলানা হাসান রযা খান رحمة الله تعالىٰ عليه এ ভাবেই আকাঙ্খা প্রকাশ করেন

رہیں اُن کے جلوے بسیں اُن کے جلوے
مِرا دل بنے یاد گارِ مدینہ

রাহে উনকে জলওয়া বছী উনকে জলওয়ে
মেরা দিল বনে ইয়াদগারে মদীনা (যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

কুমন্ত্রণা

নর্দমাতো নর্দমাই। এটার ঢাকনাতে চুমু দেয়া খুবই দোষনীয়।

কুমন্ত্রণার প্রতিকার

নর্দমার ঢাকনা উপরে থাকে, আবর্জনা থাকে ভিতরে। শুকনো ঢাকনাতে (যার উপর প্রকাশ্য কোন অপবিত্র বস্তুর চিহ্ন না থাকে) নাপাক বলার কোন কারণ হতে পারে না। অতএব মদীনাতুল মুনাওওয়ারায় على صاحِبِها الصلوٰةُ وَالسَّلام আল মদীনা লিখিত শুকনো ঢাকনাতে প্রেমে বিভোর হয়ে চুমু দেয়াকে পৃথিবীর ইসলামী জগতের কোন মুফতি নাজায়েয বলবেন না। মদীনার তাজদার, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلَّم এর পবিত্র ভুমির ঢাকনার উপর লিখা আল মদীনাকে চুমু দেয়া এবং প্রেমে বিভোর হয়ে শরীরকে দুলানো শুধু আশিকানে মদীনাগনের কাজ। প্রিয় প্রিয় মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلَّم এর আশিকগণ, মদীনা পাকের প্রেমিকগণ আর শময়ে বযমে রিসালাত জান উৎসর্গকারীগণ আনন্দে বলে উঠুন।

المدینہ سے ہمیں تو پیار ہے ان شآء اللہ اپنا بیڑا پار ہے

আল্ মদীনা ছে হামে তো পেয়ার হে
ইনশাআল্লাহ আপনা বেড়া পার হে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

মদপানকারীর ক্ষমা হয়ে গেছে

একজন পূণ্যবান ব্যক্তি নেশা করার কারণে নিজের ভাইকে কাছে ডেকে নিয়ে শাস্তি দিলেন, নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি ফিরে আসার সময় সে পানিতে ডুবে মারা গেল। যখন তাকে দাফন করা হল তখন ঐ রাতে ঐ পূণ্যবান ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন তাঁর মরহুম ভাই জান্নাতে বিচরণ করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তো মদ্যপায়ী ছিলে এবং নেশাবস্থায়ই তোমার মৃত্যু হয়েছে, তবে কি করে তোমার জান্নাত নসীব হলো?" সে বলতে লাগলো, "আপনার মার খাওয়ার পর যখন আমি ফিরে আসছিলাম তখন রাস্তায় একটি কাগজ দেখলাম, যাতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم লিখা ছিল। আমি ঐ কাগজটি উঠালাম এবং গিলে ফেললাম। তারপর পানিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করলাম। যখন কবরে পৌঁছলাম, তখন মুনকার নকীরের প্রশ্নের জওয়াবে আরয করলাম আপনারা আমাকে প্রশ্ন করছেন অথচ আমার পরওয়াদিগার এর পবিত্র নাম আমার পেটে বিদ্যমান রয়েছে। এরই মধ্যে অদৃশ্য হতে আওয়াজ আসল, صَدَقَ عَبْدِىْ قَدْ غَفَرْتُ لَه অর্থাৎ আমার বান্দা সত্য বলেছে, নিঃসন্দেহে আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" (নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ২৭)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক ও তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

تُوبُوا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

হায়! যদি এমন হতো প্রতিটি মুসলমান কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সুন্নত শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানকারী আশিকানে রসূলদের সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতো। প্রতিটি দরস ও প্রতিটি সুন্নতে ভরা ইজতিমাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

করার সৌভাগ্য অর্জন করতো এবং এজন্যে সত্যিকার ভাবে সত্য অন্তরে যথাসাধ্য চেষ্টা করতো। যেমন ঃ

ভাল নিয়্যতের পুরস্কার

একজন ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা "এটা ঐ সময়ের কথা যখন বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিন দিনব্যাপী সুন্নতে ভরা ইজতিমার প্রস্তুতি জোরে শোরে চলছিল। মাদানী কাফিলা গুলোকে আনার জন্য বিভিন্ন শহর থেকে বাবুল মদীনা করাচীতে আসার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা ছিল। ঐ সময় আমার এক আত্মীয় মারা গেল। কিছুদিন পর পরিবারের কেউ মারহুমকে স্বপ্নে দেখে যখন তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, তখন বলতে লাগলেন, আমি করাচীতে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণের নিয়্যতে বিশেষ ট্রেনের সীট বুক করেছিলাম। আর আল্লাহ তায়ালা আমার সঠিক নিয়্যতের ফলে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

رَحمتِ حق "بہانہ" می جوید　　رَحمتِ حق "بہا" نہ می جوید

রহমতে হক 'বাহা' না মি জুয়াদ
রহমতে হক 'বাহানা' মি জুয়াদ!
(আল্লাহর রহমত মূল্য চায়না বরং আল্লাহর রহমত " বাহানা তালাশ করে)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب!　　صلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

ভাল নিয়্যতের বরকত সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ভাল নিয়্যতের কিরূপ উচ্চ মর্যাদা রয়েছে, আমল করার সুযোগ না হওয়া সত্ত্বেও ইজতিমাতে অংশ গ্রহণের নিয়্যতকারী সৌভাগ্যবান ব্যক্তির ক্ষমা হয়ে গেছে। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رضی اللہ تعالٰی عنہ বলেন, "মানুষ কিছুদিনের আমলের কারণে নয় বরং ভাল নিয়্যতের কারণে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। (কীমিয়ায়ে সাদাত, খন্ড ২য়, পৃষ্ঠা ৮৬১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

মনে রাখবেন, নিয়্যত অন্তরের ইচ্ছাকেই বলে। অন্তরে ইচ্ছা না থাকা অবস্থায় শুধু হ্যাঁ বলাতে নিয়্যতের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। যেমন কাউকে বলা হলো যে, "কালকে আসবেন?" তিনি 'হ্যাঁ' বলে দিল। কিন্তু অন্তরে এই ইচ্ছা ছিল যে, "যাব না।"

তাহলে এটা মিথ্যা ওয়াদা হলো আর মিথ্যা ওয়াদা করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। যখন নবীয়ে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم তাবূকের যুদ্ধের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তখন বললেন, মদীনায়ে তায়্যিবাতে এমন কিছু লোক রয়েছে, আমরা যে উপত্যকা অতিক্রম করছি অথবা এমন জায়গা যা পদদলিত করার কারণে কাফিরদের রাগ আসে এছাড়া যখন আমরা কোন মাল খরচ করি বা আমরা ক্ষুধার্ত থাকি তখন তারা ঐ সকল বিষয়ে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করে, অথচ তারা মদীনায়ে মুনাওওয়াতে রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন, "ইয়া রাসুলূল্লাহ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم তা কিভাবে?" তারাতো আমাদের সাথে নেই। তিনি صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم বললেন, "তাদেরকে উযর অর্থাৎ অপারগতা বাধা প্রদান করে রেখেছে।" (তারা এই জন্য সাওয়াবের অধিকারী সাব্যস্ত হবে যে, অংশগ্রহণের পাকাপোক্ত নিয়্যত থাকা সত্ত্বেও অপরাগতার কারণে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি।)

(সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খন্ড ৯ম, পৃষ্ঠা : ২৪ ইত্যাদি)

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে, সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় উঠবে যে, তার সুগন্ধি কস্তুরীর চেয়েও অধিক সুগন্ধিময় হবে এবং যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করবে, সে কিয়ামতের দিন এভাবে উঠবে যে, তার গন্ধ মৃত লাশের চেয়েও অধিক দুর্গন্ধময় হবে। (মুছান্নিফে আবদুর রায্যাক, খন্ড ৪র্থ,পৃষ্ঠা ৩১৯, হাদীস নং-৭৯৩২, ইহইয়াউত তারাসীল, আরবী) হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী عليه رحمة الوالى কীমিয়ায়ে সা'আদাত এ হাদিসে পাক উদ্ধৃত করেন, তাজেদারে মদীনা হযরত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর আলীশান ফরমান, "যে ব্যক্তি এ নিয়্যতে ঋণ নেয় যে, ফিরিয়ে দেবেনা তাহলে সে চোর"

(আত্তারগীব ওয়াত্ তারহীব, খন্ড ২য়, পৃষ্ঠা ৬০২)

আল্লাহ তাআলার গোপন রহস্য

খোদায়ে রহমান এর রহমতের উপর কুরবান। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। কোন বান্দার সাথে তার কি গোপন রহস্য রয়েছে এটা কেউ জানেনা। যখন আল্লাহ দান করা শুরু করেন তখন প্রকাশ্য খুবই ছোট আমল এর বিনিময়ে জান্নাতের সর্বোচ্চ নে'মতসমূহ দ্বারা পুরস্কৃত করে থাকেন এবং যখন কাউকে ধরে নিতে ইচ্ছে হয় তখন যে কোন একটি ছোট্ট গুনাহের কারণে ধরে ফেলে। অতএব বান্দার উচিত যে, যে কোন নেকীর কাজ পরিত্যাগ না করা, গুনাহ থেতে সর্বদা নিজেকে রক্ষা করা এবং সর্বাবস্থায় রব্বে যুলজালাল এর অমুখাপেক্ষীতাকে ভয় করা। হযরত আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে জাওযী رحمة الله تعالىٰ عليه বর্ণনা করেন,

লোমহর্ষক ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رحمة الله تعالىٰ عليه নিজ সাথীদের সাথে বসেছিলেন। এমন সময় লোকেরা একজন নিহত ব্যক্তিকে টেনে হেচঁড়ে তাঁদের পাশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সায়্যিদুনা হাসান বসরী رحمة الله تعالىٰ عليه যখন মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখলেন তখন একেবারে বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। যখন হুশ আসলো, তার কারন জানতে চাইলে তখন তিনি বললেন, এই নিহত ব্যক্তি কোন এক সময় খুব বড় ইবাদতকারী এবং দুনিয়া বিমুখ ছিলো। উপস্থিত সকলের কৌতুহল হলো, ও 'বললেন, "ইয়া সায়্যিদি! আমাদেরকে বিস্তারিত ঘটনা বলুন।" বললেন, এই আবিদ একদিন নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হলে। তখন রাস্তায় এক ঈসায়ী যুবতীর দিকে তার দৃষ্টি পড়লো আর হঠাৎ করে তার অন্তরে প্রেমের আগুন জ্বলে উঠলো এবং ঐ যুবতীর ফিতনায় পড়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি শর্ত দিল যে, "খৃষ্টান হয়ে যাও"। কিছুদিন ঐ আবিদ নিজেকে সামলে রাখলো।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

কিন্তু অবশেষে যৌন তাড়নায় পাগল হয়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে গেলো। যখন সে এসে ঐ যুবতীকে এই সংবাদ দিলো তখন সে আগের মত পাল্টে নিলো এবং ধিক্কার দিয়ে বললো, "ওহে বদনসীব! তোর ভিতর কোন কল্যাণ নেই। তুই যখন নিজের ধর্মের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস, তখন অন্য কারো সাথে বিশ্বাস রক্ষা করবি কি ভাবে? ওহে বদবখত! তুই যৌন তাড়নায় পাগল হয়ে সারা জীবনের ইবাদত ও রিয়াযত বরং নিজের ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করে দিয়েছিস। শুনে রাখ! তুই ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়েছিস। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গেছি।" এটা বলে সে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করলো। কেউ শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "এটা কিভাবে তোর মুখস্ত হলো?" বললো "আসল কথা এ যে, স্বপ্নের মধ্যে আমি জাহান্নামে প্রবেশ করছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ একজন সম্মানিত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলেন এবং আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ভয় করোনা! তোমার জায়গায় ঐ ব্যক্তিকে বিনিময় স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে অকৃতকার্য প্রেমিক আমার স্থানে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এসে গেলো। অতঃপর ঐ সম্মানিত ব্যক্তি আমাকে জান্নাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি এই লিখা দেখলাম–

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং মূল লেখা তাঁরই নিকট রয়েছে। (পারা ১৩, সূরা-আররা'দ, আয়াত ৩৯)	يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ۝

এরপর তিনি আমাকে সূরা ইখলাস মুখস্ত করিয়ে দিলেন। যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন এটা আমার মুখস্ত ছিল। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন, ঐ ভাগ্যবতী রমণী তো মুসলামান হয়ে গেলো। কিন্তু এই দূর্ভাগা আবিদ যৌন তাড়নায় পরাজিত হয়ে মুরতাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগী হওয়ার পর আজ তাকে হত্যা করা হয়েছে। نَسْأَلُ لِلّٰهَ الْعَافِيَةَ অর্থাৎ (আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি)। (বাহরুদ্দুমূ অধ্যায়-১৬, পৃষ্ঠা ৭৬)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর অমুখাপেক্ষীতা ও তাঁর (গোপন) রহস্য সম্পর্কে সর্বদা ভয় করা উচিত। আমাদের মধ্যে কেউ জানিনা যে, আমাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে কি হবেনা? আহ! আহ! আল্লাহর শপথ! আমরা দুনিয়াতে জন্ম নিয়ে খুবই কঠিন পরীক্ষাতে পড়ে গেছি। এ ব্যাপারে তো জানোয়ার ও কীট পতঙ্গই ভাল রয়েছে। কেননা এদের ঈমান হারাবার কোনো ভয় নেই, মৃত্যু যন্ত্রণা, কবর ও হাশরের ভয়াবহতার আশংকা নেই, নেই জাহান্নামের আযাবের কোনো ভয়।

کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہُوا ہوتا
قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا
آہ! سَلبِ ایماں کا خوف کھائے جاتا ہے
کاش! میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا
آہ! کثرتِ عِصیاں ہائے خوف دوزخ کا
کاش! اِس جہاں کا میں نہ بَشَر بنا ہوتا

কাশ কে মাই দুনিয়া মে পায়দা না হুয়া হোতা,
কবর ও হাশর কা সব গম খতম হো গেয়া হোতা।
আহ! ছলবে ঈমান কা খওফ খায়ে যা-তা হায়,
কাশ! মেরী মা নে হী মুঝকো না জনা হোতা।
আহ! কসরতে ইছইয়া হায়ে খওফে দোযখ কা,
কাশ! ইছ জাহা কা মাই না বশর বানা হোতা।

আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। আমাদেরকে তাঁর প্রতি সর্বদা ভয় রাখা উচিত। ঈমান হিফাযতের ব্যাপারে কখনো অলসতা করা উচিত না। অসৎ সঙ্গের মধ্যে ধ্বংসই ধ্বংস আর সৎ সঙ্গ ও নেককার লোকদের সাথে ভালবাসা ও সম্পর্ক রাখাতে সবদিক থেকে নিরাপত্তা রয়েছে। কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে যে সারা জীবন সম্পৃক্ত থাকে তার উপর ঐ রহমত বর্ষিত হয় যা শ্রবণকারীরা শুনে অবাক হয়ে যায়। যেমন–

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

মদীনার মুসাফির

বাবুল মদীনা (করাচী) এর নয়াবাদের একজন দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগে বয়ান তার নিজের ভাষায় উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন, "আমার সম্মানিত পিতা হাজী আবদুর রহীম আত্তারী যার বয়স কম বেশী সত্তর বছর ছিল। জীবনের প্রথম দিকে দুনিয়ার রং তামাশায় মত্ত ছিলেন। এরপর اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে তাঁর জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে গেলো। ১৯৯৫ সালে যখন ২য় বার হজ্জের সৌভাগ্য হলো তখন তাঁর খুশী দেখার মত ছিল। যতই যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হচ্ছিল ততই খুশী বাড়তে লাগলো।

অবশেষে তাঁর খুশীর মেরাজের সময় নিকটবর্তী হলো। রাত ৪ টায় এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় নির্ধারিত ছিলো। সারারাত আনন্দ ও খুশীতে প্রস্তুতির মধ্যে মগ্ন ছিলেন। মেহমানে ঘর পরিপূর্ণ ছিল। প্রায় ৩ টা বাজে ইহরামের কাপড় পাশে রেখে নিজের ঘরে শুয়ে গেলেন। আমিও শুয়ে গেলাম। ১৫ মিনিটের মত হয়েছে হয়তো। আমার কামরার দরজায় করাঘাত হলো। হঠাৎ করে উঠে দরজা খুললাম। তখন সামনে আমার মা পেরেশান অবস্থায় দাঁড়িয়ে বললেন, তোমার বাবার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি দ্রুত গতিতে পৌঁছলাম। তখন আব্বাজান অস্থির হয়ে ছটফট করছিলেন। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার বললেন যে, হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। ঘরে আহাজারী শুরু হয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পর মদীনা শরীফের জন্য বের হওয়ার কথা আর এখন আব্বাজানের এ কি অবস্থা হলো? আফসোস! উড়োজাহাজ আব্বাজানকে নেয়া ছাড়াই মদীনা শরীফের দিকে উড়ে গেলো। আব্বাজান ৫ দিন পর্যন্ত হাসপাতালে রইলেন। এরই মধ্যে আরো ৪ বার HEART ATTACK হলো। কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দাওয়াতে ইসলামীর বরকতে জ্ঞান থাকা অবস্থায় তাঁর এক ওয়াক্তের নামাযও কাযা হয়নি, যখন নামাযের সময় হতো, তখন কানে কানে বলে দেয়া হতো নামায পড়ে নিন। তৎক্ষণাৎ চোখ খুলতেন। তায়াম্মুম করিয়ে দেয়া হতো আর তিনি দূর্বলতার কারণে ইশারায় নামায আদায় করতেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

শেষ বারের ATTACK এ পুনরায় বেহুশ হয়ে গেলেন। ইশার আযান হলো চক্ষুদ্বয় মিট মিট করতে লাগলো। তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে আরয করলাম, "আব্বাজান নামাযের জন্য তায়াম্মুম করিয়ে দিবো? ইশারায় বললেন, "হ্যাঁ।" اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি তায়াম্মুম করিয়ে দিলাম। আর আব্বাজান আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধে নিলেন। কিন্তু পুনরায় বেহুঁশ হয়ে গেলেন। আমরা ভয় পেয়ে দৌড়ে ডাক্তারকে ডেকে পাঠালাম। তাকে দ্রুত I.C.U তে নিয়ে যাওয়া হল। কিছুক্ষন পর ডাক্তার এসে বললেন যে, আপনার আব্বাজান খুবই সৌভাগ্যবান, কেননা তিনি উচ্চ আওয়াজে

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم

পাঠ করতে করতে ইন্তিকাল করেছেন।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْن ۝

(সূরা বাকারা, পারা ২য়, আয়াত ১৫৬) একজন সায়্যিদজাদা মরহুম আব্বাজানকে গোসল দিলেন। যেহেতু আব্বাজানের অভ্যাস ছিল আঙ্গুলের মধ্যে গণনা করে যিকর করা। অতএব তাঁর আঙ্গুল ঐ অবস্থায় ছিল যেন তিনি কিছু পাঠ করছেন। বার বার আঙ্গুলগুলো সোজা করে দেয়া হলো। কিন্তু পূনরায় ঐ অবস্থা হয়ে যাচ্ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ অনেক ইসলামী ভাই জানাযায় অংশগ্রহণ করলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার বড় ভাইয়েরও আব্বাজানের সাথে হজ্জে যাওয়ার কথা ছিল। বড় ভাই হজ্জের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হলেন। তিনি বললেন, আমি মদীনায়ে মুনাওয়ারাতে হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর বরকতময় দরবারে কেঁদে কেঁদে আরয করলাম যে, আমার মরহুম আব্বাজানের অবস্থা আমার নিকট প্রকাশিত হোক। যখন রাত্রে শুয়ে পড়লাম তখন স্বপ্নে দেখলাম যে, আব্বাজান رحمة الله تعالىٰ عليه ইহরাম পড়া অবস্থায় তাশরীফ আনলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি ওমরার নিয়্যাত করার জন্য (মদীনা শরীফ) এসেছি। তুমি স্মরণ করেছ তাই এসে গেছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি খুব ভাল আছি।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

পরের বছর আমার ভাতিজা মসজিদুল হারাম শরীফের ভিতর কাবাতুল্লা শরীফের সামনে দাদাজানকে অর্থাৎ আমার আব্বাজান মরহুম হাজী আবদুর রহীম আত্তারীকে জাগ্রত অবস্থায় পাশে নামায আদায় করতে দেখলো। নামায শেষ করে অনেক খোঁজাখুজি করলো। কিন্তু পেলো না।

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক ও তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

مدینے کا مسافرِ سندھ سے پہنچا مدینے میں
قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں

মদীনে কা মুসাফির ছিন্দ ছে পাহুঁচা মদীনে মে,
কদম রাখনে কি নওবত ভী না আঈ থি ছফীনে মে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

আল্লাহ নিজের পবিত্র নামের সম্মান কারীদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন এবং পুরস্কার ও করুণার বারি ধারা বর্ষন করে থাকেন। এটাও তাঁর গোপন রহস্য যে, কঠিন গুনাহগার মদ্যপায়ীকে প্রকাশ্য ছোট নেক আমালের কারণে সন্তুষ্ট হয়ে তওবার সামর্থ দান পূর্বক ওলীয়ে কামিল বানিয়ে দেন।

মদ্যপায়ী ওলী হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رحمة الله تعالٰى عليه তওবা করার পূর্বে অনেক বড় মদ্যপায়ী ছিলেন। তিনি رحمة الله تعالٰى عليه একবার মদের নেশায় বিভোর হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, রাস্তায় এক টুকরা কাগজের উপর তার দৃষ্টি পড়লো, যাতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم লিখা ছিল। তিনি رحمة الله تعالٰى عليه সম্মান পূর্বক কগজটি উঠিয়ে নিলেন এবং আতর কিনে সেটাকে সুগন্ধিময় করে একটি উচুঁ জায়গায় আদব সহকারে রেখে দিলেন। ঐ রাতে এক বুযুর্গ رحمة الله تعالٰى عليه স্বপ্নে শুনলেন কেউ যেন তাকে বলছেন, "যাও বিশরকে বলে দাও যে, তুমি আমার নামকে সুবাসিত করেছো, সেটাকে সম্মানের উদ্দেশ্যে উচুঁ জায়গায় রেখেছো। এজন্য আমিও তোমাকে পবিত্র করে দেবো।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

ঐ বুযুর্গ মনে মনে চিন্তা করলেন, বিশর তো মদ্যপায়ী, স্বপ্নে আমি ভুল দেখেছি। সুতরাং তিনি ওযু করে নফল নামায পড়লেন এবং পূনরায় শুয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও একই স্বপ্ন দেখলেন, আর এটাও শুনলেন যে, আমার এই পয়গাম বিশর এর প্রতি। যাও তাঁকে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও।

তাই ঐ বুযুর্গ رحمة الله تعالىٰ عليه হযরত বিশর رحمة الله تعالىٰ عليه কে খুঁজতে বের হলেন। তিনি জানতে পারলেন বিশর মদের আড্ডায় রয়েছেন। তিনি সেখানে পৌঁছে বিশরকে ডাক দিলেন। লোকেরা বলল, বিশরতো নেশায় বিভোর রয়েছেন। তিনি বললেন, তাঁকে গিয়ে যে কোন ভাবে বলো যে, এক ব্যক্তি আপনার কাছে কোন এক পয়গাম নিয়ে এসেছেন এবং তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ ভিতরে গিয়ে তাঁকে খবর দিলো। হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رحمة الله تعالىٰ عليه বললেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করো তিনি কার পয়গাম নিয়ে এসেছেন।

ঐ বুযুর্গ رحمة الله تعالىٰ عليه কে জিজ্ঞেস করাতে বললেন, আল্লাহর পয়গাম নিয়ে এসেছি। যখন বিশর رحمة الله تعالىٰ عليه কে এ কথা বলা হলো তখন তিনি আন্দোলিত হয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ খালি পায়ে বাইরে চলে আসলেন। আল্লাহ তায়ালার পয়গাম শুনে সত্যিকার অন্তরে তওবা করলেন এবং এরূপ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গেলেন যে, হক মুশাহাদা বা পর্যবেক্ষণের আধিক্যের কারণে খালি পায়ে থাকতে লাগলেন। এজন্য তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه হাফী (অর্থাৎ খালি পা ওয়ালা) উপাধীতে ভূষিত হয়ে গেলেন।

(তাযকিরাতুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৬৮)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

আদবকারী ভাগ্যবান, বেআদব দুর্ভাগা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু আল্লাহর নাম লিখা কাগজের টুকরার সম্মান করাতে একজন কঠিন গুনাহগার ও মদ্যপায়ী ওলী আল্লাহ হয়ে গেলেন। তাহলে যাদের অন্তরে রব্বুল আনাম এর নাম খোদাইকৃত এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে পরিপুর্ণ ঐ সকল পবিত্র আত্মা সমূহদের প্রতি আদবের কারণে আমরা গুনাহগার আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়াতে কেন সৌভাগ্যশালী হবো না? এছাড়া সকল আওলিয়া, আম্বিয়ার আকা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কিরূপ পছন্দনীয় হবে। নিঃসন্দেহে কোন সম্মানীত ব্যক্তির নামের প্রতি সম্মান, সাওয়াব ও প্রতিফল পাওয়ার উপযোগী।

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رحمة الله تعالىٰ عليه আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত এর নামকে সম্মান করেছেন তাই মর্যাদা পেয়েছেন, তাহলে আজকে আমরা যদি রসূলে পাক صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর পবিত্র নামের সম্মান করি, যেখানে শুনতে পাই চুমু খেয়ে চোখে লাগাই, তাহলে কেনইবা সম্মান পাবো না? হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رحمة الله تعالىٰ عليه ও যখন আল্লাহর নাম দেখলেন সেটাকে আতর লাগালেন তখন তিনি পবিত্র হয়ে গেলেন। যেখানে সরকারে কায়িনাত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর আলোচনা হয় সেখানে যদি আমরা গোলাপ জল ছিটাই তাহলে কেন পবিত্র হব না?

کیا مہکتے ہیں مہکنے والے
عاصیو! تھام لو دامن اُن کا
بُو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے
وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

কিয়া মেহেকতে হে মেহেকনে ওয়ালে,
বুপে চলতে হে ভটকনে ওয়ালে।
আ-ছিউ! থামলো দামন উন্‌কা,
উও নেহী হাত ঝটকনে ওয়ালে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

জানোয়ারেরাও ওলীর সম্মান করে

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رحمة الله تعالىٰ عليه সর্বদা খালি পায়ে থাকতেন এবং যতদিন পর্যন্ত বাগদাদ শরীফে তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত কোন চতুস্পদ জানোয়ার তাঁর চলার পথে মলমূত্র ত্যাগ করতো না। আর তা শুধুমাত্র সম্মান ও আদবের কারণেই। কেননা হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رحمة الله تعالىٰ عليه সেখানে খালি পায়ে চলাফেরা করতেন।

একদিন একটি চতুস্পদ জানোয়ার রাস্তায় মল মূত্র ত্যাগ করল। তখন সেটার মালিক তা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন যে, হয়তো আজকে হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رحمة الله تعالىٰ عليه এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে, নতুবা এই জানোয়ার রাস্তায় মলমূত্র ত্যাগ করতো না। সত্যিই কিছুক্ষণ পর তিনি শুনলেন যে, হযরতে বিশর হাফী رحمة الله تعالىٰ عليه এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে।

(আহসানুল ভিআ হতে সংকলিত, পৃষ্ঠা ১৩৭)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

جو کہ اِس دَر کا ہوا خَلقِ خُدا اُس کی ہوئی
جو کہ اِس دَر سے پھرا اللہ اُس سے پھر گیا
ٹھوکریں کھاتے پھرو گے اِن کے دَر پر پڑ رہو
قافلہ تو اے رضاؔ اوّل گیا آخر گیا

জো কে ইছ দরকা হোয়া খলকে খোদা উছ কি হোয়ী
জো কে ইছ দর ছে ফিরা আল্লাহ উছ সে ফির গেয়া

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

ঠোকরে খাতে ফিরোগে ইন কে দরপর পড় রাহো
কাফিলে তো আয় রযা আউয়াল গেয়া আখির গেয়া।

ভালবাসা পোষণকারীদেরও ক্ষমা

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رحمة الله تعالىٰ عليه এর ইন্তিকালের পর কাসিম বিন মুনাব্বিহ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ অর্থাৎ আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন, "শুধু তোমাকে নয় বরং তোমার জানাযায় যে সকল লোক অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকেও আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।" তখন আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহ! আমাকে যারা ভালবাসবে তাদেরকেও ক্ষমা করে দাও।" তখন আল্লাহর রহমতের সমুদ্রের ঢেউ উঠল এবং ইরশাদ হলো, "কিয়ামত পর্যন্ত যারা তোমাকে ভালবাসবে, তাদের সকলকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।" (শরহুস সুদুর, পৃ-২৮৯)

اَعمال نہ دیکھے یہ دیکھا'
ہے میرے ولی کے در کا گدا
خالق نے مجھے یوں بخش دیا'
سبحٰن اللّٰہ سبحٰن اللّٰہ

আ'মাল না দেখে ইয়ে দেখা, হে মেরে ওলী কে দরকা গদা।
খালিক নে মুঝে ইউ বখ্‌শ দিয়া, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم কে সম্মান করার বরকতে সায়্যিদুনা বিশর হাফী رحمة الله تعالىٰ عليه এর মর্যাদা এরূপ বৃদ্ধি পেল যে, তাঁর বরকতে আমরাও এই সৌভাগ্য লাভ করছি। জ্বী হ্যাঁ! আল্লাহর দরবারে আবেদন করে তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের ক্ষমা লাভের সুসংবাদও প্রদান করলেন। এতে আমাদের তকদীরও পাল্টে গেল। কেননা আমরা সকল ওলী

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

আল্লাহকে ভালবাসি এবং ওলীয়ে কামিল হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رحمة الله تعالىٰ عليه কেও ভালবাসি।

بِشرِ حافی سے ہمیں تو پیار ہے
ان شآء اللہ اپنا بیڑا پار ہے
ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے
ان شآء اللہ اپنا بیڑا پار ہے

বিশরে হাফী সে হামে তো পিয়ার হে,
ইনশা আল্লাহ আপনা বেড়া পার হে।
হাম কো ছারে আউলিয়া সে পিয়ার হে,
ইনশা আল্লাহ আপনা বেড়া পার হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

এখন যমীন থেকে পবিত্র কাগজ উঠানোর ফযীলত শুনুন এবং আনন্দে মেতে উঠুন।

বরকতময় কাগজ উঠানোর ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন মাওলায়ে কায়েনাত শেরে খোদা হযরত আলী رضی الله تعالىٰ عنه হতে বর্ণিত যে, দো-জাহানের সুলতান হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلَّم এর ফরমানে ফযীলত নিশান হচ্ছে, "যে কেউ যমীন থেকে এমন কাগজ উঠিয়ে নেবে যাতে আল্লাহর নাম সমূহ হতে কোন নাম (লিখা) থাকবে, তাহলে আল্লাহ ঐ উত্তোলনকারী ব্যক্তির নামকে (রূহ সমূহের সবচেয়ে উচু স্থান) ইল্লিয়্যীন এ উচুঁ স্থান দিবে এবং তার মাতা-পিতার আযাব কমিয়ে হালকা করে দিবে যদিও তার মাতা পিতা কাফির হোক।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড ৪র্থ, পৃষ্ঠা ৩০০)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

মুফতিয়ে আজম এর কাগজ ও হরফের প্রতি সম্মান

তাজদারে আহ্‌লে সুন্নত, শাহযাদায়ে আলা হযরত, হযরত সায়্যিদুনা মওলানা আলহাজ্ব মুহাম্মদ মোস্তফা রযা খান رحمة الله تعالىٰ عليه যিনি "হুযুর মুফতিয়ে আজমে হিন্দ" নামে প্রসিদ্ধ, তিনি সাদা কাগজ ও একক হরফেরও সম্মান করতেন। কেননা এগুলো কুরআন, হাদিস ও শরীয়তের কথাবার্তা লিখার কাজে আসে। ১৩৯১ হিজরী সনে ভারতের বান্দা শহরের দারুল উলুম রব্বানিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় দস্তরবন্দী অনুষ্ঠানে হুযুর মুফতিয়ে আজমে হিন্দ رحمة الله تعالىٰ عليه তশরীফ আনেন। গাড়ি থেকে নেমে দু'এক কদম চলার পর তাঁর দৃষ্টি উর্দূ ভাষায় লিখিত কিছু পুরনো ফাটা কাগজের উপর পড়ল। তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه সাথে সাথে তা মাটি থেকে তুলে নিলেন এবং বললেন, কাগজে লিখিত ও আরবী হরফের সম্মান করা উচিত। এটা এ জন্য যে, এগুলোতে কুরআনে পাক, হাদিসে পাক এবং তফসীর ইত্যাদি লিখা হয়।"

(মুফতিয়ে আজম কি ইসতিকামাত ও কারামাত, পৃষ্ঠা-১২৪)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার ওসিলায় আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা হোক।

হুযুর মুফতিয়ে আজম হিন্দ এবং দুঃখীদের দুঃখ লাঘব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! হুযুর মুফতিয়ে আজমে হিন্দ رحمة الله تعالىٰ عليه এর আদবের জযবা আর যে ব্যক্তি শুধু বর্ণমালা (ALPHABETS) নয় এমনকি সাদা কাগজেরও সম্মান করবেন তাহলে তিনি মুসলমানের সম্মানের হকের প্রতি কতইনা খেয়াল রাখতেন! যেমন হুযুর মুফতিয়ে আজম رحمة الله تعالىٰ عليه মুসলমানের দুঃখ দূর্দশা দূর করার ক্ষেত্রে ও মুসলমানের মন খুশি করার ক্ষেত্রে তিনি নিজের তুলনা নিজেই। মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া থেকে তিনি সর্বদা বেঁচে থাকতেন। তাদের উপকার

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

করতে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। আর কেনইবা আগ্রহী হবেন না, যার নিকট ছিল মাদানী আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর অসীম প্রেম আর ভালবাসা। রাসুল صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর বাস্তবধর্মী ইরশাদ হচ্ছে,

خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاس

অর্থাৎ "সেই উত্তম মানুষ যে মানুষদের অধিক উপকার সাধন করেন।"
(আল্লামা সুয়ুতী কৃত জামে সগীর, পৃ: ২৪৬, হাদীস নং-৪০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত)

এই হাদীসে পাক এর উপর আমল করার একটি মাদানী ঝলক পেশ করার মধ্য দিয়ে একটি আশ্চর্য্য ধরনের অমূল্য ঘটনা শুনুন। "হুযুর মুফতিয়ে আজম رحمة الله تعالىٰ عليه ভারতের ঝারকান্ট, জমশেদপুর ধুকতি টিকা, মাদরাসায়ে ফয়জুল উলুম এর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মেহমান হন। ফেরার সময় হলে রেলওয়ে ষ্টেশনে যাওয়ার জন্যে হুযুর মুফতিয়ে আজম হিন্দ رحمة الله تعالىٰ عليه রিক্সায় চড়ে বসে ছিলেন।

এমন সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরজ করল, হুযুর! অমুক ব্যক্তি পেরেশানীতে খুবই কষ্টে আছে, দয়া করে একটি তাবীয দিয়ে দিন। মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ কলম সম্রাট হযরত আল্লামা এরশাদুল কাদেরী সাহেব ঐ ব্যক্তিকে বললেন, গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেছে আর তুমি এই মুহুর্তে তাবীজের কথা বলছ? হুযুর মুফতিয়ে আজম رحمة الله تعالىٰ عليه আল্লামা সাহেবকে ঐ ব্যক্তিকে বাধা দিতে নিষেধ করলেন।

আল্লামা সাহেব আরজ করলেন. হুযুর! গাড়ি হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এই কথায় হুযুর মুফতিয়ে আজম হিন্দ رحمة الله تعالىٰ عليه আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয়ে এবং দুঃখী উম্মতের অন্তর খুশি করার জন্য অস্থির হয়ে যে উত্তর দিলেন তা সোনালী অক্ষরে লিখে রাখার মত। তিনি বললেন, "গাড়িকে চলে যেতে দিন, অন্য ট্রেনে পরে চলে যাবো। কাল কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করে যে, তুমি আমার অমুক বান্দার পেরেশানীতে কেন সাহায্য করনি?

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

তখন আমি কি উত্তর দিব?" এই বলে তিনি রিক্সা থেকে সমস্ত মালামাল নামিয়ে ফেললেন।

(মুফতিয়ে আজমে হিন্দ কি ইসতিকামাত ও কারামত, পৃ : ১২০, ১২১)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা হোক।

خیالِ خاطرِ اَحباب چاہئے ہر دم
انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینے کو

খায়ালে খাতিরে আহবাব চাহিয়ে হার দম
আনিস ঠেস না লাগ যায়ে আ-বৃগীনে কো

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد
تُوبُوا اِلَی الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

পবিত্র কাগজের বরকত

হযরত সায়্যিদুনা মানসূর বিন আম্মার رحمة الله تعالٰی علیه এর তওবার কারণ এটাই ছিল যে, একদা তিনি রাস্তায় ১ খানা কাগজের টুকরো পেলেন। যাতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم লেখা ছিল। তিনি তা সম্মানের সাথে কোথাও রাখার উপযুক্ত জায়গা না পেয়ে তা গিলে ফেললেন। রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন, "কেউ বলছেন, "এ পবিত্র কাগজের প্রতি সম্মান দেখানোর কারণে আল্লাহ তোমার জন্য জ্ঞানের দরজা খুলে দিয়েছেন।" (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৪৮)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ **এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।**

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم লেখা কাগজকে তুলে নিয়ে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারীকে আল্লাহ তওবা করার সামর্থ দান করে বিলায়াত (আল্লাহর নৈকট্য) এর মর্যাদা দান করে আওতাদে এর মহান সম্মানে ভূষিত করলেন। যেমন, বাহজাতুল আসরার শরীফে বর্ণিত রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবূ বকর বিন হাওয়ার رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ বলেন, ইরাকের আওতাদ ৭ জন (১) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মারুফ কারখী (২) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (৩) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ বিশর হাফী (৪) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মানসূর বিন আম্মার (৫) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জুনাইদ (৬) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ সাহল বিন আবদুল্লাহ তুসতারী এবং (৭) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুর কাদির জিলানী رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ

আমাদের গাউসে আযম رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ তখনও জন্ম গ্রহণ করেননি। কাজেই এ গায়বের খবর শুনে আরয করা হলো, "আবদুল কাদির জিলানী কে?" হযরত সায়্যিদুনা শায়খ হাওয়ার رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ এর উত্তরে বলেন, এক আজমী (অনারবী) শরীক হবেন। (আরব বাসীরা সায়্যিদজাদাগণকে "শরীফ" আর "হাবীব" বলে থাকেন এবং জনাবের স্থলে "সায়্যিদ" শব্দ ব্যবহার করা হয়।) উদ্দেশ্য এই যে, একজন অনারবী সায়্যিদ সাহিব যিনি বাগদাদ শরীফে বসতি স্থাপন করবেন। তাঁর প্রকাশ ৫০০ হিজরী সনে হবে এবং তিনি رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ সিদ্দীকীনদের (অর্থাৎ আওলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু স্তরের) মধ্যে হবেন। "আওতাদ" ঐ মহান ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি দুনিয়ার সরদার ও জমীনের কুতুব হবেন।

(বাহাজাতুল আসরার অনুদিত ৩৮৫, প্রগ্রেসিভ বুকস)

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

যমীনের কোন অংশের অর্থাৎ শহর ইত্যাদির পরিচালনার দায়িত্ব যে ওলী আল্লাহর উপর অর্পিত হয় তাঁকে কুতুব বলা হয়।

চারটি দু'আর ঘটনা

বিসমিল্লাহ শরীফ লিখিত কাগজের প্রতি সম্মানের বরকতে হযরত সায়্যিদুনা মনসুর বিন আম্মার رحمة الله تعالىٰ عليه এর নাম বড় বড় আউলিয়াগণের মধ্যে গণনা শুরু হলো। তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه নেকীর দাওয়াতের চারিদিকে সাড়া জাগালেন। অসংখ্য মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর رحمة الله تعالىٰ عليه বয়ান শুনতে আসতেন। একবার তাঁর ইজতিমাতে কোন হকদার ব্যক্তি ৪টি দিরহামের জন্য আবেদন করলেন। তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه ঘোষণা করলেন, "এ ব্যক্তিকে যে ৪ টি দিরহাম প্রদান করবে, তার জন্য আমি চারটি দু'আ করবো।"

সে সময় ঐদিক দিয়ে একজন গোলাম যাচ্ছিল। তখন কামিল ওলীর দয়াপুর্ণ আওয়াজ শুনে তার পা স্থির হয়ে গেলো। তার কাছে যে ৪টি দিরহাম ছিল তা সে ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিলো। হযরত সায়্যিদুনা মানসূর رحمة الله تعالىٰ عليه বললেন, বলো কোন ৪টি দুআ করাতে চাও? সে আরয করলো, (১) আমি যাতে গোলামী থেকে মুক্তি পেয়ে যাই। (২) আমি যাতে ঐ দিরহাম গুলোর বিনিময় পেয়ে যাই। (৩) আমার এবং আমার মুনিবের যাতে তওবা নসীব হয়। (৪) আমার, আমার মুনীবের, আপনার এবং এখানে উপস্থিত সকলের যেন গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। হযরত সায়্যিদুনা মানসূর বিন আম্মার رحمة الله تعالىٰ عليه হাত তুলে দু'আ করে দিলেন।

গোলাম নিজের মুনীবের কাছে দেরীতে পৌঁছল। মুনীব দেরী করার কারণ জানতে চাইলে সে পুরো ঘটনা বর্ণনা করল, মুনীব জিজ্ঞাসা করলো, "প্রথম দুআ কি ছিলো?" গোলাম বললো, আমি আ'রয করেছিলাম, "দু'আ করুন যাতে আমি গোলামী থেকে মুক্তি পেয়ে যাই।" এটা শুনে মুনীবের মুখ থেকে তখনই বেরিয়ে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

গেলো "যাও তুমি গোলামী থেকে মুক্ত"। মুনীব বললো, দ্বিতীয় দু'আ কি করেছিলে? বললো, "যে ৪টি দিরহাম দিয়েছিলাম তার বিনিময় যেন পায়।" মুনীব বলে উঠলো, "আমি তোমাকে ৪টি দিরহামের পরিবর্তে ৪ হাজার দিরহাম দিলাম।" পূনরায় জিজ্ঞাসা করলেন "তৃতীয় দু'আ কী ছিল?" বললো, "আমার ও আমার মুনীবের যেন গুনাহ্ হতে তওবা করার সামর্থ লাভ হয়।" এটা শুনতেই মুনীবের মুখে ইসতিগফার জারী হয়ে গেলো আর বলতে লাগলো, "আমি আল্লাহর (عَزَّوَجَلَّ) দরবারে সকল গুনাহ্ থেকে তওবা করছি।"

আর ৪র্থ দু'আ টিও বলে দাও। বললো, "আমি আবেদন করেছি যে, আমার, আমার মুনীবের, আপনার এবং ইজতিমাতে উপস্থিত সকল ব্যক্তির গুনাহ সমূহ যেন ক্ষমা হয়ে যায়।" এটা শুনে মুনীব বললো, তিনটি কথা যা আমার আয়ত্বে ছিলো। তা আমি করে দিয়েছি। ৪র্থ অর্থাৎ সকলের গুনাহ ক্ষমার বিষয়টি আমার আয়ত্বের বাহিরে। ঐ রাতেই মুনীব স্বপ্নের মধ্যে কাউকে বলতে শুনলেন, "যা তোমার ইখতিয়ারে ছিলো তা তুমি করে দিয়েছ আর আমি "আরহামুর রাহিমীন" তোমাকে, তোমার গোলামকে, মানসুরকে এবং সকল উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"(রাওযুর রিয়াহীন, পৃষ্ঠা ২২২,২২৩)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসিলায় আমাদের ক্ষমা হোক।

دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

দুআয়ে ওলী মে উও তা-সিরো দেখী
বদলতি হাজারো কি তকদীর দেখী

মাটির ভাঙ্গা পেয়ালা

সিলসিলায়ে আলিয়া, নকশবান্দীয়ার মহান পেশাওয়া হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দীদে আলফে সানী رحمة الله تعالىٰ عليه একদিন পাবলিক টয়লেট পরিস্কারের জন্য মেথরের রাখা ময়লা মিশ্রিত কোণা ভাঙ্গা মাটির একটি বড় পেয়ালা দেখলেন। মনোযোগ সহকারে যখন দেখলেন, তখন অস্থির হয়ে উঠলেন, কেননা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

ঐ পেয়ালার উপর "আল্লাহ" শব্দটি খোদাইকৃত ছিলো। ঝাপ দিয়ে পেয়ালাটা তুলে নিলেন এবং খাদিমকে দিয়ে পানির ঢাকনাযুক্ত দস্তা লাগানো বদনা আনিয়ে নিজের পবিত্র হাতে খুব মেজে ঘষে ভালভাবে পরিস্কার করে সেটাকে পবিত্র করে নিলেন। এরপর একটি সাদা কাপড়ে জড়িয়ে আদব সহকারে উচুঁ স্থানে রেখে দিলেন, তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه ঐ পেয়ালা দিয়ে পানি পান করতেন। একদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর رحمة الله تعالىٰ عليه উপর ইলহাম করা হলো। "যেভাবে তুমি আমার নামের সম্মান করেছো, আমিও দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার নামকে উচুঁ করবো।" তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه বললেন, "আল্লাহর পবিত্র নামের আদব করাতে আমার ঐ স্থান অর্জিত হয়েছে যা ১০০ বছরের ইবাদত ও রিয়াযতে অর্জিত হতো না।"

(হাযরাতুল কুদুস হতে সংকলিত, দফতর ২য়, পৃষ্ঠা ১১৩, মুকাশাফা নম্বর ৩৫)

সাদা কাগজেরও সম্মান

সিলসিলায়ে আলিয়া, নকশবান্দীয়ার মহান পেশাওয়া হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ সারহিন্দী (যিনি মুজাদ্দীদে আলফে সানী رحمة الله تعالىٰ عليه নামে প্রসিদ্ধ) সাদা কাগজের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه একদিন নিজের বিছানার উপর বসা ছিলেন। হঠাৎ অস্থির হয়ে নীচে নেমে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, "মনে হচ্ছে এ বিছানার নীচে কোনো কাগজ আছে।"

(যুবদাতুল মাকামাত, পৃষ্ঠা ১৯২)

পথ চলার সময় কাগজ পত্রকে লাথি মারবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেলো, সাদা কাগজেরও সম্মান রয়েছে। আর কেনইবা থাকবেনা, এতে যে কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী কথা-বার্তা লিখা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বর্ণনাকৃত ঘটনাতে হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দীদে আলফে সানী رحمة الله تعالىٰ عليه এর এটি প্রকাশ্য কারামাত ছিল যে, বিছানার নীচের কাগজ নিজ চোখে প্রকাশ্যভাবে না দেখা সত্ত্বেও তার জানা হয়ে গেল এবং তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه নীচে নেমে গেলেন যাতে গোলামদেরও কাগজ পত্রের সম্মানের শিক্ষা লাভ হয়। বাহারে শারীআত এ রয়েছে, কাগজ দ্বারা ইসতিনজা করা নিষিদ্ধ।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

যদিও তাতে কিছু লেখা না থাকে কিংবা আবু জাহল এর মত কাফিরের নামও লিখা থাকে। (খন্ড ২য়, পৃষ্ঠা ১১৪, মদীনাতুল মুরশিদ বেরেলী শরীফ হতে মুদ্রিত)

যেহেতু আবূ জাহল শব্দের সকল বর্ণমালা ا، ب، و، ج، ه، ل কুরআনের। এ জন্য লিখিত শব্দ "আবূ জাহল" এর (ব্যক্তি আবূ জাহলের নয় বরং) বর্ণসমূহের মর্যাদা রয়েছে। সে কারণে তা অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত জায়গায় ফেলা ও তাতে জুতা রাখা ইত্যাদির অনুমতি নেই। এ থেকে ঐসব লোক শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা খবরের কাগজ কে প্যাকেট (ব্যাগ) হিসাবে ব্যবহার করেন এবং এরপর مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ ঐ খবরের কাগজ অবমাননাকর বিভিন্ন জায়গায় যেমন مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ ঘরের ময়লা ফেলার পাত্রে, গলি সমূহে, পায়ের নীচে নিষ্পেষিত হয়ে আবর্জনার স্তুপে গিয়ে পৌঁছে।

এছাড়া অনেকের এমন অহেতুক অভ্যাস রয়েছে যে, পথ চলার সময় রাস্তায় পড়ে থাকা লেখাযুক্ত খালী প্যাকেট, খবরের কাগজ ইত্যাদিকে مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ লাথি মেরে থাকে। অথচ এতে অনেক সাওয়াবতো রয়েছে যে, লেখাযুক্ত কাগজপত্র ইত্যাদি তুলে নিয়ে সম্মানীত স্থানে রেখে দেয়া অথবা পানিতে ফেলে দেয়া। যাহোক লাথি মারা এদিক সেদিক নিক্ষেপ করা, খবরের কাগজ বা লেখাযুক্ত কাগজপত্র দিয়ে মেঝ বা বাস্ন ইত্যাদি পরিস্কার করা, হাত মোছা, এগুলোর উপর পা রাখা, এছাড়া খবরের কাগজ ইত্যাদি বিছিয়ে সেগুলোর উপর বসা হতে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী।

পেন্সিল বা কলমের চাঁচা (কর্তনকৃত) অংশ

বাহারে শারীআত এ রয়েছে, নতুন কলমের ছাঁচা অংশ (অর্থাৎ গাছ, বাঁশ দ্বারা যে কলম তৈরী করা হয়, তা ছেঁচে বানানোর সময় যে ছাঁচা অংশ বের হয়) এদিক সেদিক ফেলা যেতে পারে কিন্তু ব্যবহৃত কলমের ঐ ছাঁচা অংশ, যা ঐ কলম দিয়ে লেখা অবস্থায় মাঝে মাঝে চাঁচা হয়, এমন জায়গায় ফেলবেন না যাতে এর সম্মান বিনষ্ট হয়। (যখন ছাঁচাকৃত অংশের সম্মান রয়েছে তাহলে স্বয়ং ব্যবহৃত ঐ কলমের কতটুকু মর্যাদা হবে এটা প্রত্যেক বিবেকবান মাত্রই বুঝতে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

পারছেন। এছাড়া যে কাগজে আল্লাহর পবিত্র নাম লেখা থাকে তাতে কোন বস্তু রাখা মাকরুহ আর যে থলিতে আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ লেখা থাকে, তাতে টাকা পয়সা রাখা মাকরুহ নয়। খাওয়ার পর হাত বা আঙ্গুল কাগজ দিয়ে পরিস্কার করা মাকরুহ। (বাহারে শরীআত, খন্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১১৯, মদীনাতুল মুরশিদ বেরেলী হতে মুদ্রিত, আলমগীরী)

টিস্যু পেপার দিয়ে হাত পরিস্কার করা, যেখানে বিনামূল্যে ঢিলা ইত্যাদি পাওয়া না যায় সেখানে টয়লেট পেপার দ্বারা লজ্জাস্থান পরিস্কার করার অনুমতি উলামায়ে কিরাম প্রদান করেছেন। কেননা এটা এ কাজের জন্যই প্রযোজ্য, এতে কিছু লিখা হয়না। পক্ষান্তরে কাগজ লেখার জন্যই তৈরী করা হয়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

কালির ফোঁটার প্রতি সম্মান

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ হাশিম কাশমী رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন, আমি সিলসিলায়ে আলিয়া নকশবান্দীয়ার মহান পেশাওয়া হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দীদে আলফে সানী رحمة الله تعالىٰ عليه এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه লেখার কাজ করছিলেন। লিখার মাঝখানে টয়লেটে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে পানির বদনা আনিয়ে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর পবিত্র নখ ধুয়ে নিলেন। অতঃপর পূনরায় টয়লেটে গেলেন।

পরে যখন ফিরে আসলেন, তখন বললেন, "টয়লেটে যখনই বসলাম তখন আমার দৃষ্টি বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখের উপর পড়লো যাতে কলম চেক করা (অর্থাৎ তা ঠিক আছে কি না) দেখার সময় অর্থাৎ কলম লিখার কাজের উপযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার সময় এর কালির ফোটা নখে লেগেছিলো। যেহেতু কালি এ কলমেরই ছিলো। যা দিয়ে কুরআনের হরফ সমূহ (আরবী ভাষার সবগুলো হরফ এবং ফার্সী ও উর্দুর অধিকাংশ হরফ) লেখা হয়, এজন্যে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গলীতে লেগে থাকা এ ফোঁটাসহ সেখানে বসা আদাবের পরিপন্থি ছিলো। অথচ প্রস্রাবের ভীষণ বেগ ছিলো কিন্তু ঐ কষ্টের মোকাবিলায় এই

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

বেআদবীর কষ্ট খুব বেশি অনুভূত হলো। অতএব তৎক্ষনাৎ বাইরে এসে কালির ফোঁটা ধুয়ে পূনরায় গেলাম।

(যুবদাতুল মাকামাত, পৃষ্ঠা-১৮০)

দেওয়ালে পোষ্টার লাগাবেন না

আল্লাহ! আল্লাহ! সিলসিলায়ে আলিয়্যাহ নকশ বান্দিয়্যার মহান পেশওয়া হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দীনে আলফে সানী رحمة الله تعالىٰ عليه কলমের কালির ফোটারও এরূপ সম্মান করতেন আর অপরদিকে আজকাল আমাদের অবস্থা এরূপ যে, লেখার সময় লেগে যাওয়া কালির চিহ্ন সমূহ প্রায় ধুয়ে নর্দমায় প্রবাহিত করা হয় এবং ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার পর কলম ও এর বিভিন্ন অংশগুলো প্রথমে ময়লার পাত্রে ফেলা হয় এরপর আবর্জনার স্তুপে নিক্ষেপ করা হয়। ব্ল্যাক বোর্ডে চক দিয়ে সাধারণ লেখাতো দূরের কথা, অনেক সময় পবিত্র হাদিস সমূহ লিখাও সঙ্কোচহীন ভাবে ডাষ্টার দিয়ে মোছা চকের গুঁড়োর আদবের প্রতি আমরা মোটেই খেয়াল করি না।

বান্দার হকের ব্যাপারে পরওয়া না করে দেওয়ালে "চিকা" মারা হয় এবং দ্বীনী ও দুনিয়াবী লেখা বিশিষ্ট পোষ্টার, হ্যান্ডবিল, ব্যানার ও অন্যান্য সাইন বোর্ডও মানুষের ঘরে বা দোকান ইত্যাদির দেয়ালে মালিকের অনুমতি ব্যতীত লাগিয়ে দেয়া হয়। এই কাজটি মালিকের অপছন্দনীয় হলে তা হবে হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। আর সকলেই জানে যে, দেয়ালে লাগানো দ্বীনী পোষ্টারের শেষ পরিণতি হচ্ছে টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে, এতে বেয়াদবী সংঘঠিত হয়। একথা ভাবতেই অন্তর আত্মা কেঁপে উঠে। আহ্! যদি এমন হতো! পোষ্টার আঠা দিয়ে লাগানোর পরিবর্তে মোটা কাগজে লাগিয়ে বা আর্ট পেপারে ছাপিয়ে সঠিক স্থানে টাঙ্গিয়ে দেয়ার প্রচলন হয়ে যেতো এবং প্রয়োজন শেষে তা খুলে নেয়া হতো। অনুরূপভাবে প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাওয়ার পর ব্যাজ ও ব্যানারসমূহ নামিয়ে নেয়া উচিত। অন্যথায় ছিড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

পত্রিকা বিক্রি করবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল প্রায় পত্রিকাতে مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ (আল্লাহরই পানাহ্) بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم আয়াতে কারীমা, হাদিসে পাক ও ইসলামী বিষয় বস্তু লেখা থাকে আর লোকেরা সামান্য পয়সার জন্য এগুলো পাঠ শেষে অকেজো হিসেবে বিক্রি করে দেয়। আফসোস! শত কোটি আফসোস! এ ধরনের পত্রিকা সমূহ অপবিত্র নালা নর্দমায় দেখা যায়। আহ! যদি এমন হতো! পূতপবিত্র পাতাগুলোর সম্মান করা আমাদের নসীব হতো। আমার জাগ্রত হৃদয়ের ইসলামী ভাইয়েরা! দয়া করে দুনিয়ার অতি সামান্য নিকৃষ্ট টাকা লাভের জন্য অকেজো হিসেবে পত্রিকাগুলো বিক্রি করার পরিবর্তে সমুদ্রে কিংবা নদীতে ডুবিয়ে আসুন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানের সফলতা অর্জিত হবে।

আমার ব্যবসায়ী ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারাও আল্লাহ তাআলা ও তাজদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর ভালবাসা ও সম্মানার্থে পত্রিকাসমূহ দিয়ে জিনিসপত্র বাঁধার কাজে ব্যবহার করা হতে বিরত থাকুন। অনেকে দ্বীনী বিষয়াবলী আলাদা করে অবশিষ্ট পত্রিকা প্যাকেট ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহার করে মনকে এভাবে সান্ত্বনা দেন যে, আমি কোন বেআদবী করিনি। এমন লোকদের সমীপে আবেদন, জমাকৃত পত্রিকাসমূহ সমূদ্রে বা নদীতে ডুবিয়ে দিন কেননা খবর হোক কিংবা ছায়াছবির পাতা হোক সবগুলোর বিভিন্ন জায়গায় ইসলামী নাম থাকে আর এগুলোতে প্রায়ই "আল্লাহ ও মুহাম্মদ" নামও উল্লেখ থাকে। যেমন আবদুল্লাহ আবদুর রহমান গোলাম মুহাম্মদ ইত্যাদি। বাংলা, উর্দু বা সিন্ধী, ইংরেজী হোক বা হিন্দী প্রত্যেক ভাষায় মুদ্রিত প্রতিটি পত্রিকাতে পবিত্র নাম সমূহ লিখা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বরং পৃথিবীর সকল ভাষায় বর্ণমালা ALPHABETS এর সম্মান করা উচিত। কেননা তাফসীরে সাবী শরীফের প্রণেতার বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ভাষাই আল্লাহ প্রদত্ত। (তাফসীরে সাবী শারীফ, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ৩০)

অতএব এগুলোকে পানিতে রেখে দেয়ার মধ্যেই নিরাপত্তা রয়েছে। আল্লাহ এরূপ সম্মান করার বিনিময় অবশ্যই দান করবেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

আমার সম্মানীত পিতা একজন মানসিক রোগী

একদা সাগে মদীনা (লিখক) এর নিকট একটি যুবক আসলেন আর বলতে লাগলেন যে, আমি আমার পিতার জন্য দু'আ করাতে চাই যাতে তাঁর মস্তিস্ক BRAIN ঠিক হয়ে যায়। তিনি মানসিক রোগী। তাঁর মাথায় একটি খেয়ালই চেপে বসেছে আর তা হচ্ছে তিনি পত্রিকা, লিখিত কাগজ পত্র রাস্তা হতে কুঁড়িয়ে নেন এবং তা জমা করে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে আসেন। আমার টাকা পয়সাও ব্যবহার করেন না। আমি বিষয়টা বুঝে গেলাম। আমি ঐ যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সরকারী কর্মচারী, তিনি বললেন, "জ্বী।" তখন আমি তাকে বললাম, আপনার সম্মানীত পিতাকে আমার সালাম আরয করবেন এবং আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করাবেন। আপনিও তাঁর খিদমত করবেন। তিনি পত্রিকা ইত্যাদি এজন্য কুঁড়িয়ে নেন যে, ওগুলোতে পবিত্র লেখাসমূহ থাকে আর আপনার টাকা পয়সা এজন্য ব্যবহার করেন না যে, আপনি সরকারী কর্মচারী, আর অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী পরিপূর্ণ কাজ না করে নাজায়িয বেতন নিয়ে থাকেন। একথা শুনে তিনি স্বীকার করলেন যে, সত্যিই আমি কাজের মধ্যে অবহেলা করে থাকি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ! যদি এ যুবকের সম্মানীত পিতা كَثَّرَهُ اللّٰهُ تعالٰى (অর্থাৎ আল্লাহ এমন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করুক) এর ন্যায় প্রত্যেক মুসলমান মানসিক মাদানী রোগী হয়ে যেত, তাহলে নিশ্চয়ই চতুর্দিকে নুরের বৃষ্টি বর্ষণ ও বরকত বৃদ্ধি পেত এবং আমাদের পুরো সমাজ "মাদানী সমাজ ব্যবস্থা" রূপ নিত।

اے ہمنشیں اَذِیَّتِ فرزانگی نہ پوچھ
جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا

আই হামনশী আযিয়্যাতে ফরযা-নগী না পুছ,
জিছমে যারাছি আকল থী দিওয়ানা হো গেয়া।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী চিন্তাধারা সৃষ্টি করার জন্য আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফিলাতে সফর করতে থাকুন। দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে অংশগ্রহণকারীদের উপর সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মাদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم এর মেহেরবানী ও দয়ার ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনুন আর আনন্দে মেতে উঠুন।

মাদানী কাফিলার উপর হুযুর ﷺ এর দয়া প্রদর্শন

একজন আশিকে রসূলের বর্ণনা নিজের আঙ্গিকে উপস্থাপন করছি। আমাদের মাদানী কাফিলা সুন্নত সমূহের প্রশিক্ষণের জন্য হায়দ্রাবাদ বাবুল ইসলাম, সিন্ধ হতে সারহাদ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পৌঁছল। একটি মসজিদে তিন দিন অতিবাহিত করে অন্য এলাকায় যাওয়ার সময় আমরা রাস্তা ভুলে জঙ্গলের দিকে চলে গেলাম। রাতের ঘন অন্ধকার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিলো। দুর দূরান্ত জুড়ে জনবসতির কোন চিহ্ন ছিলনা। ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তা বাড়ছিল। এরই মধ্যে আশার আলো ফুটে উঠলো এবং অনেক দূরে একটি বাতি মিটমিট করে জ্বলতে দেখা গেলো। আনন্দে আমরা সেদিকে চলতে শুরু করলাম। কিন্তু হায়! কিছুক্ষনের মধ্যেই ঐ আলো অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের ভয়-ভীতি আরো বেড়ে গেলো। কি করবো, কি না করবো এবং কোন দিকে যাবো কিছুই বুঝে আসছিল না। হায়! হায়!

سُونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے
سونے والو! جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے
جُگنُو چمکے پتّا کھڑکے مجھ تنہا کا دِل دھڑکے
ڈر سمجھائے کوئی پَوَن ہے یا اگیا بَیتالی ہے
بادَل گَرجے بجلی تَڑپے دَھک سے کلیجا ہو جائے
بَن میں گھٹا کی بھیانک صورت کیسی کالی کالی ہے
پاؤں اٹھا اور ٹھوکر کھائی کچھ سنبھلا پھر اَوندھے مُنہ
مینٰہ نے پھسلن کر دی ہے اور دُھر تک کھائی نالی ہے

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے
پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں چل رے مولیٰ والی ہے
پھر پھر کر ہر جانب دیکھوں کوئی آس نہ پاس کہیں
ہاں اِک ٹوٹی آس نے ہارے جی سے رفاقت پالی ہے
تم تو چاند عَرب کے ہو پیارے تم تو عجم کے سُورج ہو
دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے

ছো-না জঙ্গল রাত আন্ধীরি ছায়ি বদলি কালি হায়,
ছো-নে ওয়ালো! জাগতে রহিয়ো চোরো কি রাখওয়ালি হায়,
জুগনু চুমকে গিড়কে মুঝ তানহা কা দিল ধটকে,
ঢর সামঝায়ে কোয়ি পাওয়ান হে ইয়া আ-গেয়া বাইতালি হায়,
বাদল গরজে বিজলী তড়পে ধকছে কলিজা হো যায়ে,
বানমে ঘাটা কি ভয়ানক ছুরত কেইছি কালি কালি হায়,
পা-উ উঠা আওর ঠুকর খায়ি কুছ ছামভালা পের উন্ধে মু,
মীনা নে পিছলন করদি হে আওর ধুর তক খায়ি নালি হায়,
ছাথী ছবহী কেহকে পুকারো সাথী হো তো জাওয়াব আ-য়ে,
ফের ঝুনঝুলা কর ছরদে পাটকো চল রে মওলা ওয়ালী হায়,
পের পের কর হার জানিব দেখো কুই আ-ছ না পাছ কহী,
হা এক টুটি আ-ছ নে হারে জী ছে রাফাকাত পা-লি হায়,
তুম তো চান্দ আরব কে হো পেয়ারে তুম তো আজম-কে সুরজ হো
দেখো মুঝ বে-কস পর শবনে কেইছি আ-ফত ঢালি হায়।

এ পেরেশানীতে জানিনা কতক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো। হঠাৎ ঐ দিকেই পূনরায় আলো দেখলাম। আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে সাহস করলাম এবং আর একবার পূনরায় জনবসতীর আশা করে আলোর দিকে দ্রুত গতিতে চলতে লাগলাম। যখন নিকটবর্তী হলাম, দেখলাম এক লোক বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি খুবই প্রফুল্লমনে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমাদেরকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। আশিকানে রসূল এর মাদানী কাফিলার ১২ জন মুসাফির এর সংখ্যা অনুযায়ী ১২ টি কাপ রাখা ছিল আর চা তৈরী ছিলো। তিনি গরম গরম চা দিয়ে আমাদের মেহমানদারী করলেন। আমরা এ গায়বী সাহায্য

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

ও পূর্ণ ১২ কাপ চা পূর্ব থেকে তৈরী সম্পর্কে আশ্চর্যান্বিত হলাম। জিজ্ঞাসা করাতে আমাদের অপরিচিত মেহবান প্রকাশ করলো যে, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় ভাগ্য জেগে উঠলো। আমার স্বপ্নে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم তাশরীফ আনলেন আর কিছুটা এরূপ ইরশাদ করলেন "দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলার মুসাফিরেরা রাস্তা ভুলে গেছে, তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য তুমি বাতি নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে যাও" আমার চোখ খুলে গেলো আর বাতি নিয়ে বাইরে বের হলাম।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম কিন্তু কিছু দেখলাম না। মনে কুমন্ত্রণা জাগলো যে সম্ভবত ভূল বুঝেছি। চোখে নিদ্রার ভাব ছিলো । ঘরে ঢুকে পূনরায় শুয়ে গেলাম। কপালের দুটি চোখ বন্ধ হতেই অন্তরের চোখ পূনরায় খুলে গেলো পূনরায় আর একবার মদীনার তাজেদার صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর আলোকময় চেহারা দেখলাম। মুবারক ঠোঁটদ্বয় নড়ে উঠলো আর রহমতের ফুল ঝরতে লাগলো। কথাগুলো কিছুটা এরূপ ছিলো, দিওয়ানা! মাদানী কাফিলার ১২ জন মুসাফির রয়েছে, তাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করে এক্ষুণি বাতি নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে যাও। আমি সাথে সাথে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলাম এবং বাতি নিয়ে বাইরে আসলাম। এরই মধ্যে আশিকানে রসূল এর মাদানী কাফিলাও এসে গেলো।

آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا
خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو
تم کو تو غُلاموں سے ہے کچھ ایسی مَحبَّت
ہے ترکِ اَدب ورنہ کہیں ھم پہ فِدا ہو

আ-তা হে ফকীরো পে উনহী পেয়ার কুছ এইছা,
খুদ ভীক্‌দে আওর খুদ কহে মাঙ্গতা কা ভালা হো।
তুমকো তো গোলামু ছে হে কুছ এইছি মাহাব্বত
হে তরকে আদব ওরনা কহে হামপে ফিদা হো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالیٰ علیٰ محمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

হুযুর ﷺ খানা খাওয়ালেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা যেমন মাহে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم ইলমে গায়ব সম্পর্কে জানা গেলো তেমনিভাবে দাওয়াতে ইসলামীর সত্যতাও রাসুল صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর দরবারে গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারেও জানা গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের প্রিয় প্রিয় মাদানী আকা হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم নিজ গোলামদেরকে সর্বদা নিজের দৃষ্টির মধ্যে রাখেন। বিপদে পড়ে গেলে সাহায্য করেন এবং ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ান।

যেমন হযরত ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী قُدِّسَ سِرُّهُ الرَّبّانى উদ্ধৃত হযরত শায়খ আবূল আব্বাস আহমাদ বিন নাফীস তূনিসী رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন, আমি একবার মদীনায়ে মুনাওওয়ারাতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় মদীনার তাজদার صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর নূরানী রওজায় উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, "ইয়া রাসূলুল্লাহ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم و عَزَّوَجَلَّ আমি ক্ষুধার্ত।" হঠাৎ চোখে ঘুম এসে গেলো। ইতিমধ্যে কেউ ঘুম থেকে জাগিয়ে তার সাথে আমাকে যাওয়ার জন্য বললেন, তাই আমি তার সাথে তার ঘরে গেলাম। তিনি খেজুর, ঘি ও গমের রূটি সামনে পরিবেশন করে বললেন, পেট ভরে খেয়ে নিন। কেননা আমাকে আমার পরদাদা, প্রিয় মোস্তফা হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم আপনার মেহমানদারী করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ভবিষ্যতেও যখনই ক্ষুধা অনুভব করবেন, তখন আমার নিকট চলে আসবেন।

(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, খন্ড ২য়, পৃষ্ঠা ৫৭৩)

پیتے ہیں ترے در کا کھاتے ہیں ترے در کا
پانی ہے ترا پانی دانہ ہے ترا دانہ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

পী-তে হে তেরে দরকা খা-তে হে তেরে দরকা
পানি হায় তেরা পানি দানা হায় তেরা দানা।
(ছামানে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

প্রত্যেক ভাষার অক্ষরের সম্মান করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ও অন্যান্য পবিত্র নামসমূহ এমন জায়গায় কখনো লিখবেন না, যেখানে এগুলোর সম্মান বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। বরং কোনো ভাষাতেই যমীনের উপর কিছু লিখবেন না। প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালা (অর্থাৎ (ALPHABETS) এর সম্মান করা উচিত। লিখা যে কোনো পাপোষ (DOOR MATE) দরজার নিকট রাখবেন না, যেগুলোতে (WELL COME) ইত্যাদি লেখা থাকে। জুতা ইত্যাদিতে যদিওবা ইংরেজী ভাষার কোম্পানীর নাম লিখা থাকে, ব্যবহারের পুর্বে সেটা মুছে দেয়া উচিত। অধিকাংশ জায়নামাযে ষ্টিকার (কাগজের, কাপড়ের টুকরো) সংযুক্ত থাকে, যাতে আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী ভাষায় ষ্টিকারে কারখানার নাম লেখা থাকে আর তা প্রায়ই পা রাখার জায়গায়।

এছাড়া প্লাষ্টিকের মাদুরা, লেপ ও তোয়ালে ইত্যাদিতেও প্রায়ই লিখিত ষ্টীকার সংযুক্ত থাকে। অতএব এরূপ ষ্টিকার আলাদা করে সমুদ্রে বা নদীতে ডুবিয়ে দেয়া উচিত। কাঠের মধ্যে বিছানো ফোমের গদীর ভেতরের অংশে প্রায়ই অমুক MOLTY FOAM ইত্যাদি লেখা থাকে। হায়! এমন যদি হতো! কোম্পানীরা আমাদেরকে পরীক্ষায় না ফেলতো। ফিকহের মাসআলাটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। যেমন বাহারে শারীআত এর ১৬ তম খন্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠায় রদ্দুল মুখতারের বরাতে লিখেছেন, "বিছানা অথবা জায়নামাযের উপর যদি কোন কিছু লিখা থাকে তাহলে সেটা ব্যবহার করা না-যায়িজ। এ ইবারাত (লেখা) সেগুলোর বুননের মধ্যে হোক বা নকশা অংকন করা হোক কিংবা কালি দিয়ে লেখা হোক যদিও একক হরফ (ALPHABETS) লেখা থাকে। কেননা একক হরফ (অর্থাৎ আলাদা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

আলাদা লিখিত অক্ষর) এরও সম্মান রয়েছে।" বাহারে শরীআত এর প্রণেতা رحمة الله تعالىٰ عليه আরো বলেন, "অধিকাংশ দস্তরখানাতে ই'বারত লেখা থাকে অর্থাৎ (কোম্পানীর নাম, কবিতা বা ছন্দ লেখা থাকে) এমন দস্তরখানা ব্যবহার করা ও এ গুলোর উপর খানা খাওয়া উচিত নয়। অনেকের বালিশের উপর কবিতা বা ছন্দ লেখা থাকে। এগুলোর ব্যবহার করবেন না।"

যাহোক জায়নামায হোক কিংবা বিছানার চাদর, কার্পেট হোক বা ডেকোরেশনের মালামাল, বালিশ হোক কিংবা গদী যে বস্তুর উপরই বসা বা পা রাখার প্রয়োজন হয় সেগুলোতে কোনো ভাষায়ই কোনো কিছু লিখা উচিত নয়। মুদ্রিত বা কাগজের টুকরো সেলাই করে দেবেন না। সুন্দর পরিপূর্ণ কার্পেট (ONE PIECE CARPET) এর পিছনে সাধারণত কোম্পানীর নাম ও ঠিকানা সম্বলিত স্টিকার লাগানো থাকে। ঐ স্টিকারে উপর পানি লাগিয়ে দিন এবং কিছুক্ষণ পর তুলে নিন। আরবী লেখাসমূহের বিশেষভাবে সম্মান করা উচিত। কেননা প্রিয় প্রিয় আরবী আকা হযরত মুহাম্মাদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর পবিত্র ভাষা আরবী, কুরআনে পাকের ভাষা আরবী, আর জান্নাতে জান্নাতবাসীদের ভাষাও আরবী হবে। আরবী লেখাসমূহ খানা-পিনার প্যাকেটেই হোকনা কেন তা ফেলে দেয়া অথবা مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ (আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুক) ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা বড়ই বেআদবী ও বদনসীবী।

নম্বর সমূহের সম্পর্ক

অনেক সময় স্যান্ডেলের উপর যদি কিছু লিখা নাও থাকে। তবুও নাম্বার সমূহ অবশ্যই অংকিত থাকে। সেগুলোর উপর পা রাখতেও আহলে মহব্বতের অন্তর সাড়া দেয়না। কেননা প্রত্যেকটি নাম্বারে কোনো না কোনো সম্পর্ক নিহিত থাকে। যেমন– বেজোড় সংখ্যার ব্যাপারে "আহসানুল বিআ" কিতাবের ২২ পৃষ্ঠায় দু'আর তাকরার বা পূনরুক্তি সম্পর্কে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা এক এবং এ সংখ্যাটি বেজোড়। এবং বেজোড় (অর্থাৎ এক, তিন, পাঁচ, সাত ইত্যাদি) কে আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন। তম্মধ্যে "পাঁচ" উত্তম এবং "সাত"সংখ্যাটি আল্লাহর

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

খুবই প্রিয় আর কমপক্ষে "তিন"। (উদ্দেশ্য এই যে, যখনই দু'আ করবেন, তখন সেটাকে সাত বার পূনরাবৃত্তি করুন অথবা পাঁচবার নতুবা কমপক্ষে তিনবারই পূনরাবৃত্তি করে নিন।)

অনুরূপ জোড় সংখ্যা গুলোতেও সম্পর্ক বিদ্যমান। দুই এর সম্পর্ক যেমন ২রা মুহাররামূল হারামে হযরত সায়্যিদুনা মারুফ কারখী رحمة الله تعالىٰ عليه এবং ২রা জীলক্বদ সাদরুশ শারীআহ (বাহারে শারীআতের লিখক) رحمة الله تعالىٰ عليه-এর ওরশের দিন। চার এর সম্পর্ক বা চার খলীফা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰএর সাথে। যার অন্তরে তাঁদের প্রতি ভালবাসা রয়েছে,

ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ তিনি উভয় জগতে সফলতা লাভ করবেন। "ছয়" এর সম্পর্ক ৬ই রাজ্জাবুল মুরাজ্জাবে গরীবে নেওয়াজ رحمة الله تعالىٰ عليه এর ওরশ শরীফের সাথে। আট এর সম্পর্ক ৮টি জান্নাত এর সাথে রয়েছে এবং ৮ মুহাররামুল হারামে শেরে আহলে সুন্নত হযরত মাওলানা হাশমাত আলী খান رحمة الله تعالىٰ عليه এর ওরশের দিন। "১০" এর সম্পর্ক ইয়াওমে আশূরা অর্থাৎ ইমামে আলী মকাম সায়্যিদুশ শুহাদা, সুলতানে কারবালা, ইমামে হুসাইন رضى الله تعالىٰ عنه এর শাহাদাতের দিন, কোরবানীর ঈদ আর ১১, ১২ এর সম্পর্কের ব্যাপারেতো আশিকগণের মধ্যে চারিদিকে খুশী ও আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।

کیا غور جب گیارھویں بارھویں میں
مُعَمّہ یہ ہم پر کُھلا غوثِ اعظم
تمہیں وصل بے فصل ہے شاہ دیں سے
دیا حق نے یہ مرتبہ غوثِ اعظم

কিয়া গওর জব গেয়ারবী বারবী মে,
মুআম্মা ইয়ে হাম পর খুলা গাউছে আজম।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

তুমহি ওয়াছল বে-ফছল হায় শাহে দ্বী-ছে,
দিয়া হক্নে ইয়ে মরতবা গাউছে আজম।

পবিত্র পাতাসমূহ সমুদ্রের পানিতে ডুবানোর নিয়ম

যে সৌভাগ্যবান মুসলমান পবিত্র লেখা সমূহের সম্মান পূর্বক পত্রিকা ও পবিত্র কাগজপত্র এবং মোটা আর্ট পেপার ইত্যাদি মাটিতে দেখে উঠিয়ে নেন এবং সেগুলোকে সমুদ্রের মাঝখানে কিংবা গভীর নদীতে ডুবিয়ে দেন তিনি বাস্তবে ঈর্ষার পাত্র। অগভীর সমুদ্রে বা নদীতে পবিত্র পাতাসমূহ ডুবাবেন না, কেননা প্রায়ই ভেসে তা কিনারায় এসে যায়। সমুদ্রের বা নদীর পানিতে ডুবানোর পদ্ধতি এই যে, পবিত্র পাতাসমূহ কোন খালী থলে বা চটের ছোট খালী বস্তার মধ্যে কয়েক স্থানে অবশ্যই ছিদ্র করে দেবেন যেন দ্রুত তাতে পানি ভর্তি হয়ে যায় এবং তা তলায় চলে যায়। যদি এরূপ ছিদ্র করে না দেন তাহলে ভারী ওজনের কোন পাথর ঢুকিয়ে দিবেন কেননা ভিতরে পানি না গেলে তা ভাসতে ভাসতে কিনারায় এসে পৌঁছলে আবার অনেক সময় ঠোকাই কিংবা বিধর্মী লোকেরা বস্তা সংগ্রহের লোভে পবিত্র পাতা সমূহ কিনারাতেই ছিড়ে স্তুপ বানিয়ে দেয় আর এতে এমন ভীষণ বেআদাবী হয় যে শুনতেই আশিকদের কলিজা কেঁপে উঠবে! পবিত্র পাতা সমূহ ভর্তি বস্তা গভীর সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌকা ইত্যাদির জন্য মুসলমান মাঝির সাহায্য নিতে পারেন। তবে বস্তায় ছিদ্র সর্বাবস্থায় করতে হবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

পবিত্র পাতাসমূহ দাফন করার নিয়ম

পবিত্র পাতা সমুহ দাফনও করতে পারেন। এটার নিয়মাবলীও জেনে নিন। বাহারে শরীআত এর ১৬ খন্ডের ১২১ পৃষ্ঠায় ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, যদি কুরআন শরীফ পুরাতন হয়ে যায় আর তিলাওয়াত করার উপযোগী না থাকে এবং আশংকা থাকে যে, এর পাতাগুলো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাহলে কোন পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে নিরাপদ জায়গায় দাফন করে দেয়া উচিত এবং দাফন করার জন্য (গর্ত কিবলার দিকের অংশকে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

এতটুকু খনন করুন যেন সর্ম্পূণ পবিত্র পাতাসমূহ সংকুলান হয়ে যায়) এমনভাবে কবর তৈরী করা উচিত যেন কুরআনের উপর মাটি না পড়ে বা গর্তে রেখে তার উপর কাঠের ছাউনি দিয়ে মাটি ঢেলে দিন যাতে কুরআনের উপর মাটি না পড়ে। **স্মরণ রাখবেন! কুরআন শরীফ পুরাতন হয়ে গেলে তা জ্বালানো যাবে না"।**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

২৯টি মাদানী ফুল

(প্রথম ১০টি মাদানী ফুল তাফসীরে নঈমী ১ম পারা, ৪৪ নং পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে)

(১) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم কুরআনে পাকের সম্পূর্ণ আয়াত কিন্তু কোন সূরার অংশ নয় বরং সূরা সমূহের মধ্যে পৃথকের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। এজন্যে নামাযে এটা নিম্ন স্বরেই পাঠ করা হয়। তবে যে হাফিয তারাবীতে সম্পূর্ণ কুরআনে পাক খতম করেন, তিনি অবশ্যই যে কোন সূরার সাথে একবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم উচ্চস্বরে পাঠ করবেন।

(২) সূরা তওবা ব্যতীত অন্যান্য প্রতিটি সূরা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم দ্বারা আরম্ভ করবেন। যদি সূরা তওবা হতেই তিলাওয়াত আরম্ভ করেন তাহলে তিলাওয়াতের জন্য بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে নিন।

(৩) ফাতাওয়ায়ে শামীতে রয়েছে যে, হুক্কা পান করার সময়, দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুসমূহ (কাঁচা পিয়াজ ও রসুন ইত্যাদি) খাওয়ার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم না পড়া উত্তম।

(৪) টয়লেটে গিয়ে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করা নিষেধ।

(৫) নামাযী যখন নামাযে কোন সূরা পাঠ করেন তখন প্রথমে নিম্নস্বরে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করা মুস্তাহাব।

(৬) যে মর্যাদাপুর্ণ কাজ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ব্যতীত শুরু করা হয় তার মধ্যে বরকত হয় না।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(৭) যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানো হয়। তখন যিনি নামাবেন তিনি এটা পাঠ করবেন।

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ الله (عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّ اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

(৮) জুমা, উভয় ঈদ, নিকাহ ইত্যাদির খুতবা بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم দ্বারা শুরু করবেন অর্থাৎ (শুরুতে) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم নিম্নস্বরে পাঠ করবেন। অতঃপর যখন কুরআন পাকের আয়াত আসবে তখন খতীব উচ্চস্বরে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করুন।

(৯) পশু (পাখী) যবেহ করার সময় بِسْمِ اللّٰه পাঠ করা (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া) ওয়াজিব। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা হয় (অর্থাৎ আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা عَزَّوَجَلَّ এর নাম নেয়া না হয়) তাহলে পশু মৃত সাব্যস্ত হবে। যদি ভুলে না নেয়া হয়, তবে পশু হালাল হিসেবে গণ্য হবে।

(১০) যবেহে ইযতিরারী যেমন শিকারী তীর বা বর্শা ইত্যাদি ধারালো বস্তু দিয়ে যদি শিকার করে আর এসব বস্তু নিক্ষেপ করার সময় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে নেয় তাহলে পশু (পাখী) যদি তার নিকট পৌঁছতে পৌঁছতে মরেও যায় তবুও তা হালাল হবে। অনুরূপভাবে যদি পালিত পশু আয়ত্ব থেকে চলে যায় যেমন গরু কুয়ার মধ্যে পড়ে গেল অথবা উট পালিয়ে গেলো। তখন যদি بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পড়ে তীর বা বর্শা অথবা তলোয়ার মেরে দেয়া হয় তাহলে সেগুলো হালাল হবে। بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে লাঠি বা পাথর মারলে কিংবা বন্দুক দিয়ে গুলি করলে বা ছোট পাথর খন্ড ছুড়ে মারলে এবং তাতে বন্য পশু বা পাখী মারা গেলে তাহলে তা (খাওয়া) হারাম কেননা এটা রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কারণে নয় বরং আঘাত পাওয়াতে মরে গেছে। তবে যদি আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় হাতে এসে যায় তাহলে শারীআত অনুযায়ী যবেহ করলে হালাল হয়ে যাবে। যে বন্য পশু বা পাখী আয়ত্বের মধ্যে রয়েছে সেটা হালাল হওয়ার জন্য যবেহ করা আবশ্যক অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে সেটাকে নিয়মানুযায়ী যবেহ করতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

(১১) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ বিন আলী বুনী رحمة الله تعالىٰ عليه বলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে ৭ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم ৭৮৬ বার (শুরু ও শেষে ১বার করে দুরুদে পাক) পাঠ করবে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ তার প্রত্যেক উদ্দেশ্য পূরণ হবে। এখন উদ্দেশ্য কোন মঙ্গল লাভের জন্য হোক বা কোন অমঙ্গল দূর হওয়ার জন্য কিংবা ব্যবসা ঠিকভাবে চলার জন্য হোক। (শামসুল মাআরিফ, অনুদিত, পৃষ্ঠা ৭৩)

(১২) যে কোন ব্যক্তি শোয়ার সময় بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم ২১ বার (শুরু ও শেষে একবার দুরুদ শারীফ) পাঠ করে নেয়। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ ঐ রাতে শয়তানের অনিষ্ট, চুরি, হঠাৎ মৃত্যু ও প্রত্যেক প্রকারের বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (প্রাগুক্ত ৭৩)

(১৩) যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারির সম্মুখে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم ৫০ বার (পূর্বে ও পরে ১ বার দুরুদ শরীফ) পাঠ করবে, ঐ জালিমের অন্তরে পাঠকারীর প্রভাব সৃষ্টি হবে এবং জালিমের অনিষ্ট থেকে সে রক্ষা পাবে।
(প্রাগুক্ত ৭৩)

(১৪) যে ব্যক্তি সূর্য উঠার সময় সূর্যের দিকে মুখ করে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم ৩০০ বার ও দুরুদ শরীফ ৩০০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করবেন, যেটা তার কল্পনাতেও আসবে না এবং (প্রতিদিন পাঠ করাতে) ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ এক বৎসরের মধ্যে আমীর ও ধর্নাঢ্য হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত ৭৩)

(১৫) স্মরণ শক্তিহীন ব্যক্তি যদি بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم ৭৮৬ বার (শুরু ও শেষে ১ বার দরুদ শরীফ) পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে এ পানি পান করে নেয়, তাহলে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ তার স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং যা শুনবে তা স্মরণে থাকবে। (প্রাগুক্ত ৭৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।”

(১৬) যদি অনাবৃষ্টি হয়, তখন بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ৬১ বার (শুরু ও শেষে ১ বার দুরুদ শরীফ) পাঠ করে অতঃপর দু‘আ করলে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ বৃষ্টি হবে। (প্রাগুক্ত ৭৩)

(১৭) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم কাগজে ৩৫ বার লিখে (পূর্বে ও পরে ১ বার দুরুদ শরীফ) ঘরে টাঙ্গিয়ে দিলে (ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ) শয়তান ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং খুব বরকত হবে। যদি দোকানে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। তাহলে (ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ) ব্যবসায় খুব উন্নতি হবে। (প্রাগুক্ত ৭৩, ৭৪)

(১৮) ১ লা মুহার্‌রামুল হারামে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ১৩০ বার লিখে বা লিখিয়ে যে কেউ নিজের কাছে রাখবেন অথবা প্লাষ্টিকে মুড়ে, মোটা প্লাষ্টিক বা চামড়া দিয়ে সেলাই করে হাতে, গলায় পরিধান করবেন (কোন প্রকার ধাতব পদার্থের খোলের ভিতর কোন ধরনের তাবীয পড়বেন না। এটার মাসআলা সমূহ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে) ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ সারাজীবন ঐ ব্যক্তির বা তার ঘরে কারো কোন প্রকারের ক্ষতি সাধিত হবে না। (প্রাগুক্ত ৭৪)

(১৯) যে মহিলার বাচ্চা বাঁচে না, তিনি بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ৬১ বার লিখে বা লিখিয়ে নিজের নিকট রাখবেন (ইচ্ছা করলে তাতে বাতাস না ঢোকার জন্য প্লাষ্টিকে মুড়ে কাপড়, মোটা প্লাষ্টিক বা চামড়া দিয়ে সেলাই করে গলায় কিংবা হাঁতে বেঁধে নিতে পারেন) ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ বাচ্চা জীবিত থাকবে। (প্রাগুক্ত ৭৪)

(২০) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ৭০ বার লিখে মৃতের কাফনে দিয়ে দিন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ মুনকার নকীর এর প্রশ্নের জবাব সহজ হবে। (উত্তম এই যে, মৃতের চেহারার সামনে কিবলার দিকের দেয়ালে মিহরাবের ন্যায় তাক বানিয়ে তাতে রাখুন। এর সাথে আহাদনামাও মৃতের পীরের শাজারা ইত্যাদিও রেখে দিন) (প্রাগুক্ত ৭৪)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

(২১) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم কোনো কারী বা আলিম সাহিবকে পাঠ করে শুনাবেন। যদি হরফ সঠিকভাবে উচ্চারণস্থল হতে আদায় না হয় তাহলে শিখে নিন অন্যথায় লাভের পরিবর্তে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি রয়েছে।

(২২) লেখার সময় যবর, যের, পেশ ইত্যাদি লাগানোর প্রয়োজন নেই। যখনই পরিধান করা, পানি পান করা বা টাঙ্গানোর জন তাবীয হিসেবে কোন আয়াত কিংবা ইবারত লিখবেন, তখন বৃত্তাকার হরফ সমূহের বৃত্ত খালি রাখতে হবে। যেমন اَللهُ এর মধ্যে ه এর এবং رَحْمٰن ও رَحِيْم এ দু'টোতে م এর বৃত্ত খালি রাখবেন।

(২৩) কাপড় খোলার সময় بِسْمِ اللهِ পড়ে নিলে জ্বীনেরা সতর দেখতে পারবেনা। (আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলা, কৃত ইবনে সুন্নী, পৃষ্ঠা ৮) কামরার দরজা, জানালা, আলমারীর দরজা, যতবার খোলবে বা লাগাবে ততবার এমনকি পোষাক-পরিচ্ছদ বাসনপত্র ইত্যাদি বস্তু সমূহ রাখা ও নামানোর সময় প্রত্যেকবার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ দুষ্ট প্রকৃতির জ্বীন আপনার ঘরে প্রবেশ করা, চুরি করা ও আপনার জিনিসপত্র ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে।

(২৪) যানবাহন (গাড়ি ইত্যাদি) পিছনে গেলে কিংবা তাতে ধাক্কা লাগলে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم শরীফ পাঠ করুন।

(২৫) মাথায় তেল দেয়ার পূর্বে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পড়ে নিন। অন্যথায় ৭০ জন শয়তান মাথায় তেল দেয়াতে অংশগ্রহণ করে নেয়।

(২৬) ঘরের দরজা বন্ধ করার সময় স্মরণ করে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে নিন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ শয়তান ও দুষ্ট জ্বীন ঘরে প্রবেশ করতে পারবেনা। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১২)

(২৭) রাতে পানাহারের পাত্র بِسْمِ اللهِ শরীফ পাঠ করে ঢেকে দিন। যদি ঢাকার জন্য কোন বস্তু না থাকে। তাহলে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم বলে সেগুলোর মুখে শলা ইত্যাদি রেখে দিন। (প্রাগুক্ত)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে, বছরে একটি রাত এমনও আসে, যে রাতে ওয়াবা (রোগ বালা ও মহামারী) অবতীর্ণ হয়। যে সব তৈজষপত্র ও পানির পাত্র ইত্যাদির মুখ বন্ধ না থাকে, যদি ঐ দিক দিয়ে এটি অতিক্রম করে তখন তা এতে নেমে পড়ে। (মুসলিম শারীফ, পৃষ্ঠা ১১১৫, হাদিস নং ২১১৪)

(২৮) শোয়ার পূর্বে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পাঠ করে ৩ বার বিছানা ঝেড়ে নিন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ কষ্টদায়ক বস্তু, জীব-জন্তু হতে নিরাপত্তা লাভ হবে।

(২৯) ব্যবসা বাণিজ্যে বৈধ লেন-দেনের সময় অর্থাৎ যখন কারো কাছ থেকে নেন তখন بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পাঠ করুন এবং যখন কাউকে দেন। তখনও بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পড়ুন ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ খুব বরকত হবে।

ইয়া রব্বে মুস্তফা صلی الله تعالیٰ علیه واٰله وسلّم আমাদেরকে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم এর বরকত সমূহ দ্বারা সৌভাগ্যশালী করুন এবং প্রত্যেক নেক ও বৈধ কাজের শুরুতে পাঠ করার তাওফীক দান করুন।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صلی الله تعالیٰ علیه واٰله وسلّم

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صلَّی اللّٰہُ تعالیٰ علیٰ محمَّد

৭টি ঘটনা

(১) কাঠুরিয়া কিভাবে ধনী হল?

একজন কাঠুরিয়া প্রতিদিন নদী পার হয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতো এবং তা বিক্রি করে নিজের সন্তান-সন্ততির ভরণ পোষণ করতো। যেহেতু নদীর উপর পুল তার ঘর থেকে অনেক দূরে ছিলো। তাই তার আসা যাওয়ায় বেশী সময় ব্যয় হয়ে যেতো। এভাবে সে টাকা পয়সার দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছিলো না। একদিন সে মসজিদের ভিতর এক মুবাল্লিগের বয়ানে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم এর আযীমুশ্‌শান ফযীলত সমূহ শুনলো। মুবাল্লিগের এ বয়ান

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

তার মাথায় বসে গেলো যে, بِسۡمِ اللّٰہِ শরীফের বরকতে বড় বড় সমস্যা সমাধান হতে পারে। সুতরাং যখন জঙ্গলে যাওয়ার সময় হলো তখন পুলের নিকট যাওয়ার পরিবর্তে সে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পাঠ করে নদীতে নেমে গেলো আর চলতে চলতে সহজেই নদীর ওপারে জঙ্গলে পৌঁছে গেলো। কাঠ কাটার পর সে পূনরায় এভাবে আমল করলো। بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم এর বরকত সমূহ প্রকাশ পেতে লাগলো আর কিছুদিনের মধ্যেই সে ধনী হয়ে গেলো। (শামসুল ওয়াইযীন হতে সংকলিত)

ہے پاک رُتبہ فکر سے اُس بے نیاز کا
کچھ دَخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا

হায় পাক রুতবা ফিকিরছে উছ বে নিয়ায কা,
কুছ দখল আকল কা হায় না কাম ইমতিয়ায কা।

(যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এসব কিছু পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ফল। যদি বিশ্বাসে কমতি হয়, তাহলে আশানুরূপ ফলাফল অর্জন হয় না। "পরিপূর্ণ বিশ্বাস" সম্পর্কে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহম্মদ গায্যালী رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ সূরা ইউসুফ এর তাফসীরে অত্যন্ত শিক্ষণীয় একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেন। তাহলো -

একবার বাগদাদে মুআল্লাতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে লোকদের নিকট ১ টি দিরহামের আবেদন করলো। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা ইবনে সাম্মাক رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ বললেন, তোমার কোন সূরাটি ভাল ভাবে মুখস্ত আছে? সে বললো, "সূরা ফাতিহা।" তিনি বললেন, "একবার পাঠ করে সেটার সাওয়াব আমার নিকট বিক্রি করে দাও। আমি এর পরিবর্তে আমার সমস্ত সম্পদ তোমাকে দিয়ে দেবো! আবেদনকারী বলতে লাগলো, হযরত! আমি দারিদ্রতার কারণে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

১টি দিরহাম আবেদন করতে এসেছি। কুরআন বিক্রি করতে আসিনি। এটা বলে সেই আবেদনকারী কবরস্থানের দিকে চলে গেলো। এদিকে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলো। এমনকি শিলাবৃষ্টি হতে লাগলো। সে তৎক্ষণাৎ একটি ছাদের নীচে আশ্রয় নেয়ার জন্য আসলো। সেখানে সবুজ পোষাক পরিহিত একজন আরোহী পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "তুমিই সূরা ফাতিহা বিক্রি করতে অস্বীকার করেছিলে?" সে বললো, "জ্বী হ্যাঁ।" তখন ঐ আরোহী তাকে দশ হাজার দিরহামের একটি থলে দিয়ে বলল, "এগুলো খরচ করো। শেষ হয়ে গেলে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ এই পরিমাণ আরো দেবো।" আবেদনকারী জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কে? আরোহী বললেন, আমি তোমার বিশ্বাস। এটা বলে আরোহী চলে গেলেন।" (ইমাম গায্যালী কৃত সূরা ইউসুফের তাফসীর হতে সংকলিত, পৃষ্ঠা ১৭,১৮)

এ থেকে ঐ সকল মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যারা ভিক্ষা করার জন্য তিলাওয়াত করে, টাকা-পয়সা ও খানা পিনার লোভে খতমে কুরআনের মাহফিল সমূহে এবং যিকির ও নাত এর ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করে আর টাকা পাওয়ার আগ্রহে তারাবীতে খতমে কুরআনে পাক শুনিয়ে থাকেন। আল্লাহ আমাদেরকে ইখলাস ও বিশ্বাস এর অমূল্য সম্পদ দিয়ে সৌভাগ্যশালী করুক।

مرا ہر عمل بس ترے واسطے ہو
کر اِخلاص ایسا عطا یا الٰہی ! عزوجل

মেরা হার আমল বছ তেরে ওয়াসেতে হো,
কর ইখলাছ এইছা আতা ইয়া ইলাহী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই ইখলাস মহা সম্পদ। এটি যার অর্জিত হয়, উভয় জাহানে সে সফলকাম। আশিকানে রসূল এর সাথে মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নতে ভরা সফর করুন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ আমলের মধ্যে ইখলাস সৃষ্টি করার "মাদানী চিন্তা ধারা" তৈরী হবে আর আমলে ইখলাস সৃষ্টি হয়ে যাবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

جلوے خود آئیں طالبِ دیدار کی طرف

জলওয়ে খুদ আ-য়ি তালিবে দীদার কি তরফ

তখন -কাঙ্খিত বস্তু নিজেই এসে আবেদনকারীর নিকট ধরা দিবে।

"ক্যাসেট ইজতিমাতে" দীদারে মুস্তফা ﷺ

সাহরায়ে মদীনা, মদীনাতুল আওলিয়া, মূলতানে **দাওয়াতে** ইসলামীর তিনদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সুন্নতে ভরা ইজতিমা শেষে আশিকানে রসূলদের এর অসংখ্য মাদানী কাফিলা সুন্নতের প্রশিক্ষণ লাভের জন্য শহর থেকে শহরে , গ্রাম থেকে গ্রামে রওয়ানা হয়ে থাকে।

যেমন– একজন আশিকে রসূল এর বর্ণনার সারমর্ম এখানে নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করছি। ১৪২৩ হিজরীর তিনদিন ব্যাপী সুন্নতে ভরা ইজতিমা শেষে আশিকানে রসূলদের একটি মাদানী কাফিলা ১২ দিনের জন্য জিলালায়্যা পাঞ্জাব পৌঁছে।

মাদানী কাফিলার রুটিন অনুযায়ী যখন ক্যাসেট ইজতিমা হল তখন ক্যাসেটের সুন্নতে ভরা বায়ান শুনে একজন আশিকে রসূল এর মধ্যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হয় এবং তিনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন এমনকি বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন হুশ এলো তখন খুবই আনন্দিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি গুনাহগারের উপর মহা অনুগ্রহ হয়েছে এবং মদীনার তাজদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم এর দীদারের শরবত নসীব হয়েছে। দ্বিতীয় দিন পূনরায় ক্যাসেট ইজতিমা হলো, তার মধ্যে একই ধরণের অবস্থা সৃষ্টি হলো। এবার তাঁর স্বপ্নে হুযুর صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم এর যিয়ারত এমনভাবে নসীব হলো যে, তিনি দেখলেন সেখানে মাদানী কাফিলার সকল মুসাফিরও (স্বপ্নে) উপস্থিত ছিল।

آنکھیں جو بند ہوں تو مقدّر کھلیں حسنؔ

جلوے خود آئیں طالبِ دیدار کی طرف

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

আঁ-খে জু বন্ধ হো তু মুকাদ্দর খুলে হাসন,
জলওয়ে খুদ আ-য়ি তালিবে দীদার কি তরফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

কুমন্ত্রণা ঃ অনেকেই স্বপ্ন শুনিয়ে মানুষদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নেয়। অতএব যে কেউ স্বপ্নে যিয়ারতের দাবী করলে, তাতে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কমপক্ষে তার কাছ থেকে শপথ করিয়ে নেয়া উচিত।

কুমন্ত্রণার প্রতিকার ঃ সহীহ বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদিস ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّات

অর্থাৎ "আমল নিয়্যাত সমূহের উপর নির্ভরশীল।" তাই যদি কেউ দুনিয়াবী উচ্চপদ ও মর্যাদার আসক্তিতে লোকদেরকে নিজের স্বপ্ন শুনিয়ে বেড়ায়, নিজের প্রসিদ্ধি ও বাহ্ বাহ্ চায় তাহলে সত্যিই সে অপরাধী। আর যদি ভাল নিয়্যতে শুনায়, যেমন

দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে সৌভাগ্যক্রমে যদি কেউ ভাল স্বপ্ন দেখে আর তা এজন্য শুনায় যে, এ যুগের লোকেরা তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় সফর করার উৎসাহ পাবে এবং তারা যেন নিশ্চিত হতে পারে যে, দাওয়াতে ইসলামী আহলে হক (সত্যপন্থী) ও আশিকানে রসূলদের সুন্নতে ভরা সংগঠন। আর এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তারা যেন নিজের ঈমান হিফাযতের সম্বল সংগ্রহ করতে পারে। তাহলে এ নিয়্যত প্রশংসনীয় এবং এ নিয়্যতে স্বপ্ন বর্ণনাকারীর ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব লাভ হবে।

এছাড়া নে'মতের বর্ণনা স্বরূপ অর্থাৎ নে'মতের চর্চা করার নিয়্যতে যদি বর্ণনা করে তবুও জায়িয। তবে যদি অহংকারের ভয় থাকে তাহলে নিজের নাম প্রকাশ করা উচিত নয় আর এতেই অধিকতর নিরাপত্তা রয়েছে। যা হোক অন্তরে নিয়্যতের অবস্থা আল্লাহ ভাল জানেন। মুসলমানের ব্যাপারে বিনা কারণে কু-ধারণা পোষণ করা হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। খারাপ ধারণা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

পোষণ করার ব্যাপারে কুরআনে পাক ও হাদিসে মুবারাকা সমূহে তিরস্কার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ-

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কোনো কোনো অনুমানে গুনাহ হয়ে যায়। (সুরা-হুজুরাত, আয়াত-১২, পারা-২৬)	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

হাদিসে পাকে রয়েছে, "কু-ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা কু-ধারণা অধিকতর মিথ্যা কথা" (সহীহ বুখারী শরীফ, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্টা-১৬৬, হাদিস নং-৫১৪৩) আমার আকা আলা হযরত رحمة الله تعالىٰ عليه ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা শরীফে উদ্ধৃত করেন, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন। তখন বললেন, "তুমি কি চুরি করোনি?" সে বললো, "আল্লাহর শপথ! আমি চুরি করিনি।" এটা শুনে তিনি عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন, "সত্যিই তুমি চুরি করনি। আমার চোখ ধোঁকা খেয়েছে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে মুসলমানের সম্মান সম্পর্কে খুব ভালভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, শরীআতের সীমার মধ্যে থেকে মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করা উচিত। এমন যেন না হয় যে, বিনা কারণে অন্যের উপর কু-ধারণার দরজাকে খুলে দিয়ে, তাকে মিথ্যাবাদী ও চাঁপাবাজ ইত্যাদি সাব্যস্ত করে, নিজের আখিরাতকে বিনষ্ট করে, নিজেকে مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ আল্লাহরই পানাহ্ জাহান্নামের ভাগীদার বানিয়ে নেয়।

تُوبُوا اِلَى اللّٰه!　　اَسْتَغْفِرُاللّٰه

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করার শাস্তি

মনে করুন! যদি কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বানিয়েও বর্ণনা করে, তবে সেটার দায়িত্ব তার নিজের উপরই বর্তাবে। আর সে কঠিন গুনাহগার ও জাহান্নামের আগুনের ভাগীদার হবে। আল্লাহর মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে, "যে মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, তাকে কিয়ামতের দিন যবের দুটি দানার মধ্যে গিঁট (গিড়া সংযোগ) লাগানোর শাস্তি দেয়া হবে এবং সে কখনো গিট লাগাতে পারবেনা।" (সহীহ বুখারী, খন্ড-৮ম, পৃষ্ঠা-১০৬, হাদিস নং-৭০৪২)

চিন্তা ভাবনা করা ব্যতীত যারা কথা বলে তারা সাবধান!

অন্য একটি হাদিসে পাকে রয়েছে, "এক ব্যক্তি এমন কথা বলে, যার মধ্যে সে চিন্তা ভাবনা করেনা (মূলত এরূপ কথা বার্তা, গীবত, দোষ অন্বেষণ অথবা মনগড়া স্বপ্ন ইত্যাদি হারামের উপর প্রতিষ্ঠিত) তাহলে সে এরূপ কথার কারণে জাহান্নামে এতটুকু পরিমাণ থেকেও অধিক (নীচে) পতিত হবে যতটুকু পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব রয়েছে।" (সহীহ বুখারী শরীফ, খন্ড-৭ম, পৃষ্টা-২৩৬, হাদিস নং-৬৪৭৭)

স্বপ্ন বর্ণনাকারী হতে কসম বা শপথ করতে বাধ্য করা শরয়ী ওয়াজিব নয়। আর যে مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ (আল্লাহরই পানাহ্) মিথ্যুক হবে, সে হতে পারে, মিথ্যা শপথও করে নেবে।

কুমন্ত্রণা ঃ এটা সঠিক মনে হচ্ছে যে, মানুষের নিকট বর্ণনা করার পরিবর্তে স্বপ্ন গোপন করে রাখা উচিত।

কুমন্ত্রণার প্রতিকার ঃ কোনটা সঠিক আর কোনটি সঠিক নয়, এটা বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰ আমাদের চেয়ে অধিক ভাল জানতেন। ভাল স্বপ্ন বর্ণনা করার ব্যাপারে শরীআত নিষেধ করেনি। তাহলে আমরা বাধা প্রদান করার কে? কুরআনে কারীম, হাদিসে মুবারাকা ও বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰ এর কিতাব সমূহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বপ্ন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী رحمة الله تعالىٰ عليه রিসালায়ে কুশাইরিয়্যাতে" রু'য়াল কাওম' নামক অধ্যায়ের ৩৬৮ হতে ৩৭৭ পৃ: পর্যন্ত আওলিয়ায়ে কিরামের ৬৬ টি স্বপ্ন উদ্ধৃত করেছেন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رحمة الله تعالىٰ عليه ইহইয়াউল উলুমের ৪র্থ খন্ডের ৫৪০ হতে ৫৪৩ পর্যন্ত মানা-মা-তুল মাশায়িখ নামক অধ্যায়ে ৪৯ টি স্বপ্ন উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়াও হায়াতে আলা হযরত (মাকতুবাতে নববীয়্যাহ্ গাঞ্জ বখশ রোড লাহোর হতে মুদ্রিত) এর ৪২৪ হতে ৪৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, আলিমে শারীআত, পীরে তরীকত, হযরত আল্লামা মওলানা আল হাফিয, আল কারী আশ শাহ আহমদ রযা খান رحمة الله تعالىٰ عليهএর ১৪ টি স্বপ্ন তাঁর নিজের মুখ থেকেই বর্ণিত রয়েছে। এর মধ্য থেকে ১টি স্বপ্ন প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপন করছি।

আলা হযরত رحمة الله تعالىٰ عليه এর স্বপ্ন

সরকারে আলা হযরত দু'হাতে মুসাফাহা (করমর্দন) এর বৈধতা সম্পর্কে ৪০ পৃষ্ঠার ১টি বই ''صَفَائِحُ اللِّجَّيْن فِي كَوْنِ تَصَافُحِ بِكَفِّي الْيَدَيْن'' (অর্থাৎ রূপার পাথর দুহাতের তালু দ্বারা করমর্দন করার বর্ণনা) নামে লিখেছেন। সেটার ৩য় পৃষ্ঠায় নিজের ঐ স্বপ্ন বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে তাঁর رحمة الله تعالىٰ عليه এর সাথে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কাযী খান رحمة الحنان عليه এর সাক্ষাৎ হয়েছে। এছাড়া মুসলমানদেরকে কুমন্ত্রনা সমূহ হতে বাঁচানোর জন্য এবং আরো অধিকহারে জানানোর জন্য এ রিসালা মুবারাকাতে মানুষের সামনে স্বপ্ন বর্ণনা করার দলীল সমূহ প্রদান করেছেন। যেমন – উল্লেখিত রিসালাতে লিখেছেন,

আজ কে স্বপ্ন দেখেছেন?

সহীহ হাদিস হতে প্রমাণিত, হুযুরে আকদাস সায়্যিদে আলম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم স্বপ্নকে মহান নির্দেশ হিসেবে জানতেন এবং এটাকে (স্বপ্নকে) শুনা, জিজ্ঞাস করা ও বর্ণনা করাতে বিশেষ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

গুরুত্ব দিতেন। সহীহ বুখারী ইত্যাদিতেও রয়েছে, হযরত সামুরাহ বিন জুন্দাব رضی اللہ تعالیٰ عنہ হতে বর্ণিত, হুযুর পূরনূর হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم ফযরের নামায আদায়ের পর উপস্থিত লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করতেন, আজ রাতে কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছো কি? কেউ দেখে থাকলে আরয করতেন আর হুযুর হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم এর ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। (সহীহ বুখারী, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-১২৭, হাদিস নং-১৩৮৬)

সরকারে আলা হযরত رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ আরো বলেন, আহমদ, বুখারী ও তিরমিযী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী رضی اللہ تعالیٰ عنہ হতে বর্ণনা করেন, হুযুরে আকদাস হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم বলেছেন, "যখন তোমাদের মধ্য কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা তার নিকট প্রিয় মনে হয় তবে এর জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা আদায় করা উচিত এবং মানুষের সামনে বর্ণনা করা উচিত।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৫০২, হাদিস নং-৬২২৩)

সুসংবাদ অবশিষ্ট রয়েছে

সরকারে আলা হযরত رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ উল্লেখিত রিসালাতে উদ্ধৃত করেন, হুযুর পুরনূর صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلَّم বলেছেন, "নুবুওয়াত (এর ধারা) শেষ হয়ে গেছে। এখন আমার পর আর নবুওয়াত প্রাপ্ত হবেনা কিন্তু সুসংবাদ সমূহ হবে।" প্রশ্ন করা হলো, সেটা কি? "ভাল স্বপ্ন, মানুষ নিজে দেখবে কিংবা তার জন্য অন্য কেউ দেখবে।"

(তাবারানী, আল মু'জামূল কবীর, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-১৭৯, হাদিস নং-৩০৫১)

নিজের ব্যাপারে উত্তম স্বপ্ন দেখা ব্যক্তিকে পুরস্কার

সরকারে আলা হযরত رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ আরো বলেন, এটাও সাহাবায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالیٰ এর সুন্নত হতে প্রমাণিত যে, যিনি এরূপ স্বপ্ন দেখেছেন যাতে তাদের কথার সমর্থন পাওয়া যায়, এর জন্য তিনি খুশী হয়েছেন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

এবং যিনি স্বপ্ন দেখেছেন তার সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিতেন, সহীহাইনে (বুখারী ও মুসলিমে) রয়েছে, আবূ জামরাহ যাবঈ رضی اللہ تعالیٰ عنہ তামাত্তু হজ্জে স্বপ্ন দেখেন যা দ্বারা (ফিকহের মাসআলাতে) ইবনে আব্বাস (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) এর পক্ষে সমর্থন লাভ হলো। ইবনে আব্বাস رضی اللہ تعالیٰ عنہما (ঐ মুবারক স্বপ্ন শুনে নিজের সম্পদ হতে) তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন এবং ঐ দিন থেকে তাঁকে নিজের সাথে আসনে বসাতে আরম্ভ করেন।

(সহীহ বুখরী হতে সংকলিত, খন্ড ২য়, পৃষ্ঠা ১৮৬, হাদিস নং ১৫৬৭)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা হোক।

ইমাম বুখারীর আম্মাজানের স্বপ্ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা অন্যদের স্বপ্ন শুনানোর ব্যাপারেও দুটি সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস পর্যবেক্ষণ করলেন। সহীহ বুখারী শরীফের প্রণেতা হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদিসে মুবারাকা সমূহ সংকলন করেছেন।

তিনি رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ নিজেই বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ আমি সহীহ বুখারীতে প্রায় ৬০০০ (ছয় হাজার) হাদিস শরীফ আলোচনা করেছি। প্রতিটি হাদিসে পাক লেখার পূর্বে গোসল করে দুই রাকাআত নামায আদায় করে নিতাম।" তাঁর সম্মানীত পিতা হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইসমাঈল رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ অত্যন্ত নেককার লোক ছিলেন এবং তাঁর رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ সম্মানীতা আম্মাজানও رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ নেককার মহিলা ও মুসতাজাবুদ দুআ (অর্থাৎ যাঁর

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

দুআ কবুল হয় এমন মহিলা) ছিলেন। ছোট বেলায় হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رحمة الله تعالىٰ عليه এর দৃষ্টি শক্তি চলে যায়। তাঁর আম্মাজান (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا) এ শোকে কাঁদতে থাকেন এবং বিনীতভাবে দু'আ করতে থাকেন। এক রাতে ঘুমন্ত বস্থায় তাঁর ভাগ্যের তারা চমকে উঠলো, অন্তরের চক্ষু খুলে গেলো। স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আসলেন আর বলতে লাগলেন, "আপনি আপনার সন্তানের চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য দু'আ করে যাচ্ছেন। আপনাকে মুবারকবাদ যে, আপনার দু'আ কবূল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আপনার ছেলের দৃষ্টি শক্তি পূর্বের ন্যায় করে দিয়েছেন।" যখন ভোর হলো তখন দেখা গেলো হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رحمة الله تعالىٰ عليه এর চক্ষুদ্বয় দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে।

(তাফহীমূল বুখারী হতে সংকলিত, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ৪, কৃত: শাইখুল হাদিস আল্লামা গোলাম রসূল রযবী)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(২) ইহুদী নারী ও পুরুষের চমৎকার ঘটনা

এক ইহুদী পুরুষ একজন ইয়াহুদী নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে তার প্রেমে এরূপ পাগলের ন্যায় হয়ে গেলো যে, খানা পিনার প্রতি খেয়াল থাকতো না। পরিশেষে হযরত সায়্যিদুনা আতাউল আকবর رحمة الله تعالىٰ عليه এর বরকতপূর্ণ খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা করলো। তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه একটি কাগজে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم লিখে দিলেন আর বললেন, "এটা গিলে ফেলো এ আশাতে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যাতে এ ব্যাপারে শান্তি দান করেন অথবা তোমাকে এর মাধ্যমে মেহেরবানী করেন"। যখন উক্ত ইয়াহুদী এটা গিলে ফেললো ব্যস গিলতেই তার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে গেলো। অতঃপর সে আরয করলো "ওহে আতা رحمة الله تعالىٰ عليه আমি ঈমানের মিষ্টতা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

পেয়ে গেছি আর আমার অন্তরে নূর প্রকাশ পেয়ে গেছে। আমি ঐ নারীকে ভুলে গেছি। আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন।

হযরত সায়্যিদুনা আতা رحمة الله تعالىٰ عليه তার প্রতি ইসলমের দাওয়াত পেশ করলেন আর সে بِسْمِ الله এর বরকতে মুসলমান হয়ে গেলো। অপরদিকে ঐ ইহুদী নারী যখন তার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা আতাউল আকবর رحمة الله تعالىٰ عليه এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, "ওহে ইমামূল মুসলিমীন! আমিই সে নারী যার কথা ইসলাম গ্রহণকারী ইহুদী আপনাকে বলেছিলো। আমি গত রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি যে, এক আগন্তুক আমার নিকট এসে বলতে লাগলো, "যদি তুমি জান্নাতে নিজের ঠিকানা দেখতে চাও, তাহলে সায়্যিদুনা আতাউল আকবর رحمة الله تعالىٰ عليه এর সমীপে হাযির হয়ে যাও। তিনি তোমাকে তোমার ঠিকানা দেখিয়ে দিবেন।" তাই আমি আপনার رحمة الله تعالىٰ عليه দরবারে উপস্থিত হয়েছি। ইরশাদ করুন "জান্নাত কোথায়?" তিনি ইরশাদ করলেন, "যদি জান্নাত লাভের ইচ্ছা থাকে তাহলে তোমাকে প্রথমে তার দরজা খুলতে হবে, এরপরই তুমি (আপন ঠিকানার) দিকে যেতে পারবে।"মেয়েটি আরয করলো, "আমি কিভাবে এর দরজা খুলতে পারবো?" তিনি ইরশাদ করলেন, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ কর।" সে بِسْمِ اللّٰه শরীফ পাঠ করলো।

ব্যস পাঠ করতেই তার অন্তরে মাদানী ইনকিলাব সৃষ্টি হলো সুতরাং বলতে লাগলো, ওহে আতা رحمة الله تعالىٰ عليه আমি নিজের অন্তরে নূর পেয়ে গেছি এবং আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ কে দেখে নিয়েছি। আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন।" তিনি رحمة الله تعالىٰ عليه তার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তখন بِسْمِ اللّٰه শরীফের বরকতে সেও মুসলমান হয়ে গেলো। অতঃপর নিজের ঘরে ফিরে ঐ রাত্রে যখন ঘুমিয়ে পড়লো। তখন স্বপ্নে জান্নাতে প্রবেশ করলো

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

আর সে জান্নাতের মহল ও গম্বুজ দেখলো এবং ঐ গম্বুজের উপর লেখা ছিলো ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلم

সে এটা যখন পাঠ করে নিলো তখন একজন আহবানকারী বলছিলো, "ওহে পাঠকারীনি! যা তুমি পাঠ করেছ, আল্লাহ তা'আলা সব কিছু তোমাকে দান করে দিয়েছেন।" মেয়েটি জেগে উঠলো এবং আরয করলো, হে আল্লাহ! আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছিলাম। তুমি পুনরায় আমাকে তা থেকে বের করে দিয়েছো। ওহে আল্লাহ আমাকে আপন পরিপূর্ণ কুদরতের ওয়াস্তে দুনিয়ার চিন্তা থেকে মুক্তি দান করো।" যখন সে দু'আ শেষ করলো তখন ঘরের ছাদ ভেঙ্গে তার উপর পড়লো আর সে শহীদ হয়ে গেলো। আর আল্লাহ তাআলা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এর বরকতে তাঁর উপর দয়া প্রদর্শন করলেন। (কালইউবী, ঘটনা ২৬, পৃষ্ঠা ২২,২৩)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالیٰ علیٰ محمَّد

اَسْتَغْفِرُ اللّٰه تُوبُوا اِلَى اللّٰه!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالیٰ علیٰ محمَّد

بسم اللہ کی بَرَکت ہے
ہم نے پائی جنّت ہے
کتنی اچّھی قسمت ہے
عَزَّوَجَلَّ
یہ سب ربّ کی رَحمت ہے

বিসমিল্লাহ কি বরকত হায়,
কিতনি আচ্ছি কিসমত হায়,
হামনে পা-য়ি জান্নাত হায়,
ইয়ে ছব রব কি রহমত হায়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রহমত অনেক অনেক বড়। তিনি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে মানুষকে তাঁর ওলী বা বন্ধুদের আস্তানায় পাঠিয়ে অনেক বড় হতভাগা ব্যক্তির তকদীর পরিবর্তন করে দেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ছোট বড় প্রত্যেকে ওলী আল্লাহ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی দের গোলামীর জন্য গর্বিত। আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی দের গোলামও যখন ইখলাসের সাথে আশিকানে রাসুল এর মাদানী কাফিলা সমূহে সফর করে নেকীর দা'ওয়াত দেন তখন অনেক সময় কাফির পর্যন্ত ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। যেমন মাদানী কাফিলার এক বসন্তের বাহার লক্ষ্য করুন।

একজন খ্রীষ্টানের ইসলাম গ্রহণ

খানপুর পাঞ্জাব এর একজন দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের বর্ণনা "বাবুল মদীনা করাচীতে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য আগমনকারী মাদানী কাফিলার সাথে আমারও এলাকায়ী দাওরা নেকীর দা'ওয়াত এর সৌভাগ্য অর্জন হল। একটি দর্জির দোকানের বাইরে লোকজনকে একত্রিত করে আমরা নেকীর দা'ওয়াত দিচ্ছিলাম। যখন নেকির দাওয়াত শেষ হলো তখন ঐ দোকানেরই একজন কর্মচারী যুবক বললো, "আমি খৃষ্টান। তবে আপনাদের নেকীর দা'ওয়াত আমার হৃদয়ে গভীর ভাবে প্রভাব ফেলেছে। অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে ইসলামের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সে মুসলমান হয়ে গেলো।

"مقبول جہاں بھر میں ہو "دعوت اسلامی
صَدقہ تجھے اے ربِّ غفار مدینے کا

মকবুল জাহা ভরমে হো "দা'ওয়াতে ইসলামী"
সদকে তুজে আয় রব্বে গাফ্ফার মদীনে কা।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

(৩) বীর বুযুর্গ

এক কাফির ডাকাত কোন এক অভিজাত মহলে প্রবেশ করলো। সেখানে একজন বৃদ্ধ বুযুর্গ ও তাঁর যুবতী মেয়ে ছাড়া কেউ ছিলনা। সে ইচ্ছা করলো যে, ঐ বুযুর্গ رحمة الله تعالىٰ عليه কে শহীদ করে দিয়ে তার মেয়েকে ধন-দৌলত সহ আয়ত্ব করে নেবে। সুতরাং সে আক্রমণ করে বসলো। কিন্তু ঐ বুযুর্গ رحمة الله تعالىٰ عليه পালোয়ান হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ ডাকাত যুবককে একেবারে চিৎ করে ফেলে দিলেন। কিন্তু ডাকাত কোন রকমে মুক্ত হয়ে আক্রমণ করে বসলো। কিন্তু বুযুর্গ পালোয়ান رحمة الله تعالىٰ عليه পূনরায় তাকে কাবু করে ফেললেন! এভাবে কুস্তি চলতে লাগলো প্রতিবার ঐ বয়োঃবৃদ্ধ বুযুর্গ আলাইহি رحمة الله تعالىٰ عليه সফলতা অর্জন করছিলেন।

ডাকাত অনুভব করলো যে, ঐ বুযুর্গ رحمة الله تعالىٰ عليه আস্তে আস্তে কিছু পড়ছে, সে জিজ্ঞাসা করলো, "কি পড়ছেন?" তিনি নিজে পালোয়ানীর রহস্য ফাঁস করতে গিয়ে মুচকি হেসে বললেন, আমি খুবই দূর্বল লোক। যখন بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পড়ি তখন আল্লাহ আমাকে তোমার উপর জয়ী করে দেন। যখন ঐ কাফির ডাকাত এটা শুনলো, তখন তার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হলো এবং বলতে লাগলো, যে ধর্মে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এর এমন মর্যাদা তাহলে জানিনা ঐ ধর্মের কিরূপ সৌন্দর্য হবে। সে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم শুনার বরকতে মুসলমান হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে পরস্পরের সাথে গভীর সম্পর্ক হল এবং ঐ বুযুর্গ رحمة الله تعالىٰ عليه এর ইন্তিকালের পর তাঁর অভিজাত মহল ও সমস্ত ধন সম্পদ এ নওমুসলিম পেয়ে গেলেন এবং ঐ বুযুর্গ রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি رحمة الله تعالىٰ عليه এর মেয়ের সাথেও তার বিয়ে হয়ে গেলো। (আস্‌রারুল ফাতিহা, পৃষ্ঠা ১৬৫ হতে সংকলিত)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

حمد ہے اُس ذات کو جس نے مسلماں کر دیا
عشقِ سلطانِ جہاں سینے میں پنہاں کر دیا

হামদ হায় উছ জাত কো জিছনে মুসলমা করদিয়া,
ইশকে সুলতানে জাহা ছীনে মে পিনহা করদিয়া।
(কাবালায়ে বখশিশ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ বুযুর্গ নিঃসন্দেহে আল্লাহর অলি ছিলেন এবং بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم এর বরকতে তিনি ঐ কাফিরের উপর জয়ী হতেন যা তাঁর কারামাত ছিলো আর পরিশেষে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم এর বরকতে কাফির ডাকাতের অন্তরেও ইসলামের মহান নে'মত লাভ হয়েছিলো। এখন একজন بِسۡمِ اللّٰہ শরীফের দিওয়ানীর ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনুন আর আনন্দিত হোন।

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৪) কূপ থেকে থলে কিভাবে বের হল?

একজন নেককার মহিলা ছিলেন। যিনি কথায় কথায় بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পাঠ করতেন। তাঁর স্বামী (যে মুনাফিক ছিলো) তাঁর এ অভ্যাসের কারণে খুবই জ্বলতো। পরিশেষে সে এ সিদ্ধান্ত নিলো যে, আমি আমার স্ত্রীকে এমন অপদস্ত করবো যেন সে চিরদিন তা মনে রাখে। তাই স্বামী তার স্ত্রীকে ১ টি থলে দিয়ে বললো, "ভালভাবে রেখো।" স্ত্রী সে থলেটি হেফাযত করে রাখলো। স্বামী সুযোগ বুঝে থলেটি সরিয়ে নিয়ে নিজের বাড়ির কূপে ফেলে দিলো যাতে পাওয়ার সুযোগই না থাকে। এরপর সে তাঁর কাছ থেকে থলেটি চাইলো। ঐ নেককার মহিলা থলে রাখার জায়গায় আসলো এবং যে মাত্র بِسۡمِ اللّٰہ বললো, তখন আল্লাহ তাআলা জিব্রাঈল (عَلَیۡہِ السَّلَام) কে নির্দেশ দিলেন যে দ্রুতগতিতে যাও এবং থলেটি ঐ জায়গায় রেখে দাও। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল (عَلَیۡہِ السَّلَام) মুহূর্তের মধ্যে কূপ থেকে থলেটি বের করে যথাস্থানে রেখে দিলেন। যখন মহিলাটি তা নেয়ার

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

জন্য হাত বাড়ালেন তখন থলেটি যে অবস্থায় রেখেছিলেন ঐ অবস্থায়ই পেলেন। স্বামী থলেটি পেয়ে খুবই অবাক হলো এবং আল্লাহর নিকট সে সত্যিকার অন্তরে তওবা করলো। (কালইউবী, ঘটনা-১১, পৃষ্ঠা-১১,১২)

আল্লাহর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এসব কিছুই بِسْمِ اللّٰه এর ফজিলত। যে ব্যক্তি উঠা বসা সহ প্রত্যেক, ছোট বড় যে কোন জায়েয ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করতে থাকে, বিপদের সময় তাঁকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করা হয়।

محبّت میں اپنا گُما یا الٰہی
نہ پاؤں پھر اپنا پتا یا الٰہی
মহব্বত মে এইছা গুমা ইয়া ইলাহী,
না পাও পের আপনা পাতা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

(৫) ফিরআউনের মহল

ফিরআউন নিজেকে খোদা দাবী করার পূর্বে একটি মহল তৈরী করেছিলো এবং তার বাইরে দরজার উপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم লিখিয়েছিলো। যখন সে নিজেকে খোদা দাবী করলো তখন হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাকে আল্লাহর উপর ঈমান আনার দা'ওয়াত দিলেন, তখন সে অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো। হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, ইয়া আল্লাহ আমি

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

বারবার তাকে তোমার দিকে আহ্বান করছি, কিন্তু সে অবাধ্যতা থেকে বিরত হচ্ছে না। আমিতো তার মধ্যে মঙ্গলের কোন লক্ষণ দেখছি না। আল্লাহ বললেন, "ওহে মুসা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَا م আপনি তাকে ধ্বংস করে দিতে চান। আপনি তার কুফরকে দেখছেন আর আমি আমার আপন নামকে দেখছি, যা সে নিজের মহলের দরজার উপর লিখে রেখেছে!

(তাফসীরে কবীর, খন্ড-১ম, পৃ-১৫২)

ঘরের হিফাযতের জন্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত যেন আমরাও আমাদের ঘরের দরজার উপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم লিখে নেই। (ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ) প্রত্যেক প্রকারের দুনিয়ার বিপদ আপদ থেকে নিরাপত্তা লাভ হবে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رحمة الله تعالٰى عليه বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের ঘরের বাইরের দরজার (MAIN GATE) উপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم লিখে নিয়েছে, সে (দুনিয়ায়) ধ্বংস হতে নির্ভয় হয়ে গেছে, যদিও বা সে কাফির হোক না কেন। তাহলে ঐ মুসলমানের কি অবস্থা হবে যে সারাজীবন আপন হৃদয়ের আয়নায় এটা লিখে রাখে।" (তফসীরে কাবীর, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১৫২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

(৬) আপনি মানুষ না জ্বীন?

কিতাবুন নাসায়িহর মধ্যে রয়েছে, প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رضى الله تعالٰى عنه এর বাঁদী একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, হুযুর! আপনি সত্যি করে বলুন, আপনি কি মানুষ না জিন?" তিনি জবাবে বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি মানুষই। বাদী বলতে লাগলো, "আপনাকেতো মানুষ মনে হচ্ছে না।" কেননা আমি অনবরত ৪০ দিন পর্যন্ত আপনাকে বিষপান করাচ্ছি। কিন্তু আপনার চুল পর্যন্ত বাঁকা হয়নি। তিনি বললেন, "তুমি কি জানোনা, যে সর্বাবস্থায়

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

আল্লাহর যিকির করে কোন বস্তু তার ক্ষতি সাধন করতে পারে না। আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ইসমে আযমের সহিত আল্লাহর যিকির করি।" পানাহারের পূর্বে এ দু'আ পাঠ করে নিই।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْم

অনুবাদ : "আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যাঁর নামের বরকতে যমীন ও আসমানের কোন জিনিষই ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি সর্ব শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।"

এরপর তিনি رضی اللہ تعالیٰ عنہ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমাকে কেন বিষ পান করাচ্ছো? সে আরয করলো, "আপনার প্রতি আমার বিদ্বেষ ছিলো। এ জবাব শুনতেই তিনি رضی اللہ تعالیٰ عنہ বললেন, তুমি আজ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মুক্ত। আর তুমি আমার সাথে যা কিছু করেছো তাও ক্ষমা করে দিলাম। (হায়াতুল হাইওয়ানুল কুবরা, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-৩৯১)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

مانندِ شَمع تیری طرف لَو لگی رہے
دے لُطف میری جان کو سوز و گُداز کا

মা-নিন্দে শাময়ে তেরি তরফ লাও লগী রহে,
দে লুতফে মেরী জান কো ছুজ ও গুদাজ কা।

সাহাবায়ে কিরাম (عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان) এর মহা মর্যাদার কথা কি বলবো! এ সকল সম্মানীত ব্যক্তিরা কুরআনের নির্দেশ ঃ-

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ

(হে শ্রোতা! মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত করো!) (পারা-২৪, সুরা-হামীম সাজদাহ, আয়াত-৩৪) এর বাস্তব নমুনা ছিলেন।

বার বার বিষদানকারী বাদিকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে ক্ষমাই করে দিলেন। এই ঘটনার সাথে সম্পর্ক রাখে এরকম আরো একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

(৭) বিষ মিশ্রিত খাবার

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসলিম খাওলানী رحمة الله تعالىٰ عليه এর এক বাঁদী তাঁর প্রতি হিংসাবশত বিষ দিতে থাকে কিন্তু এর কোন প্রভাব তাঁর উপর পড়েনি। দীর্ঘদিন যাবত বিষ প্রয়োগ করার পর বাদী তাকে বলতে লাগল, "দীর্ঘদিন ধরে আমি আপনাকে বিষ দিয়ে আসছি। কিন্তু আপনার উপর এর কোনো প্রভাব পড়ছে না! তিনি বললেন, "এরূপ কেন করেছো?" সে বললো, "এজন্য যে, আপনি رحمة الله تعالىٰ عليه খুবই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন।" তিনি ইরশাদ করলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি পানাহারের পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পাঠ করে নিই।" এর বরকতে বিষ হতে নিরাপত্তা লাভ করে থাকি তিনি রাদ্বীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু رضى الله تعالىٰ عنه তাকে মুক্ত করে দিলেন। (কালইউবী, ঘটনা-৬৪, পৃষ্ঠা-৫২)

بے نوا مفلس و محتاج گدا کون؟ کہ میں
صاحبِ جود و کرم وَصْف ہے کس کا؟ تیرا

বে-নাওয়া মুফলিছ ও মুহতাজ গাদা কোন? কে মাই,
ছাহিবে জুদো করম ওয়াছফ হে কিছ কা? তেরা।
(যওকে নাত)

কুমন্ত্রণা ঃ বর্ণনা ও ঘটনা সমূহ থেকে এটাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, بِسْمِ اللّٰه শরীফ পাঠ করে বিষও যদি খেয়ে নেয়া হয় তাহলে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু আমরা এত বড় ঝুকি কিভাবে গ্রহণ করবো? কেননা আমাদের বাস্তব ধারণা এই যে, যদিও বা بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেও কোন সুস্বাদু খানা খেয়ে নেয়া হয়, তবুও পেট খারাপ হয়ে যায়।

কুমন্ত্রণার প্রতিকার ঃ "গুলি" দ্বারা বাঘকেও মারা যায় যদি উন্নত বন্দুক দিয়ে ফায়ার (FIRE) করা হয়। অনুরূপভাবে বুঝে নিন যে, ওযীফা ও দুআ সমূহ গুলির ন্যায় আর পাঠকারীর মুখ বন্দুকের ন্যায়। দু'আতো ঐগুলোই

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

কিন্তু আমাদের মুখগুলো সাহাবা ও আউলিয়া رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالیٰ এর মত নয়। যে মুখে প্রতিদিন মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, গালি-গালাজ, অন্যের মনে কষ্ট দেয়া ও দূর্ব্যবহার চালু রয়েছে, তাতে ঐ প্রভাব কোত্থেকে আসবে? আমরা দু'আতো চাই। কিন্তু যখন সমস্যা আসে তখন বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট গিয়েই দু'আর আবেদন করে থাকি, কেন? এ জন্য যে, প্রত্যেকের মন-মানসিকতা এমনই তৈরী হয়ে আছে যে, পবিত্র মুখ থেকে বের হওয়া দু'আ অধিক ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করে খালিদ বিন ওয়ালীদ رضی اللّٰه تعالیٰ عنه নিঃসংকোচে বিষ পান করে নেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তাঁদের জবান পবিত্র, তাঁদের অন্তর পবিত্র, তাঁদের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব গুনাহ্ থেকে পবিত্র। অতএব আল্লাহর পবিত্র নাম এর বরকতে বিষ প্রভাব ফেলতে পারেনি।

অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা ও সায়্যিদুনা আবু মুসলিম খুলানী رضی اللّٰه تعالیٰ عنه আপন পবিত্র মুখে আল্লাহর পবিত্র নাম নিতেন। তাই বিষ প্রভাবমুক্ত হয়ে যেতো। অন্যথায় বিষ বিষই। তা মানুষকে কোন ভাবেই ছেড়ে দেয় না। এটা এ ভীতিকর ঘটনা থেকে বুঝার চেষ্টা করুন।

কিতাবুল আযকিয়াতে রয়েছে, এক হজ্জের কাফিলা সফররত অবস্থায় একটি ঝর্ণার নিকটে পৌঁছলো। জানা গেলো যে, এ জায়গায় এক অভিজ্ঞ সম্পন্ন ডাক্তারের ঘর রয়েছে। তাদের নিকট যাওয়ার জন্য তারা এ বাহানা বের করলো যে, জঙ্গলের একটি লাকড়ী দিয়ে নিজেদের একজন সঙ্গীর পায়ের গোড়ালীতে আঁচড় দিলো, এতে রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেলো। অতঃপর তাকে নিয়ে ঐ ঘরের দরজায় গিয়ে ডাক দিলো, "এখানে কি সাপে কাটার চিকিৎসা করানো সম্ভব?" আওয়াজ শুনে একটি ছোট্ট মেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসলো। সে পায়ের গোড়ালীর ক্ষত স্থান গভীরভাবে দেখে বললো, "একে সাপে কাটেনি বরং যে বস্তুর আঁচড় তার লেগেছে সেটার উপর হয়তো কোনো নর সাপ প্রস্রাব করে গেছে। এখন এ ব্যক্তি আর বাঁচবে না। যখন সূর্যোদয় হবে তখন এর ইন্তিকাল হয়ে যাবে।" সুতরাং এমনই হলো, সূর্য উঠতেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

(হায়াতুল হাইওয়ানুল কুবরা, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-৩৯১ হতে সংকলিত)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

ہر شے سے عِیاں مِرے صانع کی صَنعتَیں
عالَم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا
হার শায় ছে ঈয়া মেরে ছানে কি ছানাআতি,
আলমে ছব আ-ঈনো মে হে আ-ঈনা ছাজ কা।
(যওকে নাত)

ইয়া রব্বে মুস্তফা صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم ! আমাদের বার বার بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পাঠ করার সৌভাগ্য নসীব কর, গুনাহ সমূহ থেকে মুক্তি দান করে আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মদীনায়ে মুনাওওয়ারাতে সবুজ গম্বুজের ছায়ায় মাহবুব صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّمএর জালওয়াতে শাহাদত ও জান্নাতুল বাকীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাওসে তোমার মাদানী হাবীব হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। তোমার মাহবুব صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم এর সকল উম্মতকে ক্ষমা করে দাও।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالیٰ علیٰ محمَّد
اَسۡتَغۡفِرُاللّٰہ تُوبُوا اِلَی اللّٰہ!
صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالیٰ علیٰ محمَّد

সহানুভূতি প্রদর্শনের সাওয়াব

হুযুর صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের কোন মুসলমান ভাই এর বিপদে শান্তনা দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন সম্মানের পোষাক পরিধান করাবেন। (আত্-তারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৩৪৪)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

রসুলে পাক ﷺ এর দরবারে মাহমুদ গজনবীর গ্রহণযোগ্যতা

হযরত সুলতান মাহমুদ গযনাবী رحمة الله تعالىٰ عليه এর সমীপে একব্যক্তি উপস্থিত হলো আর আরয করলো যে, দীর্ঘদিন ধরে হাবীবে রব্বে খোদা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর দীদারের প্রত্যাশী ছিলাম। ভাগ্যক্রমে গত রাতে সারকারে কায়েনাত, শাহে মাওজুদাত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم কে আনন্দিত অবস্থায় পেয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসুলূল্লাহ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم و عَزَّوَجَلَّ আমি এক হাজার দিরহামের ঋণ গ্রস্থ। যা আদায়ে আমি অক্ষম। আর ভয় পাচ্ছি যে, যদি এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করি তাহলে ঋণের বোঝা আমার মাথায় থেকে যাবে। রহমতে আলম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم ইরশাদ ফরমালেন, মাহমুদ সুবুক্তগীনের নিকট যাও। সে তোমার ঋণ আদায় করে দেবে।"

আমি আরয করলাম। তিনি কিভাবে বিশ্বাস করবেন? যদি এর জন্য কোন প্রমাণাদি দান করে দেন তাহলে দয়ার উপর দয়া হবে। তিনি صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم ইরশাদ ফরমালেন, তার নিকট গিয়ে বলবে, "ওহে মাহ্মুদ তুমি রাতের প্রথম ভাগে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) বার আর পুনরায় ঘুম থেকে উঠে রাতের শেষভাগে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) বার দুরূদ পাঠ কর।" এ কথাটি বললে (ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ) সে তোমার কর্জ আদায করে দেবে।" সুলতান মাহ্মুদ رحمة الله تعالىٰ عليه যখন রসূলে পাক صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর রহমতে ভরা পয়গাম

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

শুনলেন। তখন কাঁদতে লাগলেন আর এ কথার সত্যতা স্বীকার করে তার কর্জ আদায় করে দিলেন এবং ১০০০ (এক হাজার) দিরহাম অতিরিক্ত প্রদান করলেন। উযিরগণ ও অন্যান্যরা আশ্চর্য্য হয়ে আরয করলেন, আলীজাহ্ এ ব্যক্তি এক অতি অসম্ভব কথা বললো আর আপনিও এটার সত্যায়ন করলেন অথচ আমরা আপনার সাথেই থাকি। আপনিতো কখনো এত পরিমাণ দুরুদ শরীফ পাঠই করেননা আর না কোন মানুষ সম্পূর্ণ রাতে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) বার দুরুদ শারীফ পাঠ করতে পারে। সুলতান মাহমুদ رحمة الله تعالىٰ عليه বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছো। কিন্তু আমি ওলামায়ে কিরাম থেকে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি ১০ হাজারী দুরুদ শরীফ একবার পাঠ করে নেয়, মূলত সে ১০ হাজার বার দুরুদ শারীফ পাঠ করল।"

আমি ৩ বার রাতের প্রথম ভাগে এবং ৩ বার রাতের শেষ ভাগে ১০ হাজারী দরুদ শরীফ পাঠ করে নিই। এ জন্য আমার ধারণা ছিল যে, আমি প্রতিরাতে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) বার দুরুদ শারীফ পাঠ করি। যখন এ সৌভাগ্যবান আশিকে রাসুল শাহে খায়রুল আনাম হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর রহমতে ভরা সংবাদ দিল, আমার এ ১০ হাজারী দুরুদ শরীফের সত্যায়ন হয়ে গেলো আর ক্রন্দন করা এ খুশীতে ছিল যে, ওলামায়ে কিরাম এর ফরমান সঠিক সাব্যস্ত হলো যে, রহমতে আলম হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এটার উপর সাক্ষী দিলেন।" (তাফসীরে রুহুল বয়ান, খন্ড ৭ম, পৃষ্ঠা ২৩৪, মাকতাবাতে ওসমানিয়্যাহ, কোয়েটা হতে মুদ্রিত)

আল্লাহর রহমাত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

দশ হাজারী দুরুদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّا اخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ وَتَعَاقَبَ الْعَصْرَانِ وَكَرَّ الْجَدِيْدَانِ وَاسْتَقَلَّ الْفَرْقَدَانِ وَبَلِّغْ رُوْحَهٗ وَاَرْوَاحَ اَهْلِبَيْتِهٖ مِنَّا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَثِيْرًا۔

অনুবাদঃ ইয়া আল্লাহ আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর উপর দুরুদ প্রেরণ করো। যতদিন পর্যন্ত দিন আবর্তন করতে থাকে আর পর্যায়ক্রমে আসতে থাকে সকাল ও সন্ধ্যা এবং পর্যায়ক্রমে আসতে থাকে রাত ও দিন আর যতক্ষণ পর্যন্ত দু'টি তারকা সমুন্নোত থাকে এবং আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم ও আহলে বায়েত رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰ এর পবিত্র রূহসমূহে সালাম পৌঁছিয়ে দাও আর বরকত দান করো এবং তাঁদের উপর খুব বেশি সালাম প্রেরণ করো।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

(২) চল্লিশটি রূহানী চিকিৎসা

দুরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত শায়খ আহমদ ইবনে মানসূর رحمة الله تعالىٰ عليه এর যখন ওফাত হল, তখন শীরায শহরের কোন এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো যে, তিনি শীরাযের জামে মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন তাঁর শরীরে উন্নতমানের জান্নাতী লেবাস শোভা পাচ্ছিলো। আর তাঁর মাথায় মুকুট সজ্জিত ছিলো।

স্বপ্ন দ্রষ্টা লোকটি তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমাকে দয়া করেছেন এবং আমাকে তাজ পরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।' আরয করলো, 'কি কারণে?' তিনি বললেন, 'আমি তাজদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মদ صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর উপর বেশী পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠ করতাম। আর এ আমল কাজে এসে গেলো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রতিপালক। (আল কওলুল বদী, পৃ-২৫৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

প্রতিটি ওযীফার শুরু ও শেষে ১ বার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিন। ফলাফল প্রকাশ না হওয়া অবস্থায় অভিযোগের পরিবর্তে নিজের অসতর্কতার কারণে দূর্ভাগ্য মনে করুন এবং আল্লাহর বিচক্ষণতার উপর দৃষ্টি রাখুন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

৪০টি রূহানী চিকিৎসা ঃ

১। هُوَ اللّٰهُ الرَّحِيْم যে প্রত্যেক নামাযের পর ৭ বার পাঠ করবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ শয়তানের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকবে এবং তার ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভ হবে।

২। يَا مَلِكُ প্রত্যেকদিন ৯০ বার যে গরীব ব্যক্তি পাঠ করবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ দারিদ্রতা হতে মুক্তি লাভ করে সম্পদশালী হবে।

৩। يَا قُدُّوْسُ যে কেউ সফর অবস্থায় এ ওযীফা পড়তে থাকবে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ ক্লান্তি বা অবসাদ হতে নিরাপদ থাকবে।

৪। ১১১ يَا سَلَامُ বার পাঠ করে অসুস্থ ব্যক্তির উপর ফুঁক দিলে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ হবে।

৫। يَا مُهَيْمِنُ প্রত্যেকদিন ২৯ বার পাঠকারী ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ প্রত্যেক বিপদ-আপদ হতে নিরাপদ থাকবে।

৬। يَا مُهَيْمِنُ প্রত্যেকদিন ২৯ বার যে কোন চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তি পাঠ করে নেবে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ তার চিন্তা দূর হবে।

৭। يَا عَزِيْزُ ৪১ বার বিচারক বা অফিসার ইত্যাদির সামনে (জায়িয উদ্দেশ্য পূরণের জন্য) যাওয়ার পূর্বে পাঠ করে নিন, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ ঐ বিচারক বা অফিসার দয়ালু হয়ে যাবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

৮। يَا مُتَكَبِّرُ প্রত্যেকদিন ২১ বার পাঠ করে নিন, ভয়-ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখবে হয়তো, তবু ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ স্বপ্নে ভয় পাবে না। (চিকিৎসার সময় হতে আরোগ্য লাভ হওয়া পর্যন্ত)

৯। يَا مُتَكَبِّرُ স্ত্রীর সাথে 'মিলন' করার পূর্বে ১০ বার পাঠকারী ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ নেককার সন্তানের পিতা হবে।

১০। يَا بَارِئُ ১০ বার যে কেউ প্রত্যেক জুমাবারে (শুক্রবার) পড়বে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ তার পুত্র সন্তান লাভ হবে।

১১। يَا قَهَّارُ ১০০ বার। যদি কোন বিপদ আসে পাঠ করুন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ বিপদ দূর হয়ে যাবে।

১২। يَا وَهَّابُ ৭ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করবে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ সে মুস্ত াজাবুদ দা'ওয়াত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ তার প্রত্যেক দুআ কবুল হবে।)

১৩। يَا فَتَّاحُ ৭০ বার প্রতিদিন যে ফযর নামাযের পর দু'হাত সীনা অর্থাৎ বুকের উপর রেখে পাঠ করবে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ তার অন্তরের মরিচা ও ময়লা দূর হবে।

১৪। يَا فَتَّاحُ ৭ বার। প্রতিদিন (দিনের যে কোন সময় একবার) পাঠ করবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ তার অন্তর আলোকিত হবে।

১৫। يَا قَابِضُ ৩০ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করবে, সে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে।

১৬। يَا رَافِعُ ২০ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

১৭। يَا بَصِيْرُ ৭ বার যে কেউ প্রতিদিন আসরের সময় (অর্থাৎ আসর হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়) পাঠ করে নেবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ হঠাৎ বা আকস্মিক মৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকবে।

১৮। يَا سَمِيْعُ ১০০ বার যে প্রতিদিন পাঠ করবে ও পাঠকালে কথা-বার্তা বলবে না এবং পাঠ করে দু'আ প্রার্থনা করবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ যা প্রার্থনা করবে তা পাবে।

১৯। يَا حَكِيْمُ ৮০ বার যে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পাঠ করবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ কারো মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী হবে না।

২০। يَا جَلِيْلُ ১০ বার পাঠ করে যে নিজের সম্পদ ও মালপত্র এবং টাকা-পয়সা বা মূল্যবান বস্তুর ফুঁক মেরে দেয়, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ চুরি হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

২১। يَا شَهِيْدُ ২১ বার। যে সকালে (সূর্য উঠার আগে আগে) অবাধ্য ছেলে-মেয়েদের কপালে হাত রেখে আসমানের দিকে মুখ করে পাঠ করবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ তার ছেলে-মেয়ে নেককার বা ভাল হবে।

২২। يَا وَ كِيْلُ ৭ বার। যে প্রতিদিন আসরের সময় পাঠ করে নেবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ বিপদ, দূর্ঘটনা হতে নিরাপত্তা লাভ করবে।

২৩। يَا حَمِيْدُ ৯০ বার। যার মন্দ কথা বলার অভ্যাস যায় না, তিনি পাঠ করে কোন খালি পেয়ালা বা গ্লাসে ফুঁক দিয়ে দিন। প্রয়োজন অনুযায়ী সেটাতে পানি পান করুন, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ অশ্লীল বা বিশ্রী কথা বলার অভ্যাস দূর হয়ে যাবে। (একবার ফুঁক দেয়া গ্লাস বছরের পর বছর ব্যবহার করা যাবে।)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

২৪। يَا مُحْصِىُ ১০০০ বার যে কেউ প্রত্যেক জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) পাঠ করে নেবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ কবর ও কিয়ামতের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে।

২৫। يَا مُحْيِىُ ৭ বার পাঠ করে পেট ফাঁপা, পেট বা যে কোন স্থানে ব্যথা হোক অথবা শরীরের কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় হোক, নিজের উপর ফুঁক দিয়ে দিন, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে। (চিকিৎসার সময় হতে আরোগ্য লাভ পর্যন্ত।)

২৬। يَا مُمِيْتُ ৭ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করে নিজের (শরীরের) উপর ফুঁক মেরে নেয়, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ (তাকে) যাদু ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

২৭। يَا وَاجِدُ যে কেউ খাবার খাওয়ার সময় প্রত্যেক গ্রাসে পাঠ করতে থাকবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ ঐ খানা তার পেটে নূর হবে এবং রোগ দূর হয়ে যাবে।

২৮। يَا مَاجِدُ ১০ বার পাঠ করে শরবতের উপর ফুঁক দিয়ে যে পান করে নেবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ অসুস্থ হবে না।

২৯। يَا وَاحِدُ ১০০১ বার যদি একাকী অবস্থায় ভয় লাগে, তাহলে একাকী অবস্থায় পাঠ করে নিন, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ তার অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে।

৩০। يَا قَادِرُ যে ওযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় পাঠ করার অভ্যাস করে নেয়, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ শত্রু তাকে খারাপ পথে পরিচালিত করতে পারবে না।

৩১। يَا قَادِرُ ৪১ বার বিপদ এসে গেলে পাঠ করে নিন, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ বিপদ দূর হয়ে যাবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

৩২। يَا مُقْتَدِرُ ২০ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করে নেবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ সে রহমতের ছায়ায় থাকবে।

৩৩। يَا مُقْتَدِرُ ২০ বার। যে ঘুম থেকে উঠার পর পাঠ করে নেবে, তার সকল কাজে আল্লাহ এর সাহায্য সাথে থাকবে।

৩৪। يَا اَوَّلُ ১০০ বার। যে প্রতিদিন পাঠ করে নেবে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ তার স্ত্রী তাকে ভালবাসবে।

৩৫। يَا مَانِعُ ২০ বার। স্ত্রী অসন্তুষ্ট হলে স্বামী আর স্বামী অসন্তুষ্ট হলে স্ত্রী, শোয়ার পূর্বে বিছানায় বসে পড়লে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ আপোষ হয়ে যাবে। (সময়সীমা : উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত)

৩৬। يَا ظَاهِرُ ঘরের দেয়ালে লিখে নিন, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ দেয়াল নিরাপদ থাকবে।

৩৭। يَا رَءُوفُ ১০ বার। যে কোন অত্যাচারী হতে মযলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে বাঁচাতে চায় এবং তার পাওনা উসূল করে দিতে চায়, সে যেন (এ ওযীফা) পাঠ করার পর ঐ অত্যাচারীর সাথে কথা বলে, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ অত্যাচারী ব্যক্তি তার সুপারিশ গ্রহণ করে নেবে।

৩৮। يَاغَنِيُّ যে কোন স্থানের ও জোড়ার ব্যাথা হোক, চলা-ফেরা, উঠা-বসার সময় পড়তে থাকুন, ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ ব্যথা চলে যাবে।

৩৯। يَا مُغْنِيُ ১ বার পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে ব্যথার স্থানের উপর মালিশ করাতে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ শান্তি লাভ হবে।

৪০। يَا نَافِعُ ২০ বার। যে ব্যক্তি কোন কাজ শুরু করার পূর্বে পড়ে নেবে ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ ঐ কাজ তার ইচ্ছা অনুযায়ী পূরণ হবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ফয়যানে সুন্নত থেকে দরস দেয়ার নিয়ম

(তিনবার এভাবে ঘোষণা করুন)

কাছাকাছি এসে পর্দার উপর পর্দা করে দু'জানু হয়ে বসুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

(এরপর এভাবে দুরূদ ও সালাম পাঠ করান)

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

(যদি মসজিদ হয়, তাহলে এভাবে ইতিকাফের নিয়্যত করান)

نَوَيْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَاف

অর্থাৎ- আমি সুন্নত ই'তিকাফের নিয়্যত করলাম।

(এরপর এভাবে বলুন,)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাছাকাছি এসে দরসের সম্মানার্থে সম্ভব হলে দু'জানু হয়ে বসুন। যদি অসুবিধা হয়, তাহলে যেভাবে আপনার সুবিধা সেভাবে বসে দৃষ্টিনত রেখে মনযোগ সহকারে ফয়যানে সুন্নাতের দরস শুনুন। কারণ অন্যমনস্ক হয়ে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে, যমীনের উপর আঙ্গুল দিয়ে খেলতে খেলতে, পোষাক, শরীর কিংবা মাথার চুল ইত্যাদিতে নাড়া-চাড়া করতে করতে শুনলে এর বরকতসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

(ফয়যানে সুন্নাত থেকে দেখে দুরূদ শরীফের একটি ফযীলত বর্ণনা করুন)

দুরূদ শরীফের ফযীলত বর্ণনার পর বলুন

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এখন ফয়যানে সুন্নাতে/ফয়যানে বিসমিল্লাহ ইত্যাদিতে যা কিছু লিখা আছে তাই পাঠ করে শুনান। আয়াত ও আরবী রচনাগুলোর শুধুমাত্র অনুবাদ করুন। কোনো আয়াত কিংবা হাদীসের ব্যাখ্যা নিজের পক্ষ থেকে করবেন না। কারণ এরূপ করা হারাম।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

দরসের পর এভাবে তরগীব দিন

কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার "ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড় সায়েদাবাদ, ঢাকায় মাগরিব নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাত এর রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ গুনাহের প্রতি গৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলায় সফর করতে হবে।

(এখানে ইসলামী বোনেরা বলুন, "ঘরের পুরুষদের মাদানী কাফিলা সমূহে সফর করাতে হবে।)

(দু'আর জন্য হাত উঠানোর আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কম বেশী করা ব্যতীত এভাবে দু'আ করুন)

দুআ নিম্নরূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

ইয়া রব্বে মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم বাতুফায়লে মুস্তফা صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم আমাদের, আমাদের মাতা-পিতা ও সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দিন। ইয়া আল্লাহ! দরসের ভুলত্রুটি ও সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আমলের প্রতি উৎসাহ দান করুন। আমাদেরকে পরহেযগার, মা-বাবার বাধ্য করে দিন। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার এবং আপনার মাদানী হাবীব صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর সত্যিকার আশিক বানিয়ে দিন! আমাদেরকে গুনাহের রোগ হতে আরোগ্য দান করুন! ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে মাদানী ইন'আমাতের উপর আমল করা, মাদানী কাফিলায় সফর করা এবং ইনফিরাদী কৌশিশের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

মাধ্যমে অন্যদেরকেও মাদানী কাজ সমূহের তরগীব দেয়ার উৎসাহ দান করো! ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে রোগসমূহ, ঋণগ্রস্থতা, রোজগারহীনতা, সন্তানহীনতা, অহেতুক মামলা মুকাদ্দামা, পেরেশানী সমূহ এবং বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দান করুন! ইয়া আল্লাহ! ইসলামের উন্নতি দান করুন! ইসলামের শত্রুদের অপদস্ত করুন! ইয়া আল্লাহ! সবুজ গুম্বাদের নিচে তোমার মাহবুব صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর জালওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার মাদানী হাবীব صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করুন! ইয়া আল্লাহ! মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় শীতল হাওয়ার ওয়াসীলাতে আমাদের সকল জায়িয দু'আ সমূহ কবুল করুন! আমিন! বিজাহিন নবীয়্যিল আমিন! صلى الله تعالىٰ عليه واٰله وسلّم

(এরপর আয়াতে দুরূদ আয়াত পড়ুন।)

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا0

(এ আয়াত পাঠ করার পর দুরূদ শরীফ পড়ুন)
(দু'আ শেষ করার আয়াত পড়ুন এবং দুআ শেষ করুন)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ 0 وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ 0 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 0

(নোট ঃ যাদের মাখরাজ বিশুদ্ধ আছে, শুধুমাত্র তারাই আয়াত সমূহ ও আরবী ইবারতগুলো পাঠ করবেন)

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله عزوجل কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার **ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ**, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় মাগরিব নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে **মাদানী কাফিলা** সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে **মাদানী ইনআমাত** এর রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

الحمد لله عزوجل এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** الحمد لله عزوجل নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করতে হবে।

মাকতাবাতুল মদীনা :-

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন নং - ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং - ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং - ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, maktaba@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net